রামায়ণের আগে

কল্পনার অলকনন্দা ! ভাবের হিমালয় ! অশ্রুর তাজমহল !

নিউ গণেশ অপেরার বিজয় শংখ

শ্রীকানাইলাল নাথ রচিত

ঐতিহাসিক নাটক

ঝড়ের পরে

বৈশাখী ঝড়ে যেমন ভাঙে বনানীর অসংখ্য বন বৃক্ষ আর গৃহ-রাজি। ঠিক তেমনি এক ঝড়ে ভেঙে যায়, গরীবের মেয়ে সর্ব্বাণীর আশার সৌধ। বাল্যের সংগী, যৌবনের বন্ধু কালী-কিংকরের কাছে বাগদত্তা হ'য়েও মৃত্যু পথ যাত্রী পিতার আদেশ আর মা হারা এক বালকের কাতর মাতৃ সম্বোধনে, গিয়ে উঠলো সে—রাজা আদিত্য রায়ের ঘরে। কিন্তু রাজভ্রাতা মদন রায়ের স্বার্থে, দেওয়ান আলি হোসেনের চক্রান্তে, ভুজঙ্গধরের প্ররোচনায়, কালীকিংকরের ভুলে, বুকের রক্ত ঢেলেও কি সরল ধর্ম্ম বিশ্বাসী রহিম খাঁ সর্ব্বাণীকে সত্যি-কারের রাণী মায়ের আসনে রাখতে পেরেছিল ? না—হয়ত পারেনি। বৈশাখী ঝড়ের পরে একদিন ভেঙেও যা গ'ড়েছিল, সংসারের ঝড়ের পরে আবার তা ভেঙে গেল। পড়ুন আনন্দ পাবেন, অভিনয়ে গৌরব বাড়বে।

মূল্য—৩'০০ টাকা

রামায়ণের আগে

পৌরাণিক নাটক

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
কুণ্ডু নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী
৯৭।১এ, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬
শ্রীরঞ্জিত কুমার শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

—:*:—

সন—১৩৫৭ সাল

প্রথম মুদ্রণ]

ভূমিকা

নাটকের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে ভূমিকার অবতারণায় ভাষার বোঝা বাড়াইবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। মাত্র কয়েকটি কথা বলিতে চাই। এই 'রামায়ণের আগে' নাটকের কাহিনীর সন্ধান দেন আমার গ্রামস্থ প্রবীণ নাট্য রসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়। পরে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডু নাট্য কোম্পানীর সুযোগ্য কর্ণধার মধুভাষী ৺সৌরেন কুণ্ডু মহাশয় অতি যত্ন সহকারে এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে নাটকখানি দর্শক সমাজে পরিবেশন করেন। এই নাটক পরিবেশনে যাত্রা জগতের এক কালের শ্রেষ্ঠ স্ত্রী চরিত্রাভিনেতা ও বর্ত্তমানের সুপরিচালক শ্রীউপেন্দ্র কুমার অধিকারীর (উপেনদার) দানও যথেষ্ট। নাটকখানি সাফল্যমণ্ডিত জয়-যাত্রার পথে কুণ্ডু নাট্য কোম্পানীর সুনিপুণ শিল্পীদের সুষ্ঠু অভিনয়ের মূল্যও কম নয়।

পরিশেষে স্বর্ণলতা লাইব্রেরীর তরুণ প্রকাশক শ্রীরঞ্জিৎ কুমার শীল মহাশয় যে অকার্পণ্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া নাটকখানি প্রকাশ করিলেন তাহার জন্য উপরোক্ত সকলের সহিত তাঁহার কাছেও আমি ঋণী রহিলাম।

ইতি—

গ্রন্থকার



কুণ্ডু নাট্য কোম্পানীর সর্বাধিনায়ক কর্মবীর, অমৃতভাষী

৺সৌরেন কুণ্ডু মহাশয়ের স্মৃতির বেদীতে

অঞ্জলী দিলাম আমার

"রামায়ণের আগে"

'প্রসাদ'

কে সুলতান শ্রীবেণীমাধব কাব্যবিনোদ প্রণীত। রোমাঞ্চকর ঐতিহ নাটক, নাট্য ভারতীর বিজয় নিশান। মৃত শিশু কর উঠে মসনদের দিকে এগিয়ে যায়। ভোগ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে আয়েসা ভাস্কর f নিয়ে অন্তর্হিত হলো কোথায়? আওরঙ্গজীব ছোরা শাণায় কার কণ্ঠে রূপ ব্যবসায়িনী নর্ত্তকী অন্তরের প্রেম নিবেদন ক'রে—প্রাণ দিলে কার ? সেই লম্পটের রক্তে দরবার প্লাবিত কার ছোরাতে? বিশ বছরের হারানো বুকে পেয়ে কাঁদে কে? মসনদের উপর প্রকৃত অধিকার কার? নাটকের প্রতিঘাত ও সংলাপের মাধ্যমে জানতে পারবেন। মূল্য—তিন টাকা।

যুগের দাবী শ্রীআনন্দময়ের সমস্যামূলক নাটক। জনতা অপে অভিনীত। নানা কুসংস্কারে জর্জ্জরিত সমাজজীবনের ও চিত্র। হাস্যরস ও করুণ রসের অপূর্ব্ব সমন্বয়। জমিদার মৃগেন্দ্ররায়ের চক্র পুত্র বসুদেবের বিয়ে ভেঙ্গে গেল। স্বামী পরিত্যক্তা ভারতীর জীবনধার জন্য কঠোর দারিদ্র বরণ। মানুষকে ঠকালে নিজেকে ঠকতে হয়। ভারত শাস্তি দিতে জমিদারের ষড়যন্ত্রে নিজের পৌত্রের বলিদান হয়ে গেল। এক পুত্র হারিয়ে বসুদেব পাগল হয়ে গেল। যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে একমাত্র শি মূলক নাটক এই "যুগের দাবী"। মূল্য—তিন টাকা।

ভাই-ভাই সিরাজউদ্দিন আহম্মদ প্রণীত। নূতন ঐতিহাসিক নাট অন্নপূর্ণা অপেরায় যশের সহিত অভিনীত। এর ম দেখতে পাবেন বেদনুর রাজ্য লক্ষ্য করিয়া পেশোয়া মাধব রাওয়ের সঙ্গে নং হায়দার আলির বিরাট যুদ্ধ, বেদনুর রাণীর অসীম সাহসের পরিচয় রঘুন রাওয়ের ষড়যন্ত্রে মাধবরাওয়ের বন্দিত্ব, নারায়ণ রাওয়ের উপর পীড়ন। র' শাসকের অমানুষিক অত্যাচার দস্যুসর্দ্দারের রাজভক্তি ও দেশপ্রেম. রাজরা পুত্রবাৎসল্য অন্তর। নবাবী সেনার বেইমানি ও নারী হরণের চেষ্টা. টিপুর ম মাধব রাওয়ের উদারতা, হায়দার আলীর ত্যাগ স্বীকার, ফকীরের আকর্ষ সঙ্গীত। এ ছাড়া বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে ভাই-ভাই হিন্দু-মুসলমা অপূর্ব মিলনের আদর্শ। মূল্য—তিন টাকা।

পদ্মা নদীর ঝড় শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। নিউ বীণাপাণীতে অভিনীত। মূল্য—তিন টাকা।

নিউ গণেশ অপেরার বিজয় শংখ

শ্রীকানাইলাল নাথ রচিত

ঐতিহাসিক নাটক

ঝড়ের পরে

বৈশাখী ঝড়ে যেমন ভাঙে বনানীর অসংখ্য বন বৃক্ষ আর গৃহ-রাজি। ঠিক তেমনি এক ঝড়ে ভেঙে যায়, গরীবের মেয়ে সর্ব্বাণীর আশার সৌধ। বাল্যের সংগী, যৌবনের বন্ধু কালী-কিংকরের কাছে বাগদত্তা হ'য়েও মৃত্যু পথ যাত্রী পিতার আদেশ আর মা হারা এক বালকের কাতর মাতৃ সম্বোধনে, গিয়ে উঠলো সে—রাজা আদিত্য রায়ের ঘরে। কিন্তু রাজভ্রাতা মদন রায়ের স্বার্থে, দেওয়ান আলি হোসেনের চক্রান্তে, ভুজঙ্গধরের প্ররোচনায়, কালীকিংকরের ভুলে, বুকের রক্ত ঢেলেও কি সরল ধর্ম্ম বিশ্বাসী রহিম খাঁ সর্ব্বাণীকে সত্যি-কারের রাণী মায়ের আসনে রাখতে পেরেছিল ? না—হয়ত পারেনি। বৈশাখী ঝড়ের পরে একদিন ভেঙেও যা গ'ড়েছিল, সংসারের ঝড়ের পরে আবার তা ভেঙে গেল। পড়ুন আনন্দ পাবেন, অভিনয়ে গৌরব বাড়বে।

মূল্য—৩'০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত

ঐতিহাসিক নাটক

পদ্মা নদীর ঝড়

দ্মানদীর ঝড়ে তিনটি ছেলে মেয়ে হারিয়ে গেল, কিন্তু তারা নদীর গ্লে তলিয়ে গেল কি? বাংলায় তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের বান বইছে, সেই বানেব গতিমুখে নদীয়াব হিন্দু-মুসলমানেরা ভেসে চলেছে, ঠিক এই সময়ে নদীয়ার কাজী দৃঢ় হাতে তাদের দমনে এগিয়ে এল, প্রতিবন্ধক হলেন বাংলার নবাব আর একজন সমাজ পবিত্যক্তা বাঈজী। তাঁদের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে কাজী সামনে তার শাসনের শকঠ চালিয়ে দিল, বহু নিবীহ দেশবাসী পিষ্ঠ হয়ে গেল সেই শাসন শকঠের চক্রতলে, বাঙালীদের একতা কিন্তু তাতে আবো দৃঢ় হ'য়ে উঠল। এই দৃঢ়তার সামনে কাজীর শাসন যন্ত্র শিথিল হ'য়ে পড়ল, রক্তে রাঙা হয়ে উঠল নদীয়া আর ফুলিয়ার মাটি। কিন্তু পদ্মা নদীর ঝড়ে হারিয়ে যাওয়া সেই ছেলেমেয়ে তিনটির সন্ধান পাওয়া গেল কি না তার মীমাংসা যদি পেতে চান —তাহ'লে দেখুন পদ্মানদীর ঝড় নাটকের পৃষ্ঠায়। অল্প লোকে সুন্দর অভিনয় কবার মত সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়েব একটি মনোমুগ্ধকর নাটক।

মূল্য-৩'০০ টাকা

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

যাদের নিয়ে নাটক

পুরুষ

বিশ্বশ্রবা	....	ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি
কুবের	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
রাবণ	...	নিকষার সন্তান
কালনেমী	...	রাবণের মাতুল
মাল্যবান	...	ভূতপূর্ব লংকেশ্বর
শ্রীনলকুবের	...	কুবেরের পুত্র
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন	....	মাহিষ্মতীর রাজা
মণিভদ্র	...	ঐ সেনাপতি
সঞ্জয়	...	ঐ সহকারী সেনাপতি
শতদল	...	ছদ্মবেশী ধর্ম্ম
করাল	...	মালীর পুত্র
বিদ্যুৎ	...	ব্রাহ্মণ পুত্র

তামস।

স্ত্রী

নিকষা	...	রাবণ জননী
মন্দোদরী	....	রাবণের স্ত্রী
অশ্রু	...	পরিচয়হীনা
কাবেরী	...	কার্ত্তবীর্য্যের ভগ্নি

নর্ত্তকী।

[অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্ত্তন করা নিষিদ্ধ]

প্রথম অভিনয় রজনী শিল্পীবৃন্দ

কার্ত্তবীর্য্য	....	নটনায়ক শ্রীবিজন মুখার্জ্জি
মণিভদ্র	....	„ পাঁচু অধিকারী
সঞ্জয়	...	„ রামকৃষ্ণ দলপতি
বিদ্যুৎ	...	„ বাদল ঘোষ
রাবণ	...	নটভাস্কর „ ফণী গাঙ্গুলী
বিশ্রবা	....	নটকেশরী „ ভোলানাথ পাল
কুবের	...	„ বিমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীনলকুবের	...	„ সুবিমল আদক
মাল্যবান	...	„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
কালনেমী	...	পশুপতি কুণ্ডু (পরে অজিত ঘোষ)
করাল	....	শ্রীসত্যেন দাস
শতদল	..	„ পরিতোষ মণ্ডল
তামস	...	বসন্ত বৈদ্য ও শৈলেন ঘোষ
নিকষা	...	„ সুদর্শনন সেন
অশ্রু	...	শ্রীমতি বেলা সরকার
কাবেরী	...	কালিপদ মণ্ডল (টগর)
মন্দোদরী	...	অনিতা চক্রবর্ত্তী

স্মারক—শ্রীঅজিত

সুরসৃষ্টি—রাখাল চন্দ্র ঘোড়ুই

সুর পরিচালনা—প্রফুল্ল মিদ্যা, অনিল বৈরাগী, রাধেশ্যাম নন্দী, ভোলানাথ দাস, অধীর হালদার, নকুল বেরা।

ব্যবস্থাপনায়—তরুণ মিত্র

রামায়ণের আগে

প্রস্তাবনা

আশ্রম

অদূরে মহর্ষি বিশ্বশ্রবা ধ্যানমগ্ন ছিলেন।
গীতকণ্ঠে শতদল আসিল।

শতদল।—

গীত

বাজাইব আমি নূতন বাঁশী
গাহিব নূতন গান।
পুরানো স্মৃতি আঁধারে নাশিয়া
জাগাবো বর্ত্তমান।
মিলন পুষ্পে গাঁথিয়া মালা
জুড়াবো ধরার দুঃখ জালা
ছন্দ হারা হৃদয় বীণাতে
তুলিব মধুর তান।

[প্রস্থান

নেপথ্যে শতদল শংখধ্বনী করিল। সহসা পৃথিবীবক্ষে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। মুর্হুঃমুহুঃ বজ্রপাত ও সাগরের প্রলয়গর্জনে পৃথিবীর বুকে তাণ্ডব নর্ত্তন সুরু হইল।

বিশ্বশ্রবা আসিলেন

বিশ্বশ্রবা। কেন কেন এ প্রলয় সংকেত? ভূমিকম্প ঝঞ্ঝাঘাতে পৃথিবীর বুকে সুরু হয়েছে তাণ্ডব নর্ত্তন। কেন? কেন—এ অশনিপাত?

নেপথ্যে শতদল শংখধ্বনী করিল

বিশ্বশ্রবা। ওই সাগরের উত্তাল তরঙ্গ সগর্জনে এগিয়ে আস্ছে, ওই বায়ু প্রবাহে বিরাট বনস্পতি ধরাশায়ী হল। কেন চারিদিকে অশুভ লক্ষণ? আজ কি পৃথিবীর শেষ দিন?

নেপথ্যে শতদল পুনরায় শংখধ্বনী করিল

বিশ্বশ্রবা। একি! নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল প্রকৃতির সেই ভয়ঙ্কর রূপ! ওই তো নীল আকাশের বুকে পাখীর দল আনন্দে গান গেয়ে নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। সবুজ বনের লতায় পাতায় ওই তো শ্যাম স্নিগ্ধ ধরণীর শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি। তবে কি—এ আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম? না—না—তাই বা কেমন করে সম্ভব?

শতদলের প্রবেশ

শতদল। অসম্ভবও নয়।

বিশ্বশ্রবা। বালক, এ তুমি কি বলছো?

শতদল। মহর্ষির মাথায় দেখ্‌ছি কিছুই নেই।

বিশ্বশ্রবা। বালক!

শতদল। দিন রাত শুধু তপ-জপ করে-করে আপনার বাহ্যজ্ঞান একেবারেই লোপ পেয়েছে!

বিশ্বশ্রবা। স্তব্ধ হ' প্রগল্‌ভ বালক।

শতদল। ইস্! তবু যদি বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশী হ'ত।

বিশ্বশ্রবা। সংযত হয়ে কথা বল্ বালক!

শতদল। ভষ্ম করে ফেল্‌বে?

বিশ্বশ্রবা। বালক!

শতদল। নিজের ঘরের খবর যে রাখ্‌তে পারে না, পরের জন্য তার মাথা গরম করা উচিত নয়।

বিশ্বশ্রবা। [স্বগতঃ] কি আশ্চর্য্য! এতটুকু একটা ছেলে সেও আমাকে নীতি শিক্ষা দিতে আসে। কে এই বালক!

শতদল। কি ঠাকুর, চুপ করে গেলে কেন? যাও ছেলের মুখ দেখগে—?

বিশ্বশ্রবা। ছেলে?

শতদল। তবে আর বল্‌ছি কি? নিজের স্ত্রীর খবর যে রাখে না, তার দ্বারা কিছুই হবে না।

বিশ্বশ্রবা। বালক! তুমি ঠিক জান—নিকষা সন্তান প্রসব করেছে?

শতদল। একটা নয়, একেবারে তিন পুত্র, এক কন্যা।

বিশ্বশ্রবা। বালক!

শতদল। আর তাদেরই জন্ম মূহুর্ত্তে পৃথিবীতে এই ধ্বংসের ইঙ্গিত। ছিঃ-ছিঃ মহর্ষি! যে দিন রাত ব্রহ্মা চিন্তায় বিভোর

হয়ে থাকে,তারই ঔরস জাত সন্তান হতে যে পৃথিবী ধ্বংস হবে! এ বড় লজ্জার কথা।

বিশ্বশ্রবা। মহর্ষি বিশ্বশ্রবার ঔরসজাত সন্তান হবে সৃষ্টি সংহারক।

শতদল। এ কথা জেনেও এ বয়সে রাক্ষস কন্যা নিকষার পাণিগ্রহণ করা আপনার উচিত হয় নি।

বিশ্বশ্রবা। পৃথিবী ধ্বংস হবে?

শতদল। হবে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যেখানে কামিনী-কাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করতে পারে না—সেখানে ধ্বংস অনিবার্য্য। [প্রস্থান

বিশ্বশ্রবা। কে এই বালক? এর প্রতিটি কথা যেন তীক্ষ্ণ ছুরীর মত আমার অন্তর ভেদ করে দিয়ে গেল। সত্যই কি আমার ঔরসজাত সন্তান হতে পৃথিবী ধ্বংস হবে? না—না এ মিথ্যা! ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষি বিশ্বশ্রবার রক্তে যার জন্ম হবে—সে ধর্মদ্বেষী অত্যাচারী হতে পারে না।

তামসের প্রবেশ

তামস। এ আপনার ভুল ধারণা।

বিশ্বশ্রবা। আমার ধারণা যে ভুল নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ কুবের।

তামস। ভুলে যাচ্ছেন কেন মহর্ষি, কুবের রাক্ষসীর সন্তান নয়, তাই দেবত্ব নিয়ে সে জন্মেছে। কিন্তু—

বিশ্বশ্রবা। কিন্তু?

তামস। রাবণ নিকষা রাক্ষসীর ছেলে—

বিশ্বশ্রবা। রাবণ?

তামস। মহর্ষি বিশ্বশ্রবার দ্বিতীয় পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্মক্ষণে তার ভীষণ রবে দিগন্ত কম্পিত হয়, তাই তার নাম রাবণ।

বিশ্বশ্রবা। রাবণ! এ নামকরণ করলে কে?

তামস। প্রকৃতি!

বিশ্বশ্রবা। তাদের ভাগ্য লিপি—

তামস। আমি জানলাম কি করে? এইত? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদের ভারে পৃথিবী কেঁপে ওঠে—চারিদিকে শুধু ধ্বংসের সংকেত দেখা যায়, তাদের ভাগ্যলিপি জানতে কারও বাকী থাকে না।

বিশ্বশ্রবা। তুমি কে?

তামস। আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

তামস।—

গীত

আমি মহাকাল
জীবন খেয়ার নায়ে বসে
ধরি সবার হাল।
ভাসিস যখন অকুল স্রোতে—

থাকি আমি সাথে সাথে,
রুদ্র তেজে জনম আমার
গড়ি মায়াজাল ॥

তামস। এখনও সময় আছে মহর্ষি। যদি পার তোমার রক্তে গড়া ঐ কাল রাহুদের অংকুরেই বিনাশ কর। নইলে ভবিষ্যতে সৃষ্টি ধ্বংসের পাপ তোমাকেই মাথায় তুলে নিতে হবে।

[প্রস্থান]

বিশ্বশ্রবা। সত্যই যদি নিকষা পুত্রদের দ্বারা ধরণী পীড়িতা লাঞ্ছিতা হয়, সত্য যদি তারা রাক্ষস আচার গ্রহণ ক'রে ধর্মকে পদদলিত ক'রে, সত্য যদি তাদের অত্যাচারে ত্রিদিবের বুকে সৃষ্টি হয় ধ্বংসের বিভীষিকা; তাহলে সেই বিষবৃক্ষদের আমি সমূলে উপ্‌ড়ে ফেলবো।

নিকষার প্রবেশ

নিকষা। প্রভু আশীর্বাদ করবে এসো তোমার নবজাত পুত্রদের—

বিশ্বশ্রবা। আশীর্বাদ? না—না আশীর্বাদ নেই। আছে আমার বুকভরা অভিশাপ—

নিকষা। কি বলছো ঋষি? পিতা হয়ে—

বিশ্বশ্রবা। পুত্রের ধ্বংস কামনা করছি। কারণ যে পুত্র জগতের বিভীষিকা তার ধ্বংসই আমার কাম্য।

নিকষা। বাঃ, চমৎকার পিতৃত্বের পরিচয় দিলে স্বামি। মহর্ষির উপযুক্ত কথাই বটে। ভাল, চাই না তোমার আশীর্বাদ আমার পুত্রদের ভাগ্যলিপি নিয়ে, আমি জ্বলে পুড়ে মরবো—তোমাকে তার অংশ গ্রহণ করতে হবে না।

বিশ্বশ্রবা। নিকষা! ও যে ত্রিদিবের বিভীষিকা।...

নিকষা। হোক্,—তবু আমার পুত্র!

বিশ্বশ্রবা। ও রাক্ষস আচারী হবে।

নিকষা। রাক্ষসীর পুত্র যে রাক্ষস হবে এ কথা তোমার পূর্বে চিন্তা করা উচিত ছিল। ঋষি, যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে আমার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে যেদিন আমার পাণিগ্রহণ করেছিলে, সেদিন কি ভেবেছিলে, এই রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে—দেব শিশু?

বিশ্বশ্রবা। নিকষা!

নিকষা। আজ বুঝতে পারছি আমাকে বিবাহ করা তোমার একটা খেয়াল মাত্র। সপত্নী পুত্র কুবেরের মুখ চেয়ে তুমি আমার হতভাগ্য সন্তানদের পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে চাও। শোন মহর্ষি! আজ আর আমি তোমাকে ভয় করি না। রাক্ষসীর পুত্র যারা, আমি তাদের রাক্ষসের পরিচয়েই গড়ে তুলবো, তোমার মত পুত্র হন্তারক পিতার পরিচয়ে নয়।

বিশ্বশ্রবা। নিকষা পুত্রের জন্য যদি তোমাকে স্বামিঘাতী হতে হয়?

নিকষা। নিকষা রাক্ষসী! পুত্রদের জন্য সে হাসতে

হাসতে তার সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলবে,—তবু পুত্রহারা হয়ে স্বামী সোহাগী হতে পারবে না।

বিশ্বশ্রবা। তবে শোন রাক্ষসী! ত্রিদিবের মংগলের জন্য আজ থেকে আমি তোমার পুত্রদের মৃত্যু কামনায় হোমানল প্রজ্জ্বলিত করে তাতে প্রতি মুহূর্তে দেব আহুতি।

[প্রস্থান

নিকষা। জ্বালো তুমি হোমানল,—দাও তুমি আহুতি কর তুমি মরণ দেবতার পূজা। আমিও মা! আমার আশীর্বাদ লৌহবর্মের মত ঘিরে রাখবে তাদের দেহ—আমার শুভেচ্ছায় বর্ধিত হবে তারা অনন্ত শক্তির উৎস নিয়ে। দেখ্‌বো ঋষি! তোমার মন্ত্রশক্তি, আর আমার মাতৃস্নেহের যুদ্ধে জয়ী হয় কে?

[প্রস্থান

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

লংকার প্রাসাদ।

নর্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

কালনেমী বসিয়াছিল

নর্তকীগণ।—

গীত।

হে রজনীগন্ধা।
মলয় পরশে অলস আবেশে
গেয়ে যাও মধু ছন্দা॥
দীপালী তারার আলোক মালায়
হিয়াটি মোদের আপনি দোলায়
সুরে সুরে ছায় মধু আঙিনায়
ভাঙিল নিঝুম তন্দ্রা॥

[প্রস্থান

করালের প্রবেশ

কালনেমী। করাল!

করাল। এই যে দাদা! নাচ গান কেমন লাগলো?

কালনেমী। খুব ভাল ভায়া। আহা এমন ভয়ংকর নাচ, আর এমন বীভৎস গান অনেক দিন শুনিনি।

করাল। মর্ত্তে এসে আদর আপ্যায়নটা বেশ ভালই পেলেন।

কালনেমী। বলি পাবো না কেন হে, হাজার হলেও ভাগ্নে তো?

করাল। ভাগ্নে হলেও জাতিটা তো—

কালনেমী। ও সব কিছু নয়। রাবণও যা কুবেরও তাই।

করাল। তাই আগে এসে বড়লোক ভাগ্নের বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করেছেন

কালনেমী। কি যে বল তুমি হ্যাঁ। আসার সময় নিকষার সঙ্গে দেখা করেই তো এলাম। যাক্, তুমি এনেছো?

করাল। কি?

কালনেমী। তোমার মাথা।

করাল। এনেছি।

কালনেমী। আহা বাঁচালি ভাই! দে এগিয়ে দে—

করাল। এই নাও।

মাথা আগাইয়া দিল

কালনেমী। আমলো যা! মাথা নিয়ে কি করবো?

করাল। এইতো চাইলে—

কালনেমী। নাঃ, তুই দেখছি একেবারে অরসিক। বলি ভৃঙ্গার এনেছিস্? ভৃঙ্গার?

করাল। আরে তাই বলবে তো? এই নাও যত পার পান কর।

ভৃঙ্গার দিল

কালনেমী। তুই বেঁচে থাক্ করাল! [সুরাপান করতঃ] করাল!

করাল। কি হল দাদা?

কালনেমী। নেই।

করাল। কি নেই? সুরা?

কালনেমী। উঁহু!

করাল। তবে কি নর্তকী?

কালনেমী। না মূর্খ।

করাল। আরে কি নেই বলবে তো?

কালনেমী। আমার জ্ঞান নেই।

করাল। ও—তাই বল।

কালনেমী। বল্লেই হ'ল? করাল! আমি,—

করাল। কি দাদা?

কালনেমী। কি করবো!

করাল। কি করবে? যুদ্ধ?

কালনেমী। না-না—

করাল। তবে?

কালনেমী। তুই বিছানা নিয়ে আয় আমি শয়ন করবো।

করাল। সেকি! পাতাল থেকে এত তোড়জোড় করে এসে শেষে শয়ন করবে দাদা ?

কালনেমী। করাল! আমাকে ধর্ মূর্খ! নইলে এখনি কেলেংকারী হয়ে যাবে। আমার চারিদিক ঘুরছে—ওঃ, এ সুরা নয় যেন অমৃত।

করাল। ওই কুবের আসছে দাদা।

কালনেমী। এ্যাঁ কুবের! আসছে ?

করাল। শুধু আসছে নয়, তলোয়ার নিয়ে আস্‌ছে।

কালনেমী। কেন-কেন ? এত নাচ গান শুনিয়ে শেষে কি— করাল। অস্ত্রখানা দে তো ভাই,—বাগিয়ে ধরি। আজ ব্যাটা যক্ষরাজকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। ছোটলোক! আমাদেরই স্বর্ণলংকায় বসে রাজত্ব করছে—আবার আমাকেই তেড়ে আসে অপমান করতে। না-না কালনেমীর হাতে আজ আর—

কুবেরের প্রবেশ

কুবের। আজ আর আপনার ফিরে যাওয়া হবে না মাতুল।

কালনেমী। এই যে বাবাজী!

কুবের। আপনার কোন অসুবিধা হয়নি তো ?

কালনেমী। এর চেয়ে সুবিধা আর কি আছে বাবা ? নাচ গান—আর হে-হে—

টলিতে লাগিল

কুবের। করাল! মাতুল, নেশার ঘোরে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

মাল্যবানের প্রবেশ

মাল্যবান। অধৈর্য্য হওয়া কি অন্যায় যক্ষরাজ?

কুবের। এই যে দাদু! কেমন আছেন? ভালো তো সব? আজ আমার কি সৌভাগ্য! আপনাদের আগমনে আমার লংকাপুরী আজ ধন্য হল। ওরে কে আছিস্? পাদ্যার্ঘ নিয়ে আয়—

মাল্যবান। আতিথ্য গ্রহণ করতে আমি আসিনি কুবের যেজন্য এসেছি--

কুবের। আদেশ করুন।

মাল্যবান। তুমি আমার স্বর্ণলংকাপুরী আমাকে ফিরিয়ে দাও।

কুবের। দাদু!

করাল। জ্যেষ্ঠতাত!

মাল্যবান। সেবার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষ্ণুর হাতে পরাজয় স্বীকার করে, প্রাসাদ ত্যাগ করে আমরা পালিয়ে গেলেও আজ আমাদের রাজ্য আবার আমরাই ফিরে পেতে চাই।

কালনেমী। নিশ্চয় পেতে চাই! রাক্ষসের লংকাপুরীতে তুই ব্যাটা রাজত্ব করিস কোন অধিকারে?

করাল। প্রাণের ভয়ে যারা রাজ্যের মায়া ত্যাগ করে

পালিয়েছিল, আজ তারাই বা সে রাজ্যের দাবী করে কোন্ অধিকারে ?

মাল্যবান। করাল! ভুলে যাচ্ছিস কেন পুত্র, যে এ রাজ্যটা আমাদেরই—

করাল। রাজ্যটা আমাদের হলেও আমরা যখন তা রাখতে পারিনি—তখন তার আশা করা উচিত নয়।

কালনেমী। এ ছোঁড়া একেবারে নেহাৎ যাচ্ছেতাই।

মাল্যবান। কুবের! আমি জানতে চাই, তুমি রাজ্য দেবে কিনা ?

কুবের। নিজের সৌভাগ্যে যে রত্ন আমি পেয়েছি, বিনা যুদ্ধে তা ফিরিয়ে দেব না।

মাল্যবান। তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য্য।

কুবের। কুবেরও তার জন্য প্রস্তুত মহান! বাধুক যক্ষ-রক্ষে তুমুল সংগ্রাম, আহতের আর্তনাদে ভরে যাক্ লংকার আকাশ বাতাস, বয়ে যাক্ রণক্ষেত্রে রক্তের বৈতরণী। পারি বাহুবলে রক্ষা করবো আমার দেশের মাটি, না পারি হাস্‌তে হাস্‌তে শত্রুর কৃপাণ তলে মাথাটা এগিয়ে দেব।

করাল। সাবাস্ বন্ধু!

মাল্যবান। করাল। তুচ্ছ স্বার্থের জন্য স্বজাতীর বিরুদ্ধাচরণ করবি কুলাঙ্গার ?

করাল। স্বজাতীর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় যারা, তারাই স্বজাতীর সব চেয়ে বড় শত্রু।

মাল্যবান। কুবেরের হাত থেকে লংকা আমি ছিনিয়ে নেবোই।

করাল। তাতে বাধা দেব সর্বাগ্রে আমিই।

মাল্যবান। করাল!

করাল। রাজ্যের দাবী আপনার চেয়ে আমার কম নয় জ্যেষ্ঠতাত! নারায়ণের চক্রের আঘাতে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন আমারই, পিতা। আপনারা শুধু দর্শকের মত যুদ্ধ দেখেছেন। কতটুকু রক্ত দিয়েছেন এই দেশের জন্য? আজ এসেছেন মধু খেতে, কিন্তু মধু মক্ষিকার তীক্ষ্ণ দংশনের সময় কোথায় ছিলেন জ্যেষ্ঠতাত?

কালনেমী। কথাটা একেবারে অমূলক নয়।

মাল্যবান। তুমি থামো অপদার্থ।

কালনেমী। আজ্ঞে, আমি ত থেমেই আছি।

কুবের। যান যক্ষরাজ, যদি পারেন যুদ্ধেরই আয়োজন করুন গে যান।

মাল্যবান। মাল্যবান মুখে যা বলে, কাজে তা ভুলে না। আজ যখন তুমি আমার কথা শুনলে না, তখন তোমার এ অবাধ্যতার যোগ্য শাস্তি তুমি পাবেই।

করাল। ভুলে যাবেন না জ্যেষ্ঠতাত, যে এটা পরের বাড়ী। এখানে দাঁড়িয়ে বেশী গলাবাজী করলে মাথাটা হয়ত রেখে যেতে হবে।

মাল্যবান। করাল রাজ্যটা আমি তোমাকেই দান করবো।

করাল। যে রাজ্যের জন্য আমার পিতা জীবন দিয়েছেন, সে রাজ্য যত লোভনীয়ই হোক, আমার কাছে তার দাম কানাকড়িও নয়।

মাল্যবান। করাল!

করাল। রাজ্য আপনি নিজের জন্যও চান না জ্যেষ্ঠতাত; যার জন্য চান সে আপনার দৌহিত্র রাবণ।

কুবের। রাবণ! রাবণের জন্য আপনি আমার কাছে রাজ্য দাবী করছেন রাক্ষসরাজ?

মাল্যবান। যদি বলি তাই।

কুবের। রাবণ আমার বিমাতার সন্তান হলেও সে আমার ভাই। ভাই এর দাবী মেটাতে যদি ইচ্ছা হয়, রাজ্যটা হয়তো তার হাতে তুলে দিতে পারি, তবে আপনার মত পরশ্রীকাতর রাক্ষসের কথায় নয়।

মাল্যবান। কুবের!

করাল। রক্ত চক্ষু দেখিয়ে কাজ আদায় করা এখানে যাবে না জ্যেষ্ঠতাত। মানে মানে সরে পড়ুন।

মাল্যবান। কি বলছিস্ জাতিদ্রোহী?

করাল। বলছি, হে সুবিধাবাদী স্বার্থপর মহাপুরুষ! আপনার অসার গর্জনে এখানে বর্ষণের কোন আশাই নেই। তাহলে নিজের সম্মানকেও হারাতে হবে।

মাল্যবান। আমার সম্মানের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

কালনেমী। উনি দু'কান কাটা কিনা ?

মাল্যবান। কালনেমী !

কালনেমী। কান তো গেছেই মাথার ভয় থাক্‌লে পালিয়ে আসুন ! নইলে ওটাও যাবে।

[প্রস্থান

মাল্যবান। মূর্খ !

করাল। সবাই মূর্খ ! বিদ্বান শুধু আপনি।

মাল্যবান। করাল !

করাল। ভাব্‌ছি জ্যেষ্ঠতাত, পিতার মৃত্যু না হয়ে, মৃত্যুটা যদি আপনার হ'ত---

মাল্যবান। তাহলে তোমরা সবাই আনন্দ করতে না ?

করাল। শুধু আমরা নই, গোটা রাক্ষস জাতিটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতো।

[প্রস্থান

মাল্যবান। তুমিও শুনে রাখ কুবের, অচিরেই রক্ষ সৈন্য এনে তোমার হাত থেকে লংকাপুরী ছিনিয়ে নিতে যদি না পারি, তাহলে বৃথাই আমি রাক্ষস জনক।

[প্রস্থান

কুবের। কুবের ও দুর্বল নয় রাক্ষস ! আসুক রক্ষ সৈন্য, আক্রমণ করুক আমার স্বর্ণ লংকাপুরী। আমি তাদের সবাইকে ওই সাগর সৈকতে কাল ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে বিজয় লক্ষ্মীর বরমাল্য ছিনিয়ে নেবো।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সভাকক্ষ

নেপথ্যে। "জয় মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জয়।"

মণিভদ্র প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের একপাশে দাঁড়াইল।

পরে বিদ্যুৎবেগে বিশ্বশ্রবার প্রবেশ।

বিশ্বশ্রবা। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন! কই? কোথায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন?

মণি। এখনি তিনি সভাকক্ষে আসবেন। অপেক্ষা করুণ।

বিশ্বশ্রবা। তুমি তার কাছে সংবাদ দাও যে আমি এসেছি।

মণি। এসেছেন বিশ্রাম করুন। সময় হলেই সাক্ষাৎ পাবেন।

বিশ্বশ্রবা। বিশ্রাম করার অবকাশ আমার নেই।

মণি। তবে চলে যান।

বিশ্বশ্রবা। আমি তার সঙ্গে দেখা না করে যাব না।

মণি। তবে বস্থন।

বিশ্বশ্রবা। তুমি তার কাছে আমার আগমন সংবাদ দাও।

মণি। তাহলে আমার মাথা তো যাবেই আর সেই সংগে আপনার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থাটাও হয়ে যাবে।

বিশ্বশ্রবা। সাবধান যুবক! মহর্ষি বিশ্বশ্রবা তোমার ব্যঙ্গের পাত্র নয়।

মণি। মানবেন্দ্র মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যও আপনার চাকর নন যে আদেশ করলেই ছুটে আসবেন।

বিশ্বশ্রবা। যুবক!

মণি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে দেবগণকেও হা-পিত্যেশ হয়ে বসে থাক্‌তে হয়।

বিশ্বশ্রবা। কি, এত দর্প সামান্য একটা মানুষের?

মণি। বেশী উত্তেজিত হবেন না ঋষি।

বিশ্বশ্রবা। কতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে?

মণি। যতক্ষণ না তিনি আসেন।

বিশ্বশ্রবা। একজন ক্ষত্রিয় রাজের রাজসভায় এসে চোরের মত মাথা নিচু করে বসে থাকা বিশ্বশ্রবার সম্ভব নয়। আমি চলেই যাচ্ছি—

মণি। সেকি! মহারাজের সংগে দেখা করবেন না।

বিশ্বশ্রবা। করবো। যেদিন তোমাদের মহারাজ নত মস্তকে আমার আশ্রমে যাবেন,—সেইদিন।

কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ

কার্ত্ত। সে শুভদিন কবে আসবে মহর্ষি?

বিশ্বশ্রবা। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য!

কার্ত্ত। হঠাৎ এই মহিষ্মতি নগরে মহর্ষির আগমণের কারণ কি জানতে পারি?

বিশ্বশ্রবা। কারণ জানবার জন্যেই তো এসেছি।

কার্ত্ত। বলুন।

বিশ্বশ্রবা। ফল-মূলাহারী সংসার ত্যাগী মুনি ঋষিদের উপর তুমি যে অত্যাচার করেছো, আমি তারই প্রতিবাদ করতে এসেছি।

কার্ত্ত। আমি অত্যাচার করেছি?

বিশ্বশ্রবা। করনি অত্যাচার? আশ্রমবাসীদের বৃত্তি বন্ধ করে তাদের উপর করনি নির্য্যাতন?

কার্ত্ত। করেছি।

বিশ্বশ্রবা। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর এমন কি দেবেন্দ্র বাসবও যাদের দেখে সসম্ভ্রমে সে মাথা নীচু করে, দিবারাত্র যারা জগতের মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করেছে, সেই বেদ পাঠরত ঋষিদের উপর তুমি যে অত্যাচার করেছো—তার জন্য আমি তোমাকে—

মণি। আদেশ দিন মহারাজ, এই জটাধারী সন্ন্যাসীকে এর অবাধ্যতার জন্য চরম শিক্ষা দিই।

কার্ত্ত। না মণিভদ্র, কার্ত্তবীর্য্য দুর্বল নয়। সে বীর, বীরের পক্ষে একজন নিরস্ত্র শক্তি হীনের উপর বল প্রয়োগ করা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ! তুমি যাও। [মণিভদ্রের প্রস্থান

বিশ্বশ্রবা। কার্ত্তবীর্য্য! যদি নিজের মঙ্গল চাও আশ্রম বাসীদের ন্যায্য অধিকার তাদের ফিরিয়ে দাও।

কার্ত্ত। আমি ভাবছি মহর্ষি, ধৈর্য্যশক্তি যার এত কম, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন, কেমন করে।

বিশ্বশ্রবা। কার্ত্তবীর্য্য।

কার্ত্ত। ভয় নেই মহর্ষি, এত কষ্ট করে যখন এসেছেন আপনার প্রণামী নিশ্চয়ই পাবেন।

বিশ্বশ্রবা। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করতে আসিনি।

কার্ত্ত। তবে?

বিশ্বশ্রবা। আমি এসেছি নিরাশ্রয় আশ্রমবাসীদের জন্য আশ্রয়, অর্থ, ও সম্মান দাবী করতে।

কার্ত্ত। আশ্রয়-অর্থ-সম্মান! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার রাজ্যে আমি ওই ভণ্ড আশ্রম বাসীদের শান্তিতে বাস করতে দেব না মহর্ষি।

বিশ্বশ্রবা। আশ্রমবাসীরা ভণ্ড নয় রাজা! জগতের কল্যাণে তারা দিনরাত ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন আছে।

কার্ত্ত। কর্মহীন অলস জীবনে শুধু ঈশ্বর চিন্তার দ্বারা জগতের কল্যাণ হয় না ঋষি! ওরা সৃষ্টির আবর্জনা। দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক যদি আজ সন্ন্যাসী সেজে আশ্রমের জন সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে—তাতে রাজ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী!

বিশ্বশ্রবা। কার্ত্তবীর্য্য!

কার্ত্ত। শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে গেলে, ধন সম্পদে দেশকে ভরিয়ে তুলতে হলে রাজ্যের রনশক্তিকে দৃঢ় করতে হবে মহর্ষি! সংসারের উপর বৈরাগ্য ভাব নিয়ে, দেশবাসী যদি ধর্ম ধর্ম করে তাহলে যুদ্ধ করবে কারা ?

বিশ্বশ্রবা। ধর্মের অস্তিত্বকে তুমি অবিশ্বাস কর ?

কার্ত্ত। ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করিনা ঋষি! আমি অবিশ্বাস করি ওই বক ধার্মিক সন্ন্যাসীর দলকে। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ, তার জন্য বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না।

বিশ্বশ্রবা। শোন রাজন! ধর্ম্মপ্রাণ মুনিঋষিদের চোখের জলে, তাদের কাতর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাদের অগ্নিবাণীর তীব্র অভিশাপে তুমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কার্ত্ত। তা যদি হয়। যদি কোনদিন ওই ভণ্ড গৈরিক বস্ত্রধারীদের অভিশাপে আমার একগাছি কেশও দগ্ধ হয় তাহলে সেদিন আমি স্বীকার করবো ওদের দাবী। সেদিন দেব ওদের বৃত্তি।. সেদিন ওদের সংগে আমিও সংসার ত্যাগ করে, চিরদিনের মত অরণ্য বাসী হবো।

গীতকণ্ঠে তামসের প্রবেশ

তামস।—

গীত

কেন অসার কল্পনা।
গর্জ্জনই ভাই সার হবে হায়
শাওন ধারা ঝরবে না।

জ্বলবে না ভাই মুখের কথায়
কভু আগুন জ্বলবে না।
পুড়বে না হায় একটি কেশ ও
কারও শাপে পুড়বে না।
যতই আঘাত দাও না শিরে
জাগবে না কেউ জাগবে না।

তামস। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য ! মহর্ষির অলীক কথায় ভুলে নিজের বীরত্বকে কলংকিত কর না।

প্রস্থান

বিশ্বশ্রবা। এখনও সময় আছে। ক্ষমতার গর্বে আত্মহারা হয়ে পৃথিবীর বুকে অত্যাচার করনা কার্ত্তবীর্য্য ! বিশ্বের মঙ্গল কামী ঋষিদের বুকে আঘাত দিও না।

কার্ত্ত। আঘাত আমি দেবোই। মাহিষ্মতীর বুকে থেকে ওই অকর্মণ্য আশ্রম বাসীদের আমি উচ্ছেদ করবোই।

বিশ্বশ্রবা। শোন তুমি ক্ষত্র কুলাধম !
ব্রহ্মজ্ঞানী বিশ্বশ্রবা থাকিতে জীবিত,
নীচ এ বাসনা তোর
পূর্ণ নাহি হবে। কর তুই
অত্যাচার, ধর অস্ত্র
ধার্ম্মিকের উচ্ছেদ সাধনে !
সত্য যদি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যত্ব
থাকেরে ধরায়, চন্দ্র, সূর্য্য,

গ্রহ তারা সত্য যদি হয়,
তাহলে নিশ্চয় ধ্বংসে তোর
কালরূপী নিয়তী আসিয়া
কেশে ধরি নিয়ে যাবে মরণের দেশে।

কার্ত্ত। আসুক নিয়তি তার
মৃত্যুদণ্ড লয়ে,
বাজাক শিয়রে মোর
ভৈরব বিষাণ, মহাকাল
অট্টহাস্যে কাঁপাক ধরণী,
তথাপি অন্তরে মোর
তিলমাত্র নাহি হবে ভয়ের সঞ্চার।
পদাঘাতে নাশিয়া মৃত্যুরে,
কেশে ধরি নিয়তীরে
পাষাণে আছাড়ি, ধরি [illegible]
অসি [illegible] রসান, মুছে দেব
ধরা হতে মহাকাল নাম।

নেপথ্যে। আর্ত্তনাদ। আঃ!

কার্ত্ত। ওকি! কার এ করুন আর্ত্তনাদ?

কাবেরীর প্রবেশ

কাবেরী। ও একটা ভিখারী ব্রাহ্মণের আর্ত্তনাদ দাদা!

কার্ত্ত। কি হয়েছে ওর?

কাবেরী। আমি ওর নিলর্জতার জন্য চরম দণ্ড দিয়েছি।

কার্ত্ত। কাবেরী !

কাবেরী। এত স্পর্দ্ধা একটা ভিক্ষুকের যে, সে তোমার ভগ্নিকে বিবাহ করতে চায়।

কার্ত্ত। সত্যিই এ তার স্পর্দ্ধা বটে।

কাবেরী। তাই তার স্পর্ধিত কামনার জন্য আমি তার চোখ তুটো উপ্‌ড়ে নিয়েছি।

কার্ত্ত। বেশ করেছিস্! আমি হলে হত্যাই করতাম। কাবেরী! ডাক সেই যুবককে। আমি তাকে—

কাবেরী। ডাক্‌তে হবে না দাদা। ওই যে সেই লম্পট এই দিকেই আস্‌ছে। বোধ হয় আমার বিরুদ্ধে তোমার কাছে বিচার চাইতে আস্‌ছে !

বিশ্বশ্রবা। (স্বগতঃ) নারীর একি স্বেচ্ছাচারিতা !

সদ্য উৎপাটিত চক্ষে বিদ্যুতের প্রবেশ

বিদ্যুৎ। কে কোথায় আছো, আমাকে দয়া করে একটি বার মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কাছে নিয়ে চল।

কার্ত্ত। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য তোমার সম্মুখে যুবক।

বিদ্যুৎ। মহারাজ আপনিই মহারাজ? বিচার করুন মহারাজ, এ অন্যায়ের বিচার করুন।

কার্ত্ত। বিচার? হ্যাঁ-হ্যাঁ বিচার করবো। বল যুবক কোন্ সাহসে তুমি আমার ভগ্নির পাণি গ্রহণ করতে চাও?

কাবেরী। বামণ হয়ে চাঁদ ধরার আশা করার জন্য, ভাল করেই শিক্ষাটা দিয়ে দাও দাদা। আমি নিয়েছি চোখ, তুমি নাও প্রাণ। ওই হতভাগ্যের দণ্ড দেখে সবাই বুঝুক যে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের ভগ্নি সম্বন্ধে কটূক্তি করলে তাকে প্রাণই দিতে হয়।

কার্ত্ত। উত্তর দাও যুবক, কেন তুমি এ ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করেছিলে ?

বিদ্যুৎ। মহারাজ! রাজোদ্যানে অসংখ্য সুন্দর ফুল ফুটে আছে। কোন পথিক যদি সেই প্রস্ফুটিত কুসুমের রূপে-গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে,—একটিকে পাওয়ার আশা করে, তারজন্য তার কি শাস্তি পাওয়া উচিৎ ?

কার্ত্ত। যুবক !

বিদ্যুৎ। ফুল আপনি না দিতে পারেন, কিন্তু মাত্র চাওয়ার অপরাধে পথিকের চোখ উপ্‌ড়ে নেওয়া কোন্ যুক্তি সঙ্গত নীতি মহারাজ ?

কাবেরী। কি শুনছো দাদা ? ও উন্মাদের প্রলাপ। তোমার ভগ্নির এই অপরূপ রূপলাবণ্যকে একটা পথের কুকুর ব্যঙ্গ করবে, আর তুমি তা সহ্য করবে ?

কার্ত্ত। না—না কারও ঔদ্ধত্ব আমি কোনদিন সহ্য করবো না। যুবক! প্রস্তুত হও শাস্তি গ্রহণের জন্য।

বিশ্বশ্রবা। কার্ত্তবীর্য্য! এ যুবক নির্দ্দোষ; একে তুমি মুক্তি দাও।

কার্ত্ত। কারও উপদেশ আমি আমার কর্ত্তব্য নির্ধারণ করবো না মহর্ষি। যুবক !

বিদ্যুৎ। চোখ যখন গেছে তখন আর প্রাণের মায়া আমার নেই ক্ষত্ররাজ। দুঃখ শুধু এই যে রাজা হয়ে ভগ্নি স্নেহে অন্ধ হয়ে আজ আপনি ন্যায় বিচার করলেন না। ওঃ— ভগবান্ !

কার্ত্ত। ভগবান ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কার্ত্তবীর্য্যের হাত থেকে ভগবানও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে।

কাবেরী। দাদা।

কার্ত্ত। যুবক !

বিদ্যুৎ। আমি প্রস্তুত মহারাজ। দিন আমাকে শাস্তি দিন।

কার্ত্ত। হ্যাঁ ! শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে। দরিদ্র ভিখারী হয়ে যে অন্যায় তুমি করেছ কার্ত্তবীর্য্যের বোনকে অপমান করে যে অপরাধ তুমি করেছ—ধর যুবক তোমার সেই অপরাধের যোগ্য শাস্তি।

[বিদ্যুতের হাতে কাবেরীকে দান করিলেন।

কাবেরী। দাদা !

বিদ্যুৎ। মহারাজ !

কার্ত্ত। যে গর্বিতা নারী তার রূপের অহংকারে তোমার

জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে—সে আজীবন তোমার পদসেবা করে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

কাবেরী। দাদা! এ তোমার কি পরিহাস?

কার্ত্ত। পরিহাস নয় ভগ্নি। এ মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের বিচার। যাকে দিয়েছিস তাচ্ছিল্যের আঘাত যাকে করেছিস অন্ধ, দুঃসহ বোঝার মত আজীবন তা কই মাথায় করে রাখতে হবে তোকে।

কাবেরী। এই কি তোমার বিচার?

কার্ত্ত। এর চেয়ে সুবিচার করতে হলে, যে অস্ত্রে ওই যুবকের চোখ উপ্‌ড়ে নিয়েছিস্, সেই অস্ত্রেই তোকে হত্যা। করতে হয়। যা কাবেরী! অন্ধ স্বামীকে হাত ধরে অন্তঃপুরে নিয়ে যা। সামনের লগ্নেই আমি লৌকিক বিবাহটা সেরে দেব।

বিদ্যুৎ। মহারাজ! আমার জন্য আমি রাজকুমারীর৷ জীবনটাকে হাহাকারে ভরিয়ে তুল্‌তে চাই না।

কার্ত্ত। তোমার জন্য নয় যুবক। কাবেরীর রূপের দম্ভকে চূর্ণ করে তোমার হাতে তুলে দিয়ে, আমি আমার রাজ্যবাসী সকল নারীকেই সাবধান করে দিলাম। ভবিষ্যতে কোন নারী যেন কোন পুরুষের উপর এমন অমানুষিক অত্যাচার না করে। যা কাবেরী—অন্তঃপুরে যা—

কাবেরী। তা হবে না দাদা! কাবেরী মরবে তবু ওই কংকালটাকে বুকে নিয়ে সংসার করতে সে পারবে না, না-না কিছুতেই না। [বিদ্যুৎসহ প্রস্থান।

কার্ত্ত। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে তবু কার্ত্তবীর্য্যের কথা মিথ্যা হবে না। ওই কংকালকেই বুকে জড়িয়ে ধরে তোকে আজীবন হাহাকার করতে হবে।

বিদ্যুৎ। ভগবান! এ তোমার কি ছলনা দয়াময়! যার মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, সে রাজকন্যাকে নিয়ে রাখবে কোথায়? হে করুণাময়! ফিরিয়ে নাও তোমার দেওয়া এ শুভ আশীর্বাদ। আমি পথের ভিখারী পথেই চলে যাই।

[প্রস্থান।

বিশ্বশ্রবা। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য! এই কি তোমার প্রকৃত রূপ? তুমি এমন ন্যায় বিচারক?

কার্ত্ত। ন্যায় অন্যায় বুঝি না মহর্ষি, রাজা আমি, আমি শুধু বুঝি, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ আমার আপন। তাই বিচারের যুপকাষ্ঠে ন্যায়ের জন্য যদি প্রয়োজন হয় বিলিয়ে দোব আমার সিংহাসন—মুছে দোব আমার বংশের নাম, বলি দেব আমার জীবন ন্যায়ের যুপকাষ্ঠে দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত মানবের আত্মার কল্যাণে।

বিশ্বশ্রবা। আসি মহারাজ। নিজ চোখে যা দেখে গেলাম তাতে আমার চোখে তুমি সত্যই দেবতা।

[প্রস্থানোদ্যত

কার্ত্ত। আজ আর আপনার যাওয়া হবে না মহর্ষি।

বিশ্বশ্রবা। সে কি! আমি যে তোমার বিদ্রোহীতা করতে এসেছিলাম।

কার্ত্ত। তাইত মহিষ্মতির রাজপ্রাসাদে আপনাকে পূজা করতে চাই।

বিশ্বশ্রবা। আমি যদি তোমাকে অভিশাপ দিই।

কার্ত্ত। আমি দেব আপনার পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিশ্বশ্রবা। কার্ত্তবীর্য্য!

কার্ত্ত। আমি দুর্বলের রক্ষক, অত্যাচারীর যম, আমি আহতের সেবক—আঘাতের প্রতিঘাত, আমি অধর্মের মহাকাল, ধর্মের বিজয় কেতন! আমার অত্যাচারে শত শত আশ্রমবাসী আশ্রম হারা হয়ে কাঁদছে—তবু দুর্বাশা, যাজ্ঞবল্ক আমাকে কেন ক্ষমা করেছ জানেন? তাঁরা জানেন যে, কার্ত্তবীর্য্য যা করে তা অন্যায় নয়। আসুন মহর্ষি! আমার প্রাসাদে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য পথ।

গীতকণ্ঠে অশ্রুর প্রবেশ।

অশ্রু।—

গীত

কাঁদিতে পারি না হায়
আশার মুকুল ঝরিল গোপনে
নিরাশার তমসায়।
মন-বীনা মোর বাজে না তো আর,
হারায়েছে স্থর ছিন্ন সে তার
দুঃখের দাহনে পুড়ে হল ছাই
খেলা ঘর মোর নাই সেথা নাই
পথহারা হয়ে ঘুরিয়া বেড়াই,
মরুমায়া মরিচীকায়॥

কালনেমীর প্রবেশ।

কালনেমী। কে তুমি সুন্দরী? অপ্সরী, কিন্নরী, না মানবী? এমন রূপ আর এমন গান, আহা তুমি কি মর্ত্তের উর্বশী?

অশ্রু। আপনি কি মানুষ,—না প্রেত?

কালনেমী। কি—আমি প্রেত? তোমার ত সাহস কম নয় সুন্দরী। জান আমি মামা!

অশ্রু। বেশতো, ভাগ্‌নের কাছে গিয়ে মামাগিরি ফলান। এখানে এসেছেন কেন?

কালনেমী। এঃ তোমার কণ্ঠস্বর তো দেখছি নিমের চেয়েও তেতো।

অশ্রু। তাতে আপনার কি?

কালনেমী। তোমার মাকি ছেলে বেলায় তোমার গলায় একটুও মধু দেয়নি সুন্দরী?

অশ্রু। মধু কোথায় পাব বলুন? আমরা গরীব বাপ মায়ের ছেলেমেয়ের ভাগ্যে একটু ফ্যানও জোটে না।

কালনেমী। এ হে-হে তোমার দুঃখ তো বড় মর্ম্মান্তিক সুন্দরী। তুমি আমার সঙ্গে চল আমি তোমাকে জালা জালা মধু খাওয়াবো।

অশ্রু। ধন্যবাদ! আপনি আসুন!

কালনেমী। আসবো কি রকম?

অশ্রু। তবে এইখানেই বসে মালা জপ করুণ, আমি যাই।

কালনেমী। যাবে? হা-হা-হা। যাবে কোথায় সুন্দরী তোমার মর্ম্মান্তিক দুঃখে আমার মন গলে জল হয়ে গেছে। তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে নির্ঘাৎ রাজরাণী করবো।

অশ্রু। আমায় রাজরাণী না করে নিজে রাজা হবার চেষ্টা করুন গে।

কালনেমী। আমাকে বেশী রাগিও না সতী! তাহলে হয়ত ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলবো।

অশ্রু। পথ ছাড়ুন। অসভ্যের মত অপরিচিতা নারীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবেন না।

কালনেমী। কথা বলবো না মানে? তুমি অপ্সরী-কিন্নরী মানবী যাই হও দেখা যখন পেয়েছি তখন তোমাকে বিবাহ আমি করবোই।

অশ্রু। [স্বগতঃ] এ আবার কি বিপদে ফেললে ঠাকুর আশ্রয় হীনা অসহায়া নারী আমি! আমার দুর্ভাগ্য পীড়িত জীবনে এ আবার তোমার কি খেলা দেবতা।

কালনেমী। কি? চুপ করে গেলে যে? এস আর দেরী করো না। সন্ধ্যা হয় হয়, এই জংগলের পথে একা মেয়ে ছেলে তুমি—তোমার থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। চলে এসো—

অশ্রু। আমি আপনার সঙ্গে যাবো না।

কালনেমী। তোমাকে না নিয়ে আমি ও যাবো না সুন্দরী।

অশ্রু। আগন্তুক!

কালনেমী। ভাল কথায় না গেলে আমি জোর করে তোমাকে নিয়ে যাবো।

অশ্রু। থাম্ ভেবে দেখ আজ যদি তোমার মা ভগ্নি এমনি অসহায় অবস্থায় কোন নারকীর হাতে লাঞ্ছিত হত—

কালনেমী। খবরদার সুন্দরী! মা-বোনের কথা না তুলে ভালোয় ভালোয় চলে এস—সুখে থাকবে।

অশ্রু। তোমার মত পশুর দেওয়া সুখভোগে আমি পদাঘাত করি।

কালনেমী। কি? আমি রাবণের মামা কালনেমী—আমাকে পশু। থাম্ তোকে বেঁধে নিয়ে যাবো। দেখি কে তোকে আমার হাত থেকে রক্ষা করে। [ধরিতে উদ্যত]

অশ্রু। ছুঁস্নি-ছুঁস্নি রাক্ষস, এখনও জগৎ ধর্মহীন হয়নি, নারী হরণের মহাপাপে তোর স্থান হবে অনন্ত নরকে।

কালনেমী। হা-হা-হা। নরকেই তোমাকে নিয়ে সংসার করবো সুন্দরী! এসো—ধরা দাও।

অশ্রু। কই—কোথা ওগো নারায়ণ! নারীর নারীত্ব রক্ষায় ধর তুমি অস্ত্র, জাগো তুমি রুদ্ররূপে, কর তুমি পাপীর বিনাশ। রক্ষা কর নারীর সম্মান এসো এসো দেবতা—

কালনেমী। নারায়ণ এখন বৈকুণ্ঠে বসে মা লক্ষ্মীর সেবা খাচ্ছে সুন্দরী! তোমার ডাক্ তার কানে পৌঁছাবে না।

অশ্রু। এসো এসো ভগবান!

কালনেমী। ভগবান আসবে না সুন্দরী!

ধনুর্বাণ হস্তে নলকুবের আসিল।

নল। ভগবান না এলেও তাঁর শক্তিকে তিনি পাঠিয়ে দেন নির্য্যাতীতের উদ্ধারে।

কালনেমীর পায়ে শরাঘাত করিল

কালনেমী। উঃ-হু-হু, গেছি রে বাবা গেছি!

নল। এখনও যাওয়ার বাকি আছে লম্পট! চল শয়তান, নারী নির্য্যাতনের অপরাধে আমি তোকে হত্যা করবো।

কালনেমী। জান আমি যে সে নই। ইচ্ছা করলে তোমাকে—

নল। তবে রে পশু! [গলা টিপিয়া ধরিল]

কালনেমী। আঃ—অসভ্যের মত গলা ধর না বলছি—, আমি যাচ্ছি—[স্বগতঃ] শিকারটা বড্ড ফস্‌কে গেল।

[প্রস্থান

অশ্রু। আপনি!

নল। আমি যক্ষাধিপতি কুবেরের পুত্র নাম শ্রীনল কুবের। তোমার পরিচয়?

অশ্রু। আমি নিরাশ্রয়া—অনাথিনী।

নল। কোথায় যাবে।

অশ্রু। যাবার কোন ঠিকানা নেই কুমার।

নল। তোমার কে আছে?

অশ্রু। আমি ছাড়া আজ আমার কেউ নেই।

নল। নারী।

অশ্রু। কার্ত্তবীর্য্যের অত্যাচারে আমার—পিতামাতা আত্মহত্যা করেছে।

নল। তুমিও আত্মহত্যার চেষ্টা করছো?

অশ্রু। এ ছাড়া আজ আমার কোন উপায় নেই কুমার।

নল। কি নাম তোমার?

অশ্রু। অশ্রু।

নল। অশ্রু?

অশ্রু। হ্যাঁ কুমার, ওই নামই আমার কাল নাম শুনেই কেউ আমাকে আশ্রয়ও দিতে চায় না।

নল। আমি তোমাকে আশ্রয় দেব অশ্রু। এসো তুমি আমার সঙ্গে।

অশ্রু। কি সম্বন্ধ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যাবো কুমার?

নল। সম্বন্ধ? হ্যাঁ—হ্যাঁ হয়েছে। অশ্রু! আমি যদি তোমাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করে নেই?

অশ্রু। কুমার?

নল। বল, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

অশ্রু। কিন্তু আমি যে পরিচয়হীনা কুমার।

নল। বিধাতার সৃষ্টি এই প্রেমরাজ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ······পুরুষ ও প্রকৃতি।

অশ্রু। যদি আপনার পিতা অমত করেন?

নল। পিতার মত নেওয়ার ভার আমার।

অশ্রু। আমার জন্য যদি আপনার জীবনে—

নল। নেমে আসে দুর্যোগ—ভেঙে যায় খেলা ঘর—মুছে যায় জীবনের স্মৃতি তবু অসীম অনন্ত পারে তুমি ও আমি এক বৃন্তে গাঁথা রব দু'টি ফুল পুরুষ ও প্রকৃতি।

[অশ্রুকে লইয়া প্রস্থান

— —

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম

নেপথ্যে। জয় মহাবীর দশাননের জয়!

নিকষার প্রবেশ

নিকষা। ও কি! রাবণের জয়ধ্বনি না? রাবণ ফিরে এসেছে? ফিরে এসেছে আমার আনন্দ দুলালরা?

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। এসেছি মা! তোমার আশীর্বাদে নিরাপদেই আমরা তপস্যা থেকে ফিরে এসেছি।

নিকষা। রাবণ! রাবণ!

ওরে মোর নয়নের মণি! আয় বুকে আয় মোর।
কতদিন হেরি নাই ও দুটি নয়ন।
কতদিন করে নাই সুধাকণ্ঠে তব
মাতৃ নামে কর্ণ মোর
সুধা বরিষণ।

রাবণ। প্রণাম চরণে জননী! [প্রণাম]

নিকষা। বল বাবা কুশল তো সকলি?

রাবণ। সকলি কুশল মাতা!
পদ্মযোনি তুষ্ট করি

লভিয়াছি বর, যক্ষ, রক্ষ
গন্ধর্ব্ব কিন্নর অথবা
দেবগণ, কারো হাতে নাহি হবে
মরণ আমার, সগর্ব্বে ত্রিদিব
বিজয় করি বিজয় নিশান মোর—
উড়াবো আকাশে।

মাল্যবানের প্রবেশ

মাল্যবাণ। ধন্য বৎস! ভাগ্যবান তুমি!
আজি মনে হয় রাক্ষসের লুপ্ত গৌরব
তোমা হতে আসিবে ফিরিয়া।
নিকষা। ওরে পুত্র। কত বিনিদ্র রজনী জাগি
আঁখি জলে ভাসায়েছি বক্ষের পঞ্জর,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তিলে তিলে পুড়ে
জীর্ণ শীর্ণ দেহলয়ে, আজও রয়েছে বেঁচে
তোরই আশায়।
রাবণ। মা!
নিকষা। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে পুত্র!
বিষ্ণুচক্রে মরিয়াছে মাতামহ তব।
রাক্ষসের স্বর্ণ লংকাপুরী,
পক্ষপাত ভরা তব পিতার কৌশলে,
যক্ষরাজ রাখিয়াছে নিজ অধিকারে।

মাল্যবান। শুধু তাই নয়, অহংকারী কুবের
অপমান করিয়া আমারে—
সগর্ব্বে জানায়েছে বিনা যুদ্ধে—
লংকাপুরী করিবে না ত্যাগ,
দশানন, তপঃ প্রভাবে যবে শক্তি ধর তুমি,
লহ ছিনাইয়া এবে নিজ অধিকার,
সম্মুখ সমরে নাশি যক্ষ সৈন্যগণে
পরাজিত করি ওই হীন মতি যক্ষরাজে।
কনক কীরিট শিরে করিয়া ধারণ,
রাক্ষসের লংকাপুরী করহ শাসন।

নিকষা। যে পুত্র হন্তা পিতা তব
জন্মক্ষণে তোমা নিজ হস্তে বধি
চেয়েছিল পুত্রহীনা করিতে আমারে,
আজি তুমি বিশ্বজয় করি দেখাও তাহারে
রাক্ষসীর পুত্র কভু নহেক দুর্বল।

রাবণ। থামো থামো গো জননী!
অতীতে করায়ে স্মরণ বর্তমানে
কাঁদাওনা মোরে,
সহিতে পারি না আর দুঃসহ সে দংশনের জ্বালা
ঘৃণিত রাক্ষস বলি ঘৃণায় ফিরায়েছে মুখ
আমারই সম্মুখে, কুবেরে করিয়াছে অমৃত—
আশীষ,—কণামাত্র দেয় নাই মোরে,

নিকষা। রাবণ!

রাবণ। জানি আমি মৃত্যু তরে মোর জ্বালি
হোমানল—আজিও আহুতি দেয়
ধ্বংস যজ্ঞে তার, ওঃ মাগো!
ভুলে ছিনু অতিতের কথা,
পুনঃ কেন করালে স্মরণ।

নিকষা। রাবণ! অতীতে ভুলিয়া গেলে
ভুলে যাবে কর্ত্তব্য আপন।
কাঁদিছে জননী তোর, কাঁদিয়া আকুল—
আজি রাক্ষসের পুরী।
ওঠো জাগরে পুত্র! মুছাইতে
জননীর নয়ণের ধারা কাল সম
বিশ্ব বক্ষে স্বুরু কর প্রলয় ন'ন।

মাল্যবান। হে দশানন! রক্ষ সেনালয়ে
আছি আমি অপেক্ষায় তব।
কালক্ষেপে নাহি প্রয়োজন,
কালই প্রাতে ঝাপাইয়া পড় তুমি
লংকাপুরী মাঝে।

[প্রস্থান

রাবণ। হলেও বিমাতা পুত্র, তবু একই—
পিতার ঔরসে জনম মোদের
ভাবো মনে মাতা!

কুবেরে নাশিলে সংগ্রামে
ক্রুদ্ধ হবে জনক আমার।

নিকষা। কিবা ক্ষতি তায়? যে পিতা
বক্ষে তব দিয়াছে আঘাত

রাবণ। তবু তিনি জন্মদাতা পিতা।

নিকষা। আর মাতা শত দুঃখে
দরিদ্রতা বহিয়া শিরেতে আশৈশব
পালিয়াছি তোমা, প্রতিদানে তার
হাহাকারে ভরাইয়া আকাশ বাতাস
কাঁদিয়া বেড়াই আমি পাগলিনী প্রায়।

রাবণ। না না স্বর্গাদপী গরিয়সী জননী যে তুমি।
আরাধ্যা দেবী তুমি জীবনে আমার
মোছ মাতা আঁখি লোর চরণ পরসে
তব করিনু শপথ, ধর্ম্ম কর্ম্ম দলিয়া
পায়েতে, মৃত্যুর ভৈরব নাদে
দিগন্ত কম্পিত করি রুদ্ররূপী
কালসম তাণ্ডব নর্ত্তনে মোর
ধ্বংস গর্ভে ডুবাইব ত্রিদিব নিশ্চয়।

বিশ্বশ্রবার প্রবেশ

বিশ্বশ্রবা। ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও রাবণ! নিকষা! পুত্রকে শান্তকর, অকারণ বিশ্ব ধ্বংসে এগিয়ে দিও না।

নিকষা। আজ বুঝি মহর্ষির টনক নড়েছে। রাক্ষসীর পুত্র আজ অজেয় বর লাভ করেছে একি আর সহ্য হয়।

বিশ্বশ্রবা। তুমি বুঝতে পারছো না নারী। রাবণও কুবের ভাই ভাই। ভাই ভাইয়ের রক্তে স্নান করবে আমি পিতা হয়ে তা কেমন করে দেখবো ?

নিকষা আমিও মা হয়ে কেমন করে দেখবো ঋষি পুত্রের দুর্ভাগ্য। আজ কুবেরকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছো রাবণকে শান্ত করতে। কিন্তু রাবণকে হত্যা করতে যেদিন হাত বাড়িয়েছিলে সেদিন তো একথা ভাবনি মহর্ষি! না-না দয়া নেই মায়া নেই। রাবণ এগিয়ে যাও পুত্র। মনে রেখো পুত্র। কাল সূর্য্যাস্তের পূর্বেই লংকার প্রাসাদ অধিকার করা চাই।

[**প্রস্থান।**

রাবণ। তাই হবে মা! কাল সূর্য্যাস্তের পূর্বেই লংকার প্রাসাদ আমি অধিকার করবো।

বিশ্বশ্রবা। ওরে আমি তোর জন্য দ্বিতীয় লংকাপুরী তৈরী করে দেবো।

রাবণ। রাবণ কালফনীকে বিশ্বাস করবে তবু তোমাকে নয় ঋষি! পিতা হয়ে যে পুত্রকে হত্যা করতে এগিয়ে যেতে পারে, তাকে পৃথিবীর কোন পুত্রই বিশ্বাস করতে পারে না। পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে পারে না।

বিশ্বশ্রবা। রাবণ!

রাবণ। রাবণ! আজ মহাকাল, মহামার, সৃষ্টির বিভীষিকা! রক্ষরাজ মালীকে হত্যা করার অপরাধে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠ ছাড়া করবো, মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে মহর্ষি বিশ্বশ্রবার চোখের জলে সাগর সৃষ্টি করবো, রক্ষ জাতির উদ্ধারে পৃথিবীর বুকে জীব রক্তে বৈতরণীর স্রোত বইয়ে দেব।

গীতকণ্ঠে ত্রিশূল হস্তে তামসের প্রবেশ

গীত

তামস।—

ধর অসি তবে বীর।
উঠুক ঝঞ্ঝা নামুক প্রলয়
করো নাকো নতশির।
পদভরে তব কাঁপুক ধরণী
রক্তে বহুক ধরায় তটিনী
বিজয় মুকুট পর শিরে তব
ঝরায়ে সবার আঁখিনীর॥

তামস। ধর বীর এই মহাত্রিশূল। তোমার যাত্রা পথে আমিই সহায়।

রাবণ। তামস। আমি আজ তোমাকে সাগ্রহে বরণ করলাম? যাক ধর্ম্ম রসাতলে, বাজুক বিশ্বে তামসের বিজয় বিষাণ।

তামস। জয় রাজা দশাননের জয়।

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে শতদলের প্রবেশ

গীত

শতদল। –

ভুল করনা চলার পথে
ঝরবে আঁখিজল।
কাঁদবে শেষে মিছেই বসে
থাকবে না সম্বল॥
ধর্ম্ম পথে এগিয়ে চল
ধর সত্য পথের হাল।
বিজয় বিষাণ বাজিয়ে তোমার
রহিবে গো চিরকাল॥
তামসের অসি ফেলে দাও দূরে
সাথে রবে ধর্ম্ম বল॥

শতদল। তুমি আমাকে ত্যাগ কর না দশানন।

রাবণ। আমি জানি তুমি ছদ্মবেশী ধর্ম। সাধনা পথে তুমি ছিলে আমার প্রধান সহায়। কিন্তু আজ কর্ত্তব্য পথে তোমাকে ত্যাগ না করলে আমি পঙ্গু হয়ে যাবো। তাই আজ আমি তমঃ গুনের আশ্রয় নিয়েই এগিয়ে যেতে চাই।

[প্রস্থান

শতদল। ওঃ আজ থেকে আমাকে কেঁদেই ফিরতে হবে।

বিশ্বশ্রবা। শুধু তোমাকে নয় ধর্ম আমাকেও। এসো বন্ধু। আজ থেকে আমি [একই] নিরালায় বসে একই সঙ্গে ফেলবো চোখের জল। [শতদল সহ প্রস্থান।

রাবণ। হা-হা-হা! লংকা স্বর্ণ লংকাপুরী! কাল সূর্য্যাস্তের পূর্বেই আমি যক্ষের হাত থেকে তোমার কনক কিরীট ছিনিয়ে নেবোই।

করালের প্রবেশ

করাল। ও আশা ত্যাগ কর রাবন!

রাবন। করাল!

করাল। অকারন লংকার বুকে ধংস যজ্ঞের সৃষ্টি কর না। পিতা যা দান করেছেন পুত্র হয়ে তা ছিনিয়ে নিও না। শক্তির অহংকারে নিরীহ নগরবাসীর বুকে আঘাত দিলে প্রতিঘাত পেতেই হবে।

রাবণ। রাবন দুর্বল নয় করাল।

করাল। জানি তুমি মহাশক্তিধর! বিশ্বের বুকে এমন কোন শক্তি নেই যে তোমার গতি রোধ করতে পারে। কিন্তু শক্তির অপচয় করা বীরের ধর্ম নয় দশানন। ব্রহ্মাবরে যে শক্তি তুমি অর্জ্জন করেছো তা যদি সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োগ কর তাতে জগৎবাসী তোমাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করবে।

রাবণ। চাইনা আমি জগদ্বাসীর পূজা অভিশাপই আমি মাথা পেতে নেবো। যাও তুমি সৈন্য সাজাও যুদ্ধের আয়োজন করগে।

করাল। এ অন্যায় যুদ্ধে তোমার পক্ষে আমি অস্ত্র ধারণ করবো না।

রাবণ। বিদ্রোহিতা করে শত্রু পক্ষে যোগ দেবে? তা হবে না করাল! আমার আদেশ পালন না করলে আমি তোমাকে হত্যা করবো।

করাল। তাই কর তাই কর রাবণ আমার রক্তে তুমি তৃপ্ত হও, আমি ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্য কল্যাণ কামনা করতে করতে পরপারে চলে যাবো। শুধু আমার অনুরোধ তুমি বিশ্বধ্বংসে এগিয়ে যেও না।

রাবণ। তোমার মত জাতিদ্রোহীর উপদেশে দশানন চলবে না মূর্খ! যাও এই শূলাঘাতে তুমিই আগে যমালয়ে যাও, [আঘাতে উদ্যত]

সশস্ত্র নল কুবেরের প্রবেশ

নল কুবের। সাবধান দশানন নামাও উদ্যত অস্ত্র!

রাবণ। শ্রীনলকুবের! রাবণের কাজে বাধা দেবে তুমি?

নল। দেবো। যে মহাপাপী পুণ্যবান পরমাত্মীয়ের মাথায় অস্ত্র তুলে ধরে তার নাম অকালে পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়াই উচিত।

করাল। নলকুবের! ক্ষান্ত হও—রাবণ তোমার খুল্লতাত!

নল। ও পরিচয় আজ আর নেই করাল! রাবণ আজ হিংস্র রক্তপায়ী। ওকে হত্যা করতে না পারলে পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বলবে।

রাবণ। মরবে অপরিনামদর্শী যুবক!

নল। মরার ভয় তোমার চেয়ে আমার বেশী নয়,—এখনও সময় আছে সাবধান হও অত্যাচারী !

রাবণ। সরে যা বালক ! মহাবীর রাবণের সামনে নিস্ফল গর্জ্জন করলে প্রাণ দিতে হবে !

নল। প্রাণ ? দাও প্রাণ কিংবা নাও প্রাণ !

রাবণ। ভাল মর তবে বাচাল যুবক !

উভয়ের যুদ্ধ নল কুবেরের পরাজয়

হা-হা-হা ! চপল বালক !
দয়াবশে প্রাণ দান করিলাম তোরে,
যা বল গিয়ে পিতারে তোর
থাকে শক্তি সসৈন্যে
আসেন যেন লংকার সীমান্তে।

করাল। রাবণ

রাবণ। প্রথম অপরাধ তব ক্ষমিলাম আমি,
যাও করাল ! সৈন্যসজ্জা করহ ত্বরায়,
আমার জয়যাত্রা পথে প্রথম
লক্ষ্য হবে মোর লংকার প্রাসাদ।
আর এ যুদ্ধে প্রধান সৈন্যাপত্য পদে
তোমা করিনু বরণ
উপেক্ষিলে আদেশ আমার
মৃত্যু তব জানিও নিশ্চয়।

[প্রস্থান

করাল : জাগো জাগো দেবগণ !
ত্রিদিবের কাল রাহু রাবণ বিনাষে
ধর সবে অসি খরসান
নহে সৃষ্টি যাবে রসাতলে
ধরণীর অশ্রুজলে বহিবে সাগর।

[প্রস্থান

নল রাক্ষ সেনা লয়ে আক্রমণ
করিবে রাবণ স্বর্ণ লংকাপুরী !
প্রস্তুত থাকিতে হবে দেশ রক্ষা তরে—
শত শত দেশবাসী লয়ে—
সম্মুখ সমরে হয় নাশিব রাক্ষসে—
নহে জন্মভূমির রাখিতে সম্মান
অম্লানে দানিব প্রাণ, দেশের কল্যাণে।

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

প্রজা-মন্দির।

প্রজারতা মন্দোদরী এবং নর্ত্তকীগণ আরতি নৃত্য সহকারে গান গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ—

গীত

দেবতার অঙ্গনে দেববাসী মোরা,
লহ প্রণতি লহ প্রণতি।
আঁখিজল আর সাজায়ে আচার
জানাই চরণে শুধু আরতি॥
তব করুণা অরুন রাগে
নিতিই মোদের হৃদয়ে জাগে
ওগো ভোলানাথ। ভুলো না তুমি
চরণ পরশে দিও গো প্রীতি॥

[গীতান্তে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মন্দো। হে ভোলানাথ! সবাই বলে তুমি ভাঙ্‌ খেয়ে কৈলাসে পড়ে থাকো। মর্ত্তের কথা তোমার মনেই থাকে না সত্যই কি তাই? সত্যই কি তোমার পাষাণ মূর্ত্তি চিরদিন

পাষাণ হয়েই থাকে? বেশ, ওগো পাষাণ দেবতা! এতদিন যে মালা হাতে নিয়ে,—আমি তোমার আশা পথ চেয়ে বসে আছি, আজ সে মালা আমি তোমার পাষাণ মূর্ত্তির গলেই পরিয়ে দিলাম ঠাকুর!

শতদলের প্রবেশ

শতদল। করলে কি রাজকুমারী, মালাটা জলে ফেলে দিলে?

মন্দো। জলে?

শতদল। তা নয়তো কি! ও পাথরের ঠাকুরের গলায় দেওয়াও যা—আর জলে ফেলাও তা।

মন্দো! পাথরের ঠাকুর!

শতদল। তবে আর বলছি কি! মালাটা পাথরের গলা থেকে নিয়ে টপ্ করে ফেলে দাও গলায়—

মন্দো। কার?

শতদল। কেন আমার।

মন্দো। বালক!

শতদল। চোখ রাঙাচ্ছো যে? কেন, আমি কি খারাপ বর?

মন্দো। কে তুই? এতটুকু ছেলে—

শতদল। তোমার চেয়ে বয়স আমার অনেক বেশী তা জান?

মন্দো। বালক আমার সংগে পরিহাস করলে ?

শতদল। শূলে দেবে ? তা বড়লোকের মেয়ে তুমি, ইচ্ছে করলেই পার। তবে আমিও বলে রাখছি রাজকুমারী! তোমার ভাগ্যে সইবে না।

মন্দো। কি ?

শতদল। ওই যে যার গলায় মালা দিয়েছে তাকে নিয়ে ঘর করা।

মন্দো। বালক !

শতদল। মালা তোমাকে তুলে নিতেই হবে। ওই যে সে আসছে।

মন্দো। কে ?

শতদল—

গীত

আসছে তোমার বর।
সাজিয়ে রাখো ফুলের মালায়
সুখের বাসর ঘর ॥
ভরিয়ে রাখো মনের ডালা
মিটবে তোমার বুকের জ্বালা।
গোমটা মুখে ঘোমটা টেনে
ক'রনা তায় পর ॥

নেপথ্যে। জয় দানবের জয়

নেপথ্যে। জয় রাক্ষসরাজ রাবণের জয় !

মন্দো। ওকি?

শতদল। রাবণের সংগে তোমার বাবার তুমুল যুদ্ধ বেধেছে।

মন্দো। রাক্ষস রাজ আমার পিতার রাজ্য আক্রমণ করেছে?

শতদল। শুধু আক্রমণ নয়। ওই দেখ রাবণের সংগে তোমার বাবা পেরে উঠছে না। ওই দেখ তোমাদের শত শত দানব সৈন্য রাবণের পদাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

মন্দো। তাইতো, তোরণ দ্বারে সে মৃত দেহের স্তূপ জমে গেছে। রাজপথ যে লালে লাল হয়ে গেছে। কি হবে বালক?

শতদল। হবে আর কি! যা হবার তাই হবে। তুমি মালাটা খুলে নাও।

মন্দো। মালা কি হবে?

শতদল। গলায় পরিয়ে দেবে। দেখছো কি, রাবণ শুধু তোমাদের রাজ্যটা জয় করেই ক্ষান্ত হবে না—সে তোমাকেও জয় করবে।

মন্দো। কি বলছিস তুই?

শতদল। ঠিকই বলছি। কুলে শীলে মানে রাবণ সব দিক দিয়েই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! অমন বর পাওয়া ভাগ্যের কথা।

মন্দো। আমার পিতার শত্রু যে তার গলায় মালা দেব আমি?

শতদল। দিতেই হবে, না দিলে ছাড়বে কে।

মন্দো। যত শক্তিধরই ও হোক, তবু ওকে পতিত্বে বরণ করতে পারব না।

শতদল। রাজকুমারী!

মন্দো। রাজকুমারী মন্দোদরীও দুর্ব্বল নয় বালক! যে রাক্ষস ধূমকেতুর মত আমার পিতার রাজ্যে প্রলয় সৃষ্টি করেছে তাকে আমি কোনদিন নিজের আত্মীয় বলে ভাবতে পারবো না। আমার কাছে তার পরিচয় শত্রুছাড়া আর কিছুই নয়।

শতদল। রাজকুমারী!

মন্দো। পিতা পরাজিত হলেও আমার হাতে তার নিস্তার নেই।

শতদল। কিন্তু তুমি নারী হয়ে--

মন্দো। নারী হলেও আমি রাজ দানব নন্দীনি! না— না, আর দেরী নয়। এখনি অস্ত্রাগারে থেকে অস্ত্র নিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।

শতদল। এগিয়ে যাও কিন্তু দেখ, রাজকুমারী। শত্রু যেন তোমাকে ফুলের মালায় বন্দী করে না ফেলে।

মন্দো। বালক!

শতদল। ভয় নেই, ফুল ফুটেছে মালাটাও সংগে নিও ওটা কাজে লাগাবে।

[শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রস্থান।

মন্দো। থাম ডেঁপো ছেলে!

ঘুরিতে ঘুরিতে কালনেমীর প্রবেশ।

কালনেমী। ওরে বাপরে বাপ্! চড় যেন নয় যেন গালে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। ওঃ এখনও পৃথিবীটা বন্‌বন্ করে ঘুরছে —চারিদিক অন্ধকার চোখে একেবারে মনোরম সরষে ফুল দেখছি।

মন্দো। কে তুমি?

কালনেমী। বলছি মশাই, বলছি!

করালের প্রবেশ

করাল। উনি মহাশয় নয় দাদা, মহাশয়া!

কালনেমী। এ্যাঁ—করাল?

করাল। গালে কি বড্ড লেগেছে দাদা?

কালনেমী। আহাম্মুক! ঠাট্টা করছিস্?

করাল। তাকি পারি। তুমি আমার দাদা—লঘুজন তোমায় কি ঠাট্টা করতে পারি।

কালনেমী। কি জন বললি?

করাল। লঘুজন। মানে গুরুজনের অকধাপ উপরে। আচ্ছা দাদা, চড়টা কি ময়দানব মেরেছিল?

কালনেমী। তাছাড়া আবার কে মারবে শুনি? ওঃ চড় নয় যেন বজ্রাঘাত! করাল! দেখতো ভাই কানটা কি খুব লম্বা হয়ে গেছে?

করাল। কেন? কানটা ধরেছিল নাকি?

কালনেমী। দয়া করে একটু!

করাল। ইস্ তাতেই যে দেড় হাত বেড়ে গেছে।

কালনেমী। আরও বেড়ে যেত ভায়া! নেহাত পালিয়ে ছিলাম তাই। ওঃ করাল! আমার কানও লম্বা হ'ল, আবার একপাটি দাঁতও গেল।

মন্দো। আপনারা বেরিয়ে যান, এখান থেকে।

কালনেমী। আপনি কে মা লক্ষী!

মন্দো। আমি রাজকুমারী!

করাল। মানে ময় দানবের কন্যা!

কালনেমী। ও বাবা! যেখানে বাঘের ভয়—সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। ময়দানবের মেয়ে! ওরে করাল! পালিয়ে আয়। একে কান লম্বা হয়েছে আবার এক পাটি দাঁতও গেছে এখানে থাকলে এবার হাড় গোড় ভাঙা 'দ' হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

[প্রস্থান।

মন্দো। আপনি?

করাল। আপনি নয়, বল তুমি।

মন্দো। তার অর্থ?

করাল। সন্তানকে মাতা আপনি বলে সম্ভাষণ করে না মা, পুত্র যত বড় হোক, মায়ের কাছে সে শিশুই থাকে।

মন্দো। তুমি রাক্ষস?

করাল। লোকে বলে।

মন্দো। তোমরা আমার পিতার রাজ্য আক্রমণ করেছো ?

করাল। আমরা নই মা ! তোমরা পিতৃরাজ্য আক্রমণ করেছে রাবণ, আমরা তার আজ্ঞাবাহী মাত্র।

মন্দো। দানব সৈন্যের সংগে যুদ্ধে তোমরা জয়লাভ করতে পারবে ?

করাল। একা রাবণই লক্ষ লক্ষ দানব সৈন্য বিধ্বস্ত করেছে দেবী।

মন্দো। এত শক্তিশালী তিনি !

করাল। ব্রহ্মার বরে সে অজেয়। দানব তো ছাড় দেবেন্দ্র বাসবও পরাজিত হবে তার শক্তির কাছে। সন্তানের একটা অনুরোধ রাখবে জননী ?

মন্দো। বল ?

করাল। তোমার এই অলৌকিক রূপ জ্যোতির মধ্যে যেন মনে হয় এক বিরাট শক্তি লুকিয়ে আছে। আমার মন বলছে তুমি পারবে মা ! তোমার মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে রাবণকে গৃহবাসী করতে।

মন্দো। আগন্তুক !

করাল। বাবণের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করতে হলে, ওগো দানব পুরীর রাজলক্ষ্মী ! সন্তানের কাতর অনুরোধ তুমি বরমাল্য দিয়ে বন্দী কর ওই দুরন্ত রাক্ষসকে।

মন্দো। শত্রুকে বিবাহ করবো আমি ?

করাল। ক্ষতি কি মা! দেশের ও দশের মংগলের জন্য বিবাহ বন্ধনে বেঁধে শত্রুকে যদি জয় করা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে দেবী?

মন্দো। থাম রাক্ষস! দানব নন্দীনি মন্দোদরী হাসতে হাসতে রণক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রের নীচে মাথা পেতে দেবে, তবু স্বামীর আসনে বসিয়ে শত্রুকে পূজা করতে সে পারবে না।

[প্রস্থান

কমাল। হে বিশ্বমাতা! এমনকি কেউ নাই? যে রাবণের এই উদ্দাম গতিকে প্রতিরোধ করতে পারে?

মাল্যবানের প্রবেশ

মাল্য। এই যে করাল! এখানে কি করছো?

করাল। বিশ্রাম করছি।

মাল্য। বিশ্রামের এখন অবকাস নেই মূর্খ! রণক্ষেত্রে যাও।

করাল। রক্ত দেখার নেশা আমার নেই জৈষ্ঠতাত!

মাল্য। রণক্ষেত্রে এসেছো কি তামাসা দেখতে?

করাল। না, এসেছি কর্ত্তব্য করতে।

মাল্য। সে কর্ত্তব্য?

করাল! বোঝাবার শক্তি আপনার থাকলে, আজ নাতির কাছে সেনাপতির চাকরী নিয়ে দাসত্ব করতে হতো না।

[প্রস্থান

মাল্য। বংশের কুলাঙ্গার? আমি একে এমন শাস্তি দেব।

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। কাকে আবার শাস্তি দিচ্ছো দাদু?

মাল্য। ওই ময়দানবকে এমন শাস্তি দেবো—

রাবণ। শাস্তির আর প্রয়োজন হবে না! ময়দানব যুদ্ধ বন্ধ করে পালিয়ে গেছে।

মাল্য। তাহলে দানব পুরী?

রাবণ। আমার অধিকারে।

মাল্য। তবে চল ভাই মুকুট মাথায় পরে একবার সিংহাসনে বসবি চল্।

রাবণ। না দাদু! পরের মুকুট আর পরের সিংহাসনের দিকে লোভ আমার মোটেই নেই।

মাল্য। রাবণ!

রাবণ। যদি পারি কুবেরের হাত থেকে লংকার রাজ মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে মাথায় পরবো। অন্যের সম্পত্তিতে লোভ করার ইচ্ছা আমার যেন না হয়।

মাল্য। তাহলে রাজ্য জয় করে লাভ কি?

রাবণ। রাজ্য জয়েই আমার আনন্দ দাদু ভোগ করতে নয়। আমি দেশের পর দেশ জয় করে যাবো, স্বর্গ, মর্ত্ত ত্রিদিবের বুকে সগর্ব্বে বেজে উঠবে আমার রণ দুন্দুভী, বিজিত

শত্রুদল মাথা নত করে আমার পায়ে দেবে পুষ্পাঞ্জলী। আমি যাদের রাজ্য তাদের—হাতে তুলে দিয়েই শুধু জয়ের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবো।

মাল্য। ভুলে যেওনা রাবণ! রাক্ষসের উপর দেবতার চরম নির্য্যাতনের কথা, ভুলে যেওনা তোমার পিতা জন্মক্ষণেই তোমাকে রাক্ষস বলে হত্যা করতে চেয়েছিল, ভুলে যেওনা সৃষ্টির সবাই আমাদের রাক্ষস বলে ঘৃণা করে।

রাবণ। দাদু!

মাল্য। বীরের মত যে রাজ্য তুমি জয় করবে, সেই বিজিত রাজ্যের প্রাসাদ শীর্ষে, তোমার বিজয় নিশান উড়িয়ে দিতে হবেই।

[প্রস্থান

রাবণ। রাক্ষস মাল্যবানের চোখদুঠো বিদ্যুতের মত জ্বলছে। ওকি চায়? ওকি আমার বন্ধু না শত্রু? সুগম না দুর্গম? আলো না আঁধার?

সশস্ত্র মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। অস্ত্র নাও বীর!

রাবণ। কে তুমি?

মন্দো। দানব নন্দিনী!

রাবণ। দানব নন্দিনী! তুমি এসেছো অস্ত্র নিয়ে?

মন্দো। আমার পিতা পরাজিত হলেও আমি এখণও জীবিত।

রাবণ। নারী! তোমাকে দেখে যেন মনে হয়, তুমি স্বর্গচ্যুত কোন এক পারিজাত কুসুম। ভাষায় তোমার রূপ বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই।

মন্দো। থাম দর্পী! আমার রূপের মহিমা গান শুনতে আমি এখানে আসিনি।

রাবণ। তবে?

মন্দো। আমি এসেছি, তোমার সংগে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।

রাবণ। বেশ এস সুন্দরী! দেখি তোমার কোমল বাহুতে কত শক্তি আছে।

উভয়ের যুদ্ধ মন্দোদরীর পরাজয়

রাবণ। এইবার?

ছুটিয়া কালনেমীর প্রবেশ

কালনেমী। আর দেরী নয় ভাগ্নে? বৌমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল দানব পুরীতে।

রাবণ। মাতুল!

কালনেমী। ময়দানবের একান্ত ইচ্ছা; তোমার সংগে তার মেয়ের বিয়ে দেয়। কাজেই যাচা ভাত আর কাচা কাপড়

ছাড়তে নেই বাবাজী! কি গো মা লক্ষ্মী! রাজী তো?

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনী]

শতদলের প্রবেশ

শতদল। রাজী হবে না? বরও তো যে সে নয়।

মন্দো। তুই থাম ডেঁপো ছেলে।

শতদল। আর কেন বাছা? পিতৃ ইচ্ছায় কন্যাদান, শাস্ত্রের নিয়ম। বাপ যখন রাজী হয়েছে—

কালনেমী। আর দেরী নয় বাবাজী! এই গোধূলি লগ্নেই—

রাবণ। দানব নতিনী!

মন্দো। (রাবণের মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল)

শতদল। হয়েছে গো হয়েছে। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।

রাবণ। এস রাজকুমারী! যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আমি যে রত্ন লাভ করলাম তার জন্য সত্যই আমি ধন্য।

মন্দোদরীর হাত ধরিয়া উভয়ের প্রস্থান

শতদল। কি হে যাবে না?

কালনেমী। যাবো না মানে? আমি মামা তা জান?

শতদল। জানি বৈ কি!

কালনেমী। তবে? তিনকুড়ি রসগোল্লা-পাঁচকুড়ি সন্দেশ দশকুড়ি লুচি, আর হে হে তার সংগে যদি একটু·····ভৃঙ্গীর—

শতদল। হবে গো হবে। এসো এ তোমার মত শিয়াল কুকুরের মেয়ের বিয়ে নয়, রাজার মেয়ের বিয়ে হ্যাঁ—

[প্রস্থান।

কালনেমী। খবরদার ছোটলোক! আমি শিয়াল কুকুর? এঃ ছোঁড়াটা পালিয়ে গেছে নইলে বেটাকে নুন দিয়ে গিলে ফেলতুম। বুঝিয়ে দিতুম কালনেমী মামার ক্ষমতাটা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ

কাবেরীর প্রবেশ।

কাবেরী। না না এবিবাহকে আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না গায়ের জোরে, ভয় দেখিয়ে একটা মাংস পিণ্ডের গলায় মালা দেয়ানোর নাম বিবাহ নয়, ছেলে খেলা মিথ্যা এ মন্ত্রোচ্চারণ, মিথ্যা এ দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী, মিথ্যা এ মালা বদল। আমি কিছুতেই ওই অপদার্থটাকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারবো না।

তামস। না মানাই উচিত রাজনন্দিনী!

কাবেরী। কে আপনি ?

তামস। আমি জ্যোতিষী।

কাবেরী। জ্যোতিষী ?

তামস। মালা ছিঁড়ে ফেল রাজকন্যা। সিঁন্দূর মুছে ফেল, দুর্ব্বলতাকে জয় কর। তোমার এমন রূপ যৌবন একটা অপাত্র দান করার জন্যে সৃষ্টি হয়নি।

কাবেরী। জ্যোতিষী !

গীত

অচীন পুরের রাজার কুমার
করবে তোমায় বিয়ে,
ভুলের বসে হারিও না পথ
ফুলের মালা দিয়ে।
পথের কুকুর মরবে ওরা
পথে পড়ে হায়।
ওর সাথে কি রাজার মেয়ে
তোমায় যাওয়া যায় ?
ছিঁড়ে ফেল ফুলের মালা
সইতে হবে নয়তো জ্বালা
কাঁদতে হবে অন্ধ স্বামী
বুকে করে নিয়ে ॥

তামস। ওই অন্ধ স্বামীকে নিয়ে সংসার পাতলে, ভবিষ্যতে তোমাকে কাঁদতে হবে।

[প্রস্থান।

কাবেরী। ঠিকিই বলেছ জ্যোতিষী, পরের খেয়া ল নিজের বর্ত্তমানকে বিষাক্ত করলে ভবিষ্যতে আমাকে কাঁদতেই হবে।

মণিভদ্রের প্রবেশ।

মণি। আমাকে ডেকেছেন রাজকুমারী?

কাবেরী। ডেকেছি, তোমার সেদিনের কথা মনে আছে মণিভদ্র?

মণি। না অতীতকে আমি ভুলে গেছি।

কাবেরী। মণিভদ্র! মনে পড়ে সেই তপোবন প্রান্তে তুমি আমাকে—

মণি। আমার অনুরোধ রাজকুমারী! সে কথা স্মরণ করিয়ে আর আমাকে দুঃখ দেবেন না। একদিন যে আমি আপনার পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছিলুম সত্য। তাই আজ?

কাবেরী। আজ আমি তোমাকেই চাই মণিভদ্র।

মণি। তা কেমন করে সম্ভব? আপনি যে বিবাহিতা—

কাবেরী। না মণিভদ্র! আমি অনূঢ়া! যে বিবাহ আমার অনিচ্ছায় হয়েছে, তাকে আমি বিবাহ বলে স্বীকার করি না। মণিভদ্র! আমি তোমাকেই ভালবাসি।

মণি। একি স্বপ্ন না সত্য? যে ছিল একদিন আমার কাছে মানিকের মত দুষ্প্রাপ্য, আকাশের মত চাঁদের মতই দুরাশার, অমৃতের মত স্বপ্নের, সে আজ আমার কাছে এত

সহজে ধরা দিচ্ছে? না না এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

কাবেরী। অবিশ্বাসের কিছু নেই মণিভদ্র। সত্যই আজ আমি তোমাকেই চাই। তুমিই আমার পরম আশ্রয়। আমার এই রূপ যৌবন আমি একটা অপাত্রে দান করতে পারব না। তুমি যদি আমাকে গ্রহণ না করো, তাহলে হয়তে আমি আত্মহত্যাই করবো।

মণি। কাবেরী!

কাবেরী একজনের স্বার্থ পরতায় আমার আজীবনের স্বপ্ন যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি শ্মশানে পরিণত হয় আমার অন্তর মরুভূমির উত্তপ্ত জ্বালায় যদি শুকিয়ে যায় আমার নারীত্বের কোমল উৎস, তাহলে কিসের আশায় আমি বেঁচে থাকবো মণিভদ্র। চমৎকার!······

মণি। কাবেরী!

কাবেরী। কথা দাও, নীরব কেন? পারবে না তুমি আমার হাত ধরে এগিয়ে যেতে?

মণি। আমি ভাবছি কাবেরী, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের বিরুদ্ধাচারণ করলে—

কাবেরী। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যকে তুমি এত ভয় কর মণিভদ্র? ছিঃ-ছিঃ তুমি এমন কাপুরুষ।

মণি। তোমার দাদাকে কে না ভয় করে কাবেরী? তবে তুমি যদি আমার সংগে—

কাবেরী। রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারি কেমন? বেশ রাজ ভাণ্ডার মুক্ত করে এত ধনরত্ন আমি সংগ্রহ করবো। যাতে তুমি আমি আজীবন খেলেও ফুরাবে না। বল যাবে আমার সংগে?

মণি। (স্বগতঃ) মন্দ কি! লক্ষ্মী এসে ভাগ্যের তুয়ারে শঙ্খধ্বনি করছে, তাকে কাপুরুষের মত ত্যাগ করা উচিত নয়, (প্রকাশ্যে) একটা কথা কাবেরী।

কাবেরী। বল?

মণি। তোমাকে নিয়ে আমি মহিষ্মতি ছেড়ে কোন দূর রাজ্যে গিয়ে বাস করতে সম্মত। তবে—

কাবেরী। তবে?

মণি। যদি তোমার ওই অপদার্থ স্বামীটাকে হত্যা করে তার রক্ত দিয়ে তোমার সিঁথির সিঁন্দুর মুছে ফেলতে পারো।

কাবেরী। যার চোখ উপড়ে নিয়েছি, তাকে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা আমার নেই মণিভদ্র।

মণি। উত্তম! তোমাকে আমি কথা দিলাম কাবেরী! তোমার জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমি রত্নাকরের গর্ভেও ডুব দেব।

[প্রস্থান

কাবেরী। মণিভদ্রকেই আমি চাই।

বিদ্যুৎ। (নেপথ্যে) কাবেরী!

কাবেরী। ওই অন্ধটা এই দিকেই আসছে। ওঃ ওর মুখে আমার নাম শুনলে, ঘৃণায় যেন আমার মন বিষিয়ে ওঠে।

বিদ্যুতের প্রবেশ

বিদ্যুৎ। কাবেরী!

কাবেরী। (স্বগতঃ) ওঃ জ্বলে গেল কানটা জ্বলে গেল।

বিদ্যুৎ। কাবেরী! শুনছো? আর আমি এখানে থাকবো না।

কাবেরী। কবে বিদায় হবে তাই ভাবছি।

বিদ্যুৎ। কাবেরী!

কাবেরী। চুপ্ দ্বিতীয়বার যেন আমার নাম ধরে ডাকতে তোমার সাহস না হয়।

বিদ্যুৎ। কি বলছো তুমি? তুমি আমার স্ত্রী।

কাবেরী। আমি স্বীকার করি না যে তুমি আবার স্বামী।

বিদ্যুৎ। সেকি! অগ্নি নারায়ণ ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য করে—

কাবেরী। যে মালা আমি তোমার গলায় দিয়েছি। সে আমার মনের বিকার মাত্র।

বিদ্যুৎ। ধর্ম্মের ভিত্তিতে যে সামাজিক আচার?

কাবেরী। আমার কাছে সে একটা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিদ্যুৎ। লৌকিক সংস্কার ?

কাবেরী। উৎসন্নে যাক্ তোমার লৌকিক সংস্কার, শোন শয়তান। যদি স্বেচ্ছায় তুমি রাজপ্রাসাদ থেকে না যাও, তাহলে দিনরাত আমি তোমাকে নির্য্যাতনের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করবো, কারণে—অকারণে প্রতি মূহুর্ত্তে তোমার মুখে দেবো ঘৃণিত থুৎকার, তোমার সামনেই আমার ভালবাসার পাত্রকে নিয়ে পরমানন্দে করবো উচ্ছ্বসিত বিহার।

বিদ্যুৎ। কাবেরী! অবুঝ হয়ো না। আমি জানি, আমি তোমার উপর অবিচার করেছি, কিন্তু কি করব বল, বিধাতার লেখা কেউ মুছে দিতে পারে না।

কাবেরী। বিধাতা—বিধাতা। ওগো আমার ভাগ্যের কাল রাহু! আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি আমাকে ত্যাগ কর।

বিদ্যুৎ। আমি তোমাকে ত্যাগ করলেও তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পারবে না কাবেরী! স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন কোন যুগে কেউ ছিন্ন করতে পারবে না। তুমি আমাকে যত আঘাতই দাও তবু আমি চাই তোমায় মঙ্গল। সেজন্য আমি জীবন ভোর তোমাকে শোনাবো বেদধ্বনি। প্রতি পদে পদে চেষ্টা করবো তোমার ভুল ভেঙে দেবার। ফিরে এসো কাবেরী। ফিরে এস সব পাপের ক্ষমা আছে কিন্তু স্বামী নির্য্যাতনের ক্ষমা নেই।

কাবেরী। পাপ ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিদ্যুৎ। কাবেরী !

কাবেরী। আবার আমার নাম ডাকছিস শয়তান !

বিদ্যুৎ। ডাকবো। আমরণ আমি তোমার নাম ধরে ডাকবো। তুমি যে আমার স্ত্রী।

কাবেরী। স্ত্রী ! মর হতভাগা ! স্ত্রীর হাতে চাবুক খেয়ে মর ! (কশাঘাত)

কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ

কার্ত্ত। বাঃ চমৎকার !

কাবেরী। দাদা !

কার্ত্ত। মার মার কষে চাবুক মার। অত আস্তে মারলে ওদের গায়ে লাগে না বোন। একে গরীব, তায় তোর স্বামী, ওর দেহটা গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরী। তাই কষে চাবুক মারতে হবে।

কাবেরী। দাদা ! তুমি বলছ চাবুক মারতে ?

কার্ত্ত। বল্‌বো না, আমি তো তোর মত বোনের ভাই। ওঃ সেদিন যে ভুল করেছি আজ তার জন্য অনুতাপ হচ্ছে।

কাবেরী। অনুতাপ ?

কার্ত্ত। হাঁ অনুতাপ। আজ আমাকে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দে কাবেরী ! চাবুকটা আমার হাতে দে—। সুযোগ যখন পেয়েছি তখন সেদিনকার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে নিই।

কাবেরী। এইবার তাহলে তোমার সুমতি হয়েছে দাদা?

কার্ত্ত। হতেই হবে। দে চাবুকটা দে।

কাবেরী। এই নাও। (চাবুক প্রদান) চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত কর ওর দেহ, ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরুক, আমি দেখি আর হাততালি দিই।

কার্ত্ত। চাবুক কার পিঠে অপরাধী কাবেরী হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কাবেরী। মারো দাদা মারো। আমার আর দেরী সইছে না।

কার্ত্ত। না না আর দেরী নয়, শাস্তি, অপরাধীর শাস্তি। কাবেরী—শয়তানী— (কাবেরীকে কশাঘাত)

কাবেরী। ওঃ দাদা!

বিদ্যুৎ। মহারাজ।

কার্ত্ত। শাস্তি।

কাবেরী। ওঃ একি জ্বালা?

কার্ত্ত। এর চেয়েও বেশী জ্বলছে তার দেহে, যাকে তুই মেরেছিস্ চাবুক। দেখ শয়তানী! চাবুকের আঘাতে ওর পিঠ এঁকে দিয়েছিস রক্তের আলপনা। বেদনার তীব্র জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে ওর অন্তর, আঘাতের করুন আর্ত্তনাদের সংগে নেমে আসছে চোখে শ্রাবণের ধারা। না না ক্ষমা নাই। মানব রাজ কার্ত্তবীর্য্যের কাছে অন্যায়ের ক্ষমা নাই।

পুনঃ পুনঃ প্রহার

কাবেরী। ওঃ তুমি জহ্লাদ, তুমি ঘাতক! পরের জন্য

যে নিজের ভগ্নির পিঠে চাবুক মারতে পারে সে মানুষ নয় পশু।

কার্ত্ত। যে ভগ্নির জন্য আমার বংশ গৌরব ম্লান হয়। যার জন্য আমার প্রজার চোখে ঝরে জল, যার জন্য বিচার আসনে বসে আমাকে কর্ত্তব্য হারাতে হবে, তার নাম আমি পৃথিবী থেকে মুছে দিতে চাই।

মণিভদ্রের প্রবেশ

মণি। ক্ষান্ত হন্ মহারাজ! রাজকুমারীর তুচ্ছ ভুলের জন্য তাকে আপনি ক্ষমা করুন।

কার্ত্ত। ক্ষমা? আমার নিজের অজ্ঞাতে আমার দেহ যদি কোন অপরাধ করে, আমি দেহের সেই অঙ্গকে ছেদন করতেও প্রস্তুত। যে নারী রূপের নেশায় উন্মাদিনী হয়ে তার স্বামীকে কশাঘাত করতে পারে, তার নিঃশ্বাসে আছে গোখরো সাপের বিষ—যে কোন মুহূর্ত্তে সে আমার বুকে ছোবল মারতে পারে। আমি বনের বাঘিনীকে বিশ্বাস করবো, তবু ওই পাপীয়সীকে নয়।

বিদ্যুৎ। মহারাজ! কাবেরী এখন আর আপনার ভগ্নি নয়, সে আমার সহধর্ম্মিনী। তার অন্যায়ের জন্য সাজা যদি দিতেই হয়, আমি দেব। পরস্ত্রীকে বেত্রাঘাত করে অপমান করার কোন অধিকার আপনার নেই।

কার্ত্ত। তুমি মানুষ না দেবতা? স্ত্রীর হাতে চাবুক

খেয়েও তবু তাকে ভুলতে পারো না? যাও বিদ্যুৎ! তোমার স্ত্রীর হাত ধরে এই মুহুর্ত্তে তুমি আমার প্রাসাদ ত্যাগ করো।

কাবেরী। শত কশাঘাতে জর্জ্জরিত করলেও আমি এই জানোয়ারের হাত ধরে পথের ধূলোয় নেমে যেতে পারবো না। শোন দাদা,—তুমি যেমন আমার জীবনকে ব্যর্থ কারছো, আমিও তেমনি মরুভূমির উত্তপ্ত জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াবো, আগুন ধরিয়ে দেবো তোমার শান্তির সংসারে, শ্মশানের চিতার মত লেলিহান অগ্নি শিখায়, তোমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবো।

[প্রস্থান

কার্ত্ত। বল বিদ্যুৎ! তুমি এখনও চাও ওই নারীকে?

বিদ্যুৎ। চাই মহারাজ! ওযে আমার স্ত্রী।

কার্ত্ত। বেশ, যদি কোন দিন ওই গর্ব্বিতা নারীকে তোমার অটুট ধৈর্য্য দিয়ে বশীভূত করতে পারো। তবে সেই দিন বুঝবো. সত্যই তুমি ব্রাহ্মণ, প্রণাম করব সশ্রদ্ধ অন্তরে তোমার সেই ব্রহ্মণত্বকে।

বিদ্যুৎ। মহারাজ!

কার্ত্ত। শোন ভাই! আমি তোমাকে বিবাহের যৌতুক কিছু দিইনি, কিন্তু আজ দিতে চাই, বল, তুমি কি চাও।

বিদ্যুৎ। যৌতুক?

কার্ত্ত। বল কি চাও? যে দুঃসহ বোঝা আমি তোমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছি, যার কণ্টক ক্ষত বিক্ষত তোমার অন্তর তার জন্য দায়ী আমি।

মণি। মহারাজ! এ আপনি কি বলছেন?

কার্ত্ত। ঠিকিই বলছি। বল বিদ্যুৎ! কি চাও?

বিদ্যুৎ। মহারাজ! আমি চাই, আমার হারিয়ে যাওয়া বোনটিকে।

কার্ত্ত। তোমার বোন?

বিদ্যুৎ। অশ্রু! আপনার দেওয়া আগুনে যখন আমাদের পাতার কুটির খানা দাউ দাউ করে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তারই মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হল আমার পিতামাতা। আমি উন্মাদের মত একদিকে ছুটে গেলাম, ফিরে এসে আমার বোনটিকে আর খুঁজে পেলাম না!

কার্ত্ত। আমার দেওয়া আগুনে পুড়ে গেল তোমাদের কুটির?

বিদ্যুৎ। হ্যাঁ মহারাজ! আপনার এই সেনাপতি আপনারই আদেশে আমাদের কুটিরে আগুন দিয়েছে।

কার্ত্ত। মণিভদ্র!

মণি। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা মহারাজ!

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য মহারাজ! আমি বার বার মণিভদ্রকে নিষেধ করেছি। তা সত্ত্বেও—

কার্ত্ত। ওঃ মণিভদ্র! বলতে পারো তোমার মত কর্ম্মচারী আর কতগুলো আছে?

সঞ্জয়। এমন অসংখ্য কর্ম্মচারীর দল সাধুতার ছদ্মবেশে আপনার আশে পাশে বাসা বেঁধে আছে। তারা নিজেরা করে অত্যাচার দোষ দেয় রাজার। তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির আশায় প্রজার রক্ত শোষন করে, আপনার কপালে এঁকে দেয় কলংকের পংকতিলক।

মণি। তুমি থামো সঞ্জয়! পরের নামে দোষ দিয়ে নিজের দোষকে ঢাকার চেষ্টা করনা।

কার্ত্ত। কে দোষী আর কে নির্দ্দোষী আমি তা চোখে দেখে ধরে ফেলতে পারি বীর।

বিদ্যুৎ। মহারাজ!

কার্ত্ত। যাও বন্ধু! আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, তোমার ভগ্নী যদি জীবিত থাকে তাহলে তাকে আমি খুঁজে বার করবোই। আর যে শয়তান তোমাদের পাতার কুটিরে আগুন দিয়েছে তোমার পিতা মাতাকে হত্যা করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি আমি তাকে দেবোই।

বিদ্যুৎ। হে মানব শ্রেষ্ঠ মহাবীর। তোমার ন্যায়নীতির জন্য তুমি চিরজীবি হয়ে থাক।

[প্রস্থান

কার্ত্ত। মণিভদ্র! রথ প্রস্তুত করতে বল। আমি এখনি যাবো অশ্রুর খোঁজে।

মণি। একটা গরীবের মেয়ের জন্য—

কার্ত্ত। ভুলে যেও না মণিভদ্র, মেয়ে গরীবেরও যা

বড়লোকেরও তাই। কথা না বলে কাজ কর। আর শোন, অশ্রুর সন্ধান না পাঁওয়া পর্য্যন্ত তুমি থাকবে আমার সংগে সংগে।

মণি। যথা আদেশ মহারাজ!

[প্রস্থান

সঙ্গয়। আপনি আজই যাত্রা করবেন মহারাজ?

কার্ত্ত। আজই। আমার অকর্ম্মণ্য বিলাসী কর্ম্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতায় যে বনফুল শাখাচ্যুত হয়ে অনশনে অর্দ্ধাশনে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত নারকী হয়ত তার প্রতি অত্যাচার করছে। সে হয়ত প্রতি মূহূর্ত্তে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমি শুনতে পাচ্ছি তার বুকফাটা কান্না, আমি বুঝতে পারছি তার অন্তরের জ্বালা আমি দেখতে পাচ্ছি দুহাত তুলে সে আমায় দিচ্ছে অভিশাপ, তীব্র অভিশাপ।

সঞ্জয়। মহারাজ!

কার্ত্ত। এরা আমার মহৎ সংকল্পকে সিদ্ধ হতে দেবে না সঞ্জয়!

সঞ্জয়। কি আপনার সংকল্প মহারাজ?

কার্ত্ত। যক্ষ রক্ষ দানব মানব সমস্ত জাতিকে একই পতাকাতলে মিলিত করে আমি চাই এক শাম্যের রাষ্ট্র গঠন করতে। যেখানে থাকবে না অতচ্যার। থাকবে না অবিচার থাকবে না ধর্ম্মের ভিত্তিতে গড়া জাতি ভেদের তুচ্ছ কুসংস্কার।

সঞ্জয়। মহারাজ!

কাণ্ড। সবাই একই মাটীব সন্তান হয়ে, ভাই ভাইএব মত এগিয়ে যাবে দেশেব কল্যাণে, বুকেব বক্ত ঢেলে দিয়ে করে যাবে দেশ মাতৃকাব পূজা, এক সংগে এক প্রাণ গেয়ে যাবে গান, জয় দেশেব মাটি জয়।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কুবেবের কক্ষ

কুবেবের প্রবেশ

কুবেব। বাবণ বাক্ষস সৈন্য নিয়ে লংকাব সীমান্তে ছাউনি ফেলেছে, কাল প্রভাতেই ভাই ভাইএ স্থুরু হবে তুমুল সংগ্রাম। ভয়ে অসংখ্য নগব বাসী নগব ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মাংসাশী শকুনেব দল নবমাংসেব আশায় গাছে গাছে আশ্রয় নিে নিমন্ত্রিত অতিথিদেব মত অপেক্ষা কবছে।

নিকষার প্রবেশ

নিকষা। কুবেব !

কুবেব। অসময়ে সন্তানেব কাছে কি মনে কবে জননী ?

নিকষা। আমি তোমার বিমাতা !

কুবের। সে পরিচয় আপনার কাছে, আমার কাছে নয়।

নিকষা। কেন এসেছি জান ?

কুবের। পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতে।

নিকষা। সে বিশ্বাস তোমার আছে ?

কুবের। আছে।

নিকষা। আমি তোমার কাছে যে জন্য এসেছি—

কুবের। আমি তা জানি।

নিকষা। এ যুদ্ধ কি বন্ধ হতে পারে না ?

কুবের। পারে !

নিকষা। তবে বন্ধ কর এ অকারণ মৃত্যু যজ্ঞ।

কুবের। সে জন্য অনুরোধ কর রাবণকে।

নিকষা। তার অর্থ ?

কুবের। এ যুদ্ধের নায়ক রাবণ, কাজেই যুদ্ধ বন্ধ করা আর না করায় আমার হাত নেই !

নিকষা। না কুবের, এ যুদ্ধের হোতা তুমি। তুমি যদি এখনও লংকার আধিপত্য ত্যাগ কর।

কুবের। সে প্রশ্ন এখন অবান্তর দেবী ! রাবণ যদি স্নেহের দাবী নিয়ে আসতো আমার কাছে, তাহলে আমি হাসতে হাসতে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিতাম।

নিকষা। আজ দাও।

কুবের। তা হয় না মা ! শক্তির প্রতিদ্বন্দিতায় মুখো-

মুখী যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের নিরস্ত্র করা সম্ভব নয়।

নিকষা। বেশ, যদি সম্পূর্ণ লংকা না দাও, অৰ্দ্ধ লংকা দান কর।

কুবের। বিনা যুদ্ধে লংকার এক তিলও আমি দেবো না।

নিকষা। সব হারাতে হবে।

কুবের। আমি প্রস্তুত।

নিকষা। মূর্খ, সব রাখতে গিয়ে, সব হারানোর চেয়ে কিছু দিয়ে বাকী রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কুবের। এ উপদেশের আজ আর কোন প্রয়োজন নেই মা! আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করা বৃথা।

নিকষা। আমি জানি তা। তবু এসেছিলাম শুধু কর্ত্তব্য বোধে।

কুবের। মা!

নিকষা। রাক্ষসীর ছেলের দাবী তুমি যে মেনে নেবে না এ আমার অজ্ঞাত ছিল না। যাক প্রস্তুত থেকো লতার নন্দন, রাবণের দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় নেওয়ার জন্য।

কুবের। দেখা যখন হল তখন আশীর্ব্বাদ কর মা! সপত্নী পুত্র হলেও তবু তোমার স্বামীর সন্তান আমি।

নিকষা। আশীর্ব্বাদ? না না আশীর্ব্বাদ নেই। তোর জন্যে আছে শুধু অভিশাপ তীব্র অভিশাপ।

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। অভিশাপ নয় মা! আশীর্ব্বাদ করুন।

নিকষা। বৌমা!

মন্দো। আপনি মা। যে করুণার পাত্র হাতে নিয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে, তাকে বঞ্চিত করবেন না। আশীর্ব্বাদ করতে না পারেন অভিশাপ দেবেন না।

নিকষা। বাঃ চমৎকার! দুদিন শ্বশুর বাড়ীতে আসতে না আসতেই, এরই মধ্যে শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করছো?

মন্দো। প্রতিবাদ নয় মা। যা সত্য তাই বলছি। শত্রুও যদি শরণাপন্ন হয় বীরের ধর্ম্ম তাকে ক্ষমা করা। আপনি মা। স্নেহের পূর্ণমূর্ত্তি সন্তানের মঙ্গলে দুহাত ভরে দান করবেন অমিয় আশীষ।

নিকষা। থাম দানব নন্দিনী। আমি সে মেয়ে নই যে তোমার মত বালিকার কথায় ভুলে নিজের সর্ব্বনাশকে ডেকে আন্‌বো।

কুবের। আশীর্ব্বাদ পাবে না মা?

নিকষা। হ্যাঁ হ্যাঁ পাবে বৈকি। একে তুমি আমার সপত্নী পুত্র তায় আমার পুত্রদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছো তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবো না? আমি তোমাকে প্রাণ ভোরে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি কুবের কাল সূর্য্যাস্ত যেন

তোমাকে দেখতে না হয়।

কুবের। মা!

নিকষা। আশীর্ব্বাদ! রাক্ষসীর আশীর্ব্বাদ এমনই হয়।

[প্রস্থান

কুবের। তোমার অভিশাপ আমি বাথা পেতে নিলাম দেবী।

মন্দো। প্রণাম করুন দেব। (প্রণাম)

কুবের। তুমি আমার কুলবধূ এমনভাবে এখানে আসা তোমার উচিৎ হয়নি মা।

মন্দো। পিতা!

কুবের। একা আমার কাছে আসার জন্য—

শ্রীনল কুবেরের প্রবেশ

নল। একা নয় পিতা। দাতুর মত নিয়ে আমিই কাকীমাকে এখানে এনেছি।

কুবের। শ্রীনলকুবের।

নল। কাকীমার একান্ত ইচ্ছা আপনাকে দর্শন করার তাই—

কুবের। কেন মা? আমাকে দর্শন করার—

মন্দো। দেব দর্শন করার ইচ্ছা, কার না হয় পিতা?

কুবের। তুমি কি রক্ষপতি রাবণের পত্নী! না-না—এ যে আমার বিশ্বাস হয় না। যে—হিংসায় উন্মাদ হয়ে পৃথিবীর

বুকে বিভীষিকার মত ধ্বংসের পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তুমি তারই অংকলক্ষ্মী ?

মন্দো। পিতা !

কুবের। ওরে নল দেখছিস্, অন্ধকারের মধ্যেও কেমন আলোর জ্যোতি ? দেখছিস্ বজ্রের মধ্যেও কেমন প্রাণের স্পন্দন ? দেখছিস্ হলাহলের মধ্যেও কেমন অমৃতের আস্বাদ ? আশীর্ব্বাদ করি মা ! অক্ষয় হোক তোমার হাতের নোয়া *সিঁথির সিঁন্দুর।*

মন্দো। এই আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্যই আমি এসেছি পিতা !

কুবের। তুমি না এলেও এ আশীর্ব্বাদের বাণী আমি বাতাসে পাঠিয়ে দিতাম তোমার আঙ্গিনায়। যাও মা ! অন্তঃপুরে যাও।

মন্দো। দূর থেকে আপনার কথা শুনে কল্পনায় আপনাকে মহত্ত্বের আসনে বসিয়েছিলাম, কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে বুঝলাম, সর্ব্বজন বন্দিত দেবতার আসনই আপনার যোগ্য স্থান। [প্রস্থান

নল। আমাদের সৈন্যগণ প্রস্তুত পিতা !

কুবের। তা আমি জানি। কিন্তু একটা কথা পুত্র !

নল। বলুন ?

কুবের। তোমার মায়ের মুখে যা শুনেছি তাকি সত্য পুত্র ?

নল। সত্য পিতা!

কুবের। শ্রীনলকুবেব!

নল। অনাথিনী আশ্রয় হীনা বালিকা সে।

কুবের। তাকে আমি সুপাত্র দেখে বিবাহ দেবো।

নল। তা হয় না পিতা। আমি তাকে কথা দিয়েছি।

কুবেব! আমাব অমতে—

নল। মত নেওয়ার মত সময় ছিলনা পিতা।

কুবের। পিতাব অমতে, একটা অজ্ঞাত কুলশীলা নারীকে বিবাহ করে নিজের আভিজাত্যকে বিসজ্জন দেবে কুলাঙ্গার?

নল। যে আভিজাত্য কাচের মত ক্ষণ ভঙ্গুর, তুচ্ছ জাতীর আবরণে গড়ে ওঠে যে কুলশীলতার প্রাচীর। যার জয়যাত্রার পথ শিক্ত হয় এমনি লক্ষ লক্ষ অসহায়া নারীর বুকের রক্তে, তাকে আমি চাইনা পিতা! আমি অশ্রুকে নিয়েই নরকে যাব। তবু তাকে ত্যাগ করে আভিজাত্যেব স্বর্গে উঠতে পারবো না।

কুবের। আমিও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি পুত্র! অশ্রুকে ত্যাগ না কবলে এ প্রাসাদে আর তোমার স্থান হবে না।

নল। পিতা। দুয়ারে শত্রু, কাল প্রভাতেই বেজে উঠবে রণ দামামা, আজ আপনি আমাকে ত্যাগ কববেন না! যদি প্রয়োজন হয় যুদ্ধের পর-

কুবের। আজই আমি তোমাকে ত্যাগ করবো কুলাঙ্গার! নারীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে দেশের দুর্দ্দিনে যে পিতার আদেশ

অমান্য করে তার মুখ দর্শন করতেও আমি চাই না।

নল। পিতা!

কুবের। একদিকে অশ্রু, অন্যদিকে দেশ। বেছে নাও তোমার চলার পথ।

[প্রস্থান

নল। ওঃ ভগবান—ভগবান। মুছে দাও পৃথিবী থেকে শ্রীনলকুবেরের নাম। না না অশ্রুকে ত্যাগ করতে কিছুতেই পারব না।

অশ্রুর প্রবেশ

অশ্রু। অশ্রুকে ত্যাগ করতেই হবে কুমার.

নল। না অশ্রু, তুমি থাকবে এখানে।

অশ্রু। আমাকে বিবাহ করতে পারবেতো কুমার?

নল। বিবাহ না করলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করবো না।

অশ্রু। আভিজাত্যের ভয়ে যে আমাকে বিবাহ করতে পারে না, তার আশ্রয়ে থাকতে আমিও চাই না।

নল। অশ্রু!

অশ্রু। কি সম্বন্ধ নিয়ে আমি এখানে পড়ে থাকবো বলতে পার কুমার? গরীবের মেয়ে বলে কি আমি এতই হীনা? মানবী বলে কি আমার জীবনের দাম নেই? অসহায়া বলে কি আমি এতই ঘৃন্যা যে, তোমার রক্ষিতা হয়ে আমাকে থাকতে হবে এখানে?

নল। অশ্রু!

অশ্রু। জানি, আমাকে কেউ আশ্রয় দেবে না। শুধুই আমার ধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্যে একটুখানি আশ্রয় চেয়েছিলাম কুমার।

নল। অশ্রু! আমি তোমাকে লম্পটের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

অশ্রু। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তোমার পায়ের কাঁটা আমি দাঁত দিয়ে তুলে দিতে পারি। কিন্তু তোমার রক্ষিতা হয়ে থাকতে পারবো না।

নল। আমাকে ছেড়ে তোমাকেও আমি বাঁচতে দেবনা নারী।

অশ্রু। আমাকে হত্যা করবে?

নল। হত্যা? না না, নারী হত্যা করতে পারবো না। যাও অশ্রু। তুমি অশ্রু সাগরেই ভেসে যাও। [প্রস্থান

অশ্রু

গীত

যাই তবে চলে যাই
দূর অচেনার সীমাহীন পথে
ঠিকানা যাহার নাই ॥
ভুলে যাবো আমি স্মৃতিটী তোমার
মিছে খেলাঘর বাঁধিব না আর
স্মরিয়া তোমারে আঁখিলোরে ভাসি
পুড়িয়া হবনা ছাই ॥　　　　[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থল

নেপথ্যে। জয় রক্ষপতি রাবণের জয়।

নেপথ্যে। জয় যক্ষরাজ কুবেরের জয়।

তীরধনু হস্তে কালনেমীর প্রবেশ

কালনেমী। কি ঝকমারী করে পাতাল ছেড়ে এই মর্ত্তে এসেছিলামরে বাবা। কোথায় মর্ত্তের হাওয়া লাগিয়ে শরীরটাকে একটু সারিয়ে নেবো। তা নয় কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আমারও নাম কালনেমী। যে পক্ষ জিতবে সেই দলে মিশে যাবো। দুজনেই আমার ভাগ্নে। কাজেই এখান থেকে গলা ছেড়ে চিৎকার করি, জয় ভাগ্নের জয়—জয় ভাগ্নের জয়। কুবেরও ভাববে আমার জয়ধ্বনি দিচ্ছে, রাবণও ভাববে তাই। জয় ভাগ্নের জয়—জয় ভাগ্নের জয়।

করালের প্রবেশ

করাল। যুদ্ধ হচ্ছে ওখানে, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো দাদা?

কালনেমী। যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছি।

করাল। না পালাবার মতলব করছো?

কালনেমী। আরে ছিঃ ছিঃ অমন অলক্ষ্মুণে কথা মুখে আনতে আছে নাকি!

করাল। তবে এগিয়ে যাও।

কালনেমী। যাবোই তো। আমি কি যে সে লোক। রাবণের মামা। যক্ষ বেটাদের কচুকাটা করবো।

করাল। তাইতো তারা তোমাকে খুঁজছে।

কালনেমী। কারা? কারা?

করাল। ওই যক্ষ ব্যাটারা।

কালনেমী। কেন?

করাল। কচুকাটা হবার জন্য।

কালনেমী। হা-হা-হা! দেখনা করাল! আর একটু পরে যক্ষশালাদের কি করি!

করাল। তাই বুঝি কুবের বলছিল?

কালনেমী। কি বলছিল? বলি কুবের আবার কি বলছিল?

করাল। বলছিল তোমাকে তার রথের চাকায় বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে যাবে।

কালনেমী। কেন? আমি কি করেছি? ও করাল, তোর কথা শুনে হাত পা যে অসাড় হয়ে যাচ্ছেরে।

করাল। কি করবো বল? একে তুমি রাবণের মামা। তায় এসেছো যুদ্ধ করতে। তবে হ্যাঁ, একটা পথ আছে দাদা!

কালনেমী। কি পথ ভাই?

করাল। তুমি পালিয়ে যাও না!

কালনেমী। পালিয়ে যাবো?

করাল। বীরের মত মরার চেয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

কালনেমী। করাল!

করাল। বেঁচে থাকলে অনেক দেখবে, অনেক শুনবে, অনেক কিছু করবে। তাই বলছি দাদা, অকালে প্রাণটা হারিও না।

কালনেমী। কিন্তু রাবণ যদি—

করাল। তার জন্য মহা অস্ত্রতো তৈরী করেছো দাদা, ওই ভাগ্নের জয়। যাবার সময় কথাটা রাবণের কানে বেশ ভাল করে শুনিয়ে যাও।

কালনেমী। ঠিক বলছিস ভাই! আহা বেঁচে থাক ভাই! জয় ভাগ্নের জয়—জয় ভাগ্নের—

[প্রস্থান

করাল। এরই মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ওঃ চারিদিকে যেন মরণ দেবতার তাথৈ থিয়া তাণ্ডব নৃত্য। হে ঈশ্বর! তোমার সৃষ্ট জীব আজ পশুর মত অত্যাচারীর যুপকাষ্ঠে প্রাণ বলি দিয়ে লালে লাল করে দিচ্ছে শ্যামল প্রান্তর, তবু কি তুমি ঘুমিয়ে থাকবে দেবতা? জাগো প্রভু! অত্যাচারী রাবণের হাত থেকে রক্ষা কর ভয়ার্ত্ত জীব কুলকে। [প্রস্থান

গীতকণ্ঠে তামসের প্রবেশ

তামস।

গীত

রুদ্র বীণার ঝঙ্কারে
ঐ বাজিছে ঐক্যতান।
কাঁপিছে পৃথিবী, নাচিছে প্রলয়,
গাহিছে ভৈরব গান ॥
দিকে দিকে ওই পড়িয়াছে সাড়া,
সঘনে তাই বাজিছে নাকাড়া,
শিয়াল শকুনে করে কানাকানি
করিবে রুধির পান ॥

[প্রস্থান

বিশ্বশ্রবার প্রবেশ

বিশ্বশ্রবা। হলো না। আমার এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল। কত অনুরোধ করেছি রাবণকে কত বুঝিয়েছি কুবেরকে। কিন্তু কেউ শুনলে না আমার কথা।

মাল্যবানের প্রবেশ

মাল্যবান। রাবণের জয় কামনা কর ঋষি! ভবিষ্যতে সুখে থাকবে।

বিশ্বশ্রবা। ভবিষ্যতের সুখের আশায় আমি বর্ত্তমানের বুকে রক্তের আলপনা দিতে পারবো না। যুদ্ধ থামাও রাজা! যুদ্ধ থামাও!

মাল্যবান। যুদ্ধ থামবে তখন যখন লংকার প্রাসাদ শীর্ষে রাক্ষসের বিজয় নিশান উড়বে।

বিশ্বশ্রবা। পারো তুমি একা যুদ্ধ কর। আমার পুত্রদের এর মধ্যে জড়িও না।

মাল্যবান। তোমার পুত্রতো এরা নয় মহর্ষি! এরা রাক্ষসীর ছেলে।

বিশ্বশ্রবা। আমিই সেই রাক্ষসীর স্বামী।

মাল্যবান। সে তোমার দুর্ভাগ্য। আমি তোমার হাতে কন্যা দান করেছিলাম কেন জানো? শুধু এই সুযোগের জন্য।

বিশ্বশ্রবা। রক্ষশ্রেষ্ঠ—রক্ষশ্রেষ্ঠ! এইবার তুমি ঋষি বিশ্বশ্রবাকেও অশ্রুসাগরে নিমজ্জিত করে দিলে।

[প্রস্থান

মাল্য। এবার তুমি শুধু কাঁদ ঋষি, আমি আনন্দে হাততালি দিই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওই বাণে বানে জর্জ্জরিত হচ্ছে যক্ষরাজ, ওই রাবণের শরজালে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে লংকার আকাশ, এইবার সুরু হবে বর্ষণ। সেই বর্ষণে তৃণের মত ভেসে যাবে যক্ষসেনাদল।

শ্রীনলকুবেরের প্রবেশ

শ্রীনল। তোমার মত পরগাছার মুখের কথায় কিছুই হবে না বৃদ্ধ!

মাল্য। শ্রীনল কুবের!

শ্রীনল। আস্ত্র ধর, দেশ মাতৃকার পূজার আগে তোমার রক্তেই আমি অঞ্জলী দেবো।

মাল্য। এত আশা? ভাল দেখা যাক! কে কার রক্তে অঞ্জলী দেয়।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। পরাজিত যক্ষকুল প্রাণ ভয়ে করে পলায়ণ।
শরাঘাতে মূর্চ্ছিতা যক্ষপতি,
ছত্রভঙ্গ সেনাদল তার।
মারীচ! কালান্তক! পলায়িত যক্ষগণে
নৃশংস হত্যা করি,
রণক্ষেত্রে দাও সবে অন্তিম শয়ান।

করালের প্রবেশ

করাল। ক্ষান্ত হও দশানন! বীর তুমি—
পরাজিত শত্রু পরে দিওনা আঘাত।

রাবণ। সবংশে নাশিব শত্রুকে—

করাল। ভেবে দেখ মতিমান!
পলায়িত সৈন্যগণে করিলে বিনাশ
কলংকিত কীর্ত্তি তব ঘোষিবে ভুবনে।

রাবণ। করাল!

করাল। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর যক্ষগণে।

রাবণ। ক্ষমা নাই জাতীদ্রোহী!
যক্ষসনে তোরে আজি করিব বিনাশ!
আমারই অন্নে পুষ্ট করি দেহ
আমারই অমংগল চিন্তা
তুমি কর, অবিরাম।
ধর মূঢ়, যোগ্য শাস্তি তার।

শরাঘাতে উদ্যত

কুবেরের প্রবেশ

কুবের। সাবধান দশানন!
ধার্ম্মিকে নাশিতে—
করিও না শরত্যাগ কভু।
রাবণ। রক্ষিবারে ধার্ম্মিক সুজনে
থাকে শক্তি বাধা দাও তুমি।
কুবের। ভাল, নাশিয়া কুবেরে—
তবে তুমি ধার্ম্মিকেরে করহ আঘাত।
(উভয়ের যুদ্ধ কুবের পরাজিত হইল)
রাবণ। এইবার যক্ষপতি! নতশিরে
রাক্ষসের বন্দীত্ব করহ স্বীকার!

নলকুবেরের প্রবেশ

নল। পুত্র নল রহিতে জীবিত

পিতারে করিবে বন্দী
হেন সাধ্য কার ?

রাবণ। আমার, আমার।
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন কাঁপে পদভরে,
দেবগণ ভয়ে যার
প্রমাদ গনিছে,—
নামে যার স্তব্ধ হয়
প্রলয় সাগর, সেই আমি,
বন্দী করি যক্ষরাজে,
ছিনাইয়া লবো
ওই লংকার কনক কিরীট,
থাকে শক্তি বাধা দাও মোরে।

(উভয়ের যুদ্ধ নলের পরাজয়)

কুবের। শ্রীনলকুবের !

রাবণ। দাও যক্ষপতি ! তোমার ওই কনক কিরীট।
(রাবণ, কুবেরের মাথা হইতে মুকুট লইয়া)
হাঃ-হাঃ-হাঃ ! নিকষা সন্তান আজি
সগর্ব্বে পরিল শিরে বিজয় মুকুট।

বিশ্বশ্রবার প্রবেশ

বিশ্বশ্রবা। ফিরে দাও, বিজয় মুকুট !
ভাই হয়ে ভাতৃ বক্ষে দিওনা আঘাত।

রাবণ। ভাই নয়, শত্রু মোর এই যক্ষাধম,
হলে প্রয়োজন যক্ষ নাম
ধরা হতে মুছে দোব আমি।

বিশ্বশ্রবা। রে কুলাঙ্গার!
ভাবিয়াছ পিতা তব দুর্ব্বল তাপস।
কই, কোথা তুমি ব্রহ্মতেজ!
দুরন্ত রাক্ষস বধে,
লেলিহান অগ্নি শিখালয়ে
আবির্ভূত হও আজি সম্মুখে আমার।

রাবণ। নিভে যাক অগ্নিশিখা
বরুণ বাণেতে,
দূর হও ব্রহ্মতেজ
সম্মুখ হইতে।

কুবের। পিতা!

বিশ্বশ্রবা। দেব বরে বলীয়ান দুরন্ত রাক্ষস,
নাহিক উপায়।

রাবণ। দাও সবে শতকণ্ঠে
মম জয়ধ্বনি।

করাল। না না দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে অধর্ম্মের জয়ধ্বনি দিতে আমরা পারবো না। বল সকলে আকাশ ফাটিয়ে বল জয়—ধর্ম্মের জয়?

রাবণ। এই কে আছিস?

মাল্যবানের প্রবেশ

মাল্যবান। আমি আছি দাদু ভাই।

রাবণ। যান এদের নিয়ে যান—

মাল্যবান। কারাগারে ?

রাবণ। না আমার প্রাসাদে, আর প্রস্তুত করে রাখবেন—

মাল্যবান। কি ? অস্ত্র ?

রাবণ। না পাদ্যার্ঘ। মহামান্য অতিথিদের দেবতার আসনে বসিয়ে আজ আমি পূজা করবো।

মাল্যবান। কিন্তু এরা যে তোমার শত্রু।

রাবণ। শত্রু হলেও, একজন আমার পিতা আর একজন আমার পূজনীয় অগ্রজ।

মাল্যবান। ও আজ বুঝি বিশ্বশ্রবা তোমার কাছে আপন ?

রাবণ। ভুলে যাচ্ছেন কেন দাদু। জননীর পিতার—চেয়ে নিজের পিতার স্থান অনেক উপরে। যান আদেশ করুন।

মাল্যবান। রাবণ !

রাবণ। রাবণ কারও উপদেশে চলবে না দাদু ! মনে রাখবেন আজ থেকে আমি লংকেশ্বর আর আপনি আমার বেতন ভোগী, (কর্ম্মচারী)। আমাকে উপদেশ না দিয়ে আমার আদেশ পালন করলেই ব্যধিত হব।

মাল্যবান। এসো তোমরা।

[প্রস্থান

কুবের। সেদিনেরও বেশী দেরী নেই মাল্যবান, প্রস্তুত থেকো।

[প্রস্থান

করাল। আকাশে ঝড় উঠেছে বজ্রপাত হবেই।

[প্রস্থান

নল। সে বজ্রপাতে আগে মরবে তুমি।

[প্রস্থান

মাল্যবান। প্রথিবী ধ্বংস হবার আগে মাল্যবান মরবেনা কাপুরুষের দল! তোমাদের রক্ত খাবো। মাংস খাবো, হাড়গুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব। তারপর সেই শ্মশানের বুকে প্রেতের মত আনন্দে নেচে বেড়াবো, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন

কালনেমীকে ঘিরিয়া গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ।—

ও মামা—ও মামা ও মামা।
তোমার মুখ দেখে হায় বুক ফেটে যায়,
তাই বুঝি গো বাজাই ধামা॥
তোমার হাতীর মত কান,
টেনে টেনে ধরবো মোরা
মন মাতানো গান।
তোমায় নিয়ে স্বর্গ পথে
করবো মোরা ওঠা নামা॥

কালনেমী। যাও প্রেয়সীগণ!
শিবির মাঝে লহগো বিশ্রাম!

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

ও হো পাতালের (ভ্যাপসা) গন্ধ হইতে
মরতের এই এই সুরম্য জংগল
বড় মনোরম।

অশ্রুর প্রবেশ

অশ্রু। পার কি বলিতে—
মাহিস্মতি যাবো কোন পথে ?
কালনেমী। কেবা তুমি সখী ? মনে হয় চিনি চিনি
চিনিতে না পারি ! তুমি সেই—
ওহো, ঠিক তাই ! ভাগ্য বলে
পুনঃ তোমা পাইলাম হেথা !
অশ্রু। তুমি ? তুমি সেই পশু ?
কালনেমী। কটু বাক্য কহিওনা মোরে।
নহি আমি পশু, নহি মোর চতুষ্পদ।
তোমাসনে শুভ পরিণয় মোর
বিধাতা লিখন, নহে আজি
পুনঃ কেন পাইব তোমারে ?
অশ্রু। থামো চাটুকার।
কালনেমী। সেইদিন শ্রীনলকুবের
বড় মোরে দিয়েছিল ভোগা।
কিন্তু আজি যবে শ্রীমতীরে
পাইয়াছি হেথা, বিবাহ না করি
কভু ছাড়িবনা আর···,
এস—এস প্রাণেশ্বরী।

ধরিতে উদ্যত

অশ্রু। না না আমি কিছুতেই যাবো না, ভগবান সৃষ্টি

করেছো নারীকে দাওনি তার আত্মরক্ষার শক্তি। কেন? কেন কি অপরাধ করেছি আমরা? ওগো নিষ্ঠুর! পারো তো একটী বজ্রাঘাতে হয় আমাকে মৃত্যু দাও আর না হয় ধ্বংস কর এই নারী হরণকারী দস্যুকে।

কালনেমী। কেন চেঁচামেচি করে মরছিস? তোকে রক্ষা করতে কেউ আসবে না।

অশ্রু। কেউ আসবে না।

কালনেমী। না, আমার হাত থেকে তোকে রক্ষা করতে আজ আর কেউ আসবে না।

কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ

কার্ত্ত। কেউ না এলেও মানুষ আসবে! ধর পশু তোর যোগ্য পুরস্কার।

অস্ত্রাঘাতে উদ্ধত

কালনেমী। সাবধান, আমি রাবণের মামা! (যুদ্ধ ও কালনেমীর পরাজয়) ওঃ বেটার গায়ে যেন হাতীর মত বল।

কার্ত্ত। কি চাস? মৃত্যু!

কালনেমী। না দাদা বন্দীত্ব। এই নাও হাত দুটো বাঁধ কিন্তু প্রাণটা বাঁচিয়ে রেখ।

কার্ত্ত। তোমার মত শৃগালকে আমি বন্দী করতে চাই না। তুমি যেতে পার।

কালনেমী। যে আজ্ঞে। আসি দাদা। নমস্কার।

[প্রস্থান

অশ্রু। লম্পটের হাত থেকে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। আপনি কে মহান?

কার্ত্ত। আগে তোমার পরিচয় দাও।

অশ্রু। আমার পরিচয়ে আপনার কি প্রয়োজন?

কার্ত্ত। আমার পরিচয়ে তোমার যে প্রয়োজন।

অশ্রু। আমার নাম অশ্রু।

কার্ত্ত। অশ্রু।

কার্ত্ত। তুমিই বিদ্যুতের বোন অশ্রু

অশ্রু। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—

কার্ত্ত। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।

অশ্রু। ওঃ—আপনার সাহায্য নিয়ে বাঁচার চেয়ে আমার মরাই ভাল ছিল।

কার্ত্ত। তোমার জন্য আমি মাহিস্মতি ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি—অশ্রু এসো আমার সংগে।

অশ্রু। মহারাজ! আপনার অত্যাচারে আমার বাবা মা সবাই পুড়ে মরেছে। আমার দাদাও হারিয়ে গেছে। শুধু দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে আমি বেঁচে আছি। আপনি যান। আমি আর আমার জন্মভূমির বুকে ফিরে যাবো না।

কার্ত্ত। তোমাকে না নিয়ে আমিও যাবো না, তোমাকে আমি চাই।

অশ্রু। এ আপনি কি বলছেন? আমি ব্রাহ্মণ কন্যা!

কার্ত্ত। আমিও ক্ষত্রিয় যুবক!

অশ্রু। আগুণে হাত দিলে—

কার্ত্ত। হাত যে পোড়ে তা আমি জানি।

অশ্রু। তা জেনেও—

কার্ত্ত। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই, কারন আগুণ নেভাবার মন্ত্র আমি জানি।

অশ্রু। চুপ করুন, চুপ করুন মহারাজ, একটু আগে এক দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করে যে মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তাকে কলংকিত করবেন না।

কার্ত্ত। কাজ উদ্ধারের জন্য অমন সাধুতার আবরণ দরকার হয় নারী।

অশ্রু। মহারাজ আজ বুঝলাম আপনি শুধু অত্যাচারী নন, আপনি লম্পট আপনি রূপ মুগ্ধ মত্ত মধুকর! আপনি তাদেরই একজন যাদের কাছে নারী ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কার্ত্ত। সে কথা সবাই জানে, দেরী করে লাভ নেই, রথ প্রস্তুত—চলে এস!

অশ্রু। মহারাজ! আমি অসীম পথের যাত্রী।

কার্ত্ত। সীমার মধ্যে তোমাকে আমিই আনবো।

অশ্রু। আমি আপনার সংগে যাবো না।

কার্ত্ত। যেতে তোমাকে হবেই, মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার শক্তি তোমার কোমল বাহুতে নেই।

অশ্রু। জোর করে নিয়ে যাবেন?

কার্ত্ত। যাবো! কারণ আমি যাকে চাই, আমার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে এমন মানুষ ত্রিলোকে নেই এসো অশ্রু এসো তুমি আমার বাঞ্ছিত কামনার রত্ন তোমাকে নিয়ে পূর্ণ করবো মাহিষ্মতীর শূন্য প্রাসাদ।

(হাত ধরিল)

অশ্রু। ব্রাহ্মণ কন্যাকে স্পর্শ করার অপরাধে তুমি পঙ্গু হবে মহারাজ! নারী নির্য্যাতন করার মহাপাপে শ্মশান হবে তোমার রাজপুরী, আমার বেদনাহত তীব্র দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তোমার সুখের শান্তি কুঞ্জ।

কার্ত্ত। সেই ভস্ম স্তূপের উপর আনন্দে নৃত্য করবো. তুমি আর আমি, পুরুষ প্রকৃতি, নর ও নারী।

[অশ্রুর হাত ধরিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কক্ষ)

নিকষার প্রবেশ

নিকষা। রাক্ষসীর ছেলে আজ লংকা জয় করেছে। লংকার বিজয় তোরণে রাক্ষসের বিজয় নিশান উড়ছে। রাজ মুকুট মাথায় পরে আমার দশানন বসেছে সিংহাসনে, কুম্ভকর্ণ ধরেছে তার মাথায় রাজছত্র। আর বিভীষণ···না না ওটা যেন কি রকম ··না আছে বীরত্ব না আছে তেজ। শুধু ধর্ম্ম— আর ধর্ম্ম! ও যেন আমার গর্ভের সন্তান নয়, ও আকাশ থেকে ঠিকরে পড়েছে।

মাল্যবানের প্রবেশ

মাল্যবান। নিকষা! শুনেছিস মা?

নিকষা। কি বাবা?

মাল্যবান। সেদিন রণস্থলে বন্দীগুলোর হাতে রাবন শিকল পর্য্যন্ত পরাতে দেয়নি!

নকষা। তোমরা ছিলে কি করতে?

মাল্যবান। সে রাজা! আমাদের কথা শুন্‌বে কেন মা।

রাজাবেশে রাবণের প্রবেশ

রাবণ। কেন শুন্‌বো না দাদু! কথাটা যদি কথার মত হয় তাহলে সবাই শুনতে বাধ্য!

নিকষা। রাবণ! ওরে তোকে যে আমি কোনদিন রাজবেশে দেখতে পাবো এ আমি ভাবতে পারিনি। ওঃ আজ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে, তুই আজ রাজা হয়েছিস্!

রাবণ। শুধু রাজা নয় মা! তোমার আশীর্ব্বাদে— একদিন বিশ্বজয় করে বিশ্বজিৎ নামও আমি নেবো।

নিকষা। কবে আসবে সে শুভদিন ?

রাবণ। দাদু! বন্দীদের আনার ব্যবস্থা কর! আমি তাদের বিচার করবো।

মাল্যবান। এই কে আছিস ? বন্দীদের পাঠিয়ে দে।

নিকষা। বিচার কর রাবণ, কঠোর হস্তে বন্দীদের বিচার কর, শত্রু যত আপনই হোক তাকে ক্ষমা করনা। মনে রেখো পুত্র, শত্রুকে ক্ষমা করলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

রাবন। শত্রুকে ক্ষমা করতে রাবণ জানে না মা!

কুবের ও নলের প্রবেশ

কুবের ও নল। জয় ধর্ম্মের জয়।

রাবণ। ধর্ম্মের জয়ধ্বনি দিয়ে অধর্ম্মের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না বন্দীগণ।

কুবের। সে বুঝবো আমরা, তুমি বিচার কর রাজা। দেখি তোমার বিচার ?

রাবণ। আমার বিচারে যক্ষপতি, যে খুশী হবেন না, তা আমি জানি।

নিকষা। যক্ষপতি খুশী হওয়া না হওয়ায় তোমার কিছু যায় আসে না পুত্র!

রাবণ। তা আমি জানি মা! যক্ষপতি! আমার—কাছে কি আশা করেন?

কুবের। যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছি, এখন তোমার যা অভিরুচী তাই করতে পার!

রাবণ। যদি হত্যা করি—

কুবের। আমি অমর সে ক্ষমতা তোমার নেই!

বাবণ। যদি আজীবন কারারুদ্ধ করে রাখি?

কুবের। অন্ধকার কারায় বসে তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করবো।

নল। থামুন পিতা! যে শয়তান জোর করে আপনার হাত থেকে সোনার রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে, তার দীর্ঘ জীবন কামনা না করে মৃত্যু কামনা করাই উচিত!

রাবণ। ব্রহ্মার বরে আমি অমর, শতকণ্ঠে তোমরা আমার মৃত্যু কামনা করলেও আমি মরবো না।

বিশ্বশ্রবা। তোর দেহে কি একবিন্দুও আমার রক্ত নেই! যে আজীবন বিশ্বের কল্যাণে ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন তার পুত্র হয়ে তুই কিনা রাক্ষস আচার গ্রহণ করলি?

কুবের। রাবণ, তুমি না ব্রাহ্মণ সন্তান?

নিকষা। রাক্ষসীর ছেলে আবার দেবতা হয় কবে কুবের ?

রাবণ। মায়ের দুধ খেয়ে যে মানুষ হয়েছে, পিতার স্নেহের আস্বাদ যে কোনদিন পায়নি মায়েই পরিচয়ই তার কাছে শ্রেষ্ঠ ! আমি রাক্ষস হয়েই বিশ্বকে পদদলিত করবো, দেবতা হয়ে ভিক্ষা পাত্র হাতে নেবো না।

মাল্যবান। বিচার কর রাজা !

রাবণ। বিচার হয়ে গেছে দাদু। যক্ষপতিকে আমি আজীবন বন্দী করে রাখবো, নল কুবেরের বীরত্বের গর্ব্ব খর্ব্ব করে জন্মের মত পঙ্গু করে দেব !

নল। এত অবিচার ?

করালের প্রবেশ

করাল। মুখ বুঝে সহ্য করলে আরও অবিচার সইতে হবে ভাই !

মাল্যবান। করাল !

নিকষা। বিশ্বাসঘাতক !

রাবণ। জাতিদ্রোহী !

করাল। করাল আজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তার সমস্ত শক্তি দিয়েও সে প্রতিরোধ করবে তোমাদের অত্যাচার !

রাবণ। আমার বিরুদ্ধাচরণ করার মত শক্তি তোমার আছে যুবক ?

করাল। যত শক্তিমানই তুমি হও, তবু তুমি অত্যাচারী।

শোন রাবণ! তোমার নামে সবাই যখন পরিত্রাহী রবে চীৎকার করবে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নাবী পুরুষ সবাই যখন রুদ্র ঝংকারে কাঁপিয়ে তুলবে পৃথিবীর আকাশ বাতাস, তখনই ভেঙে যাবে সকলের ধৈর্য্যবাঁধ।—জাগরণের মন্ত্রে উৎসাহিত হবে তোমার রচিত কংকালের স্তূপ থেকে বেবিয়ে আসবে এক মহাশক্তি, তার হাতেই নিভে যাবে তোমাব জীবন প্রদীপ।

নিকষা। বন্দী কর পুত্র, এই শয়তানকে বন্দী কব।

মাল্যবান। আমারও তাই ইচ্ছা! আদেশ দাও রাজা, ওকে বন্দী করে বধ্য ভূমিতেই নিয়ে যাই!

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। না স্বামী, ওকে মুক্তি দাও।

রাবণ। মুক্তি?

মন্দো। শুধু ওকে নয়, ওর সংগে সকলকেই মুক্তি দাও।

বাবণ। মন্দোদরী।

মন্দো। তুমি রাজা—তুমি বীর—দুর্ব্বলের উপর আঘাত করনা!

নিকষা। বৌমা!

মন্দো। আর কত বিষ ঢেলে দেবেন মা? বিষের পাত্র যে কানায় কানায় ভরে গেছে? পুত্রকে দিয়ে বন্দী করিয়েছ সপত্নী পুত্রকে—

নিকষা। থাম দানব নন্দিনী।

কুবের। থামিস্‌নি থামিস্‌নি মা। বানীর কশায়—জর্জ্জরিত করে রক্ষ জননীকে বুঝিয়ে দে, যে আত্মীয় নির্য্যাতনে অনন্ত নরক বাস।

নিকষা। আমি নরকে বসেই কাঁদবো, হাসবো, আর্ত্তনাদ করবো, তবু তার ভয়ে মাটীর বুকে পুত্রের জননী হয়ে পুত্রকে সৌভাগ্যচ্যুত করতে পারবো না। বিচার কর পুত্র। দণ্ড দে, আত্মীয় গেছে, রসাতলে যাক স্বামী, আমি ছেলের মা হয়েই নরকে যাবো। তবু স্বামীর পদসেবা করে স্বর্গে যেতে চাই না।

[প্রস্থান

মাল্যবান। করালকে শাস্তি দাও রাজা।

করাল। করাল শাস্তির ভয় করে না।

রাবণ। কি করবে?

করাল। বিদ্রোহীতা করবো। ওই সর্ব্বহারা নিরন্ন দুর্ব্বল জাতিকে শক্তির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাদের নিয়ে গড়ে তুলবো অজেয়বাহিনী, যার জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠবে তোমার মত পাপীর অন্তরাত্মা!

মাল্যবান। শাস্তি দাও রাজা,—

রাবণ। যাও যুবক! শাস্তির বদলে আমি তোমাকে দিলাম মুক্তি!

মাল্যবান। মুক্তি!

রাবণ। মহাবীর দশানন প্রাণের ভয়ে একটা মুষিককে

বন্দী করে না মহান! ওকে ভয় করবে তারা যারা দুর্ব্বল, আমি নই।

করাল তোমাকে ধ্বংসের পথ থেকে যদি কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে, সে একমাত্র এই মুষিকই আনবে, মনে রেখো রাবণ! তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু তারা, যারা তোমার স্তুতিগান করে প্রশংসায় ভরিয়ে তোলে তোমার কান।

[প্রস্থান

কুবের। দশানন!

রাবণ। তোমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে আজীবন!

মন্দো। স্বামী!

রাবণ। হাঃ হাঃ হাঃ!

নল। মহাপাপী।

রাবণ। তাই তো আমি আজীবন বন্দী করে রাখবো যক্ষপতিকে আমার অন্তর মন্দিরে ভ্রাতৃস্নেহের কঠিন বন্ধনে!

কুবের। রাবণ! ভাই,—

রাবণ। ভাই—ভাই! শত্রু হলেও, তুমি আমার ভাই। মহর্ষি বিশ্বশ্রবার সন্তান, আমরা একই বোঁটার দুটি ফুল।

মন্দো। স্বামী—স্বামী। এই যদি তোমার সত্য পরিচয়, তবে কেন তুমি অত্যাচারী?

রাবণ। এ প্রশ্নের উত্তর আজ নয়, পরে পাবে? নিয়ে যাও মন্দোদরী, আমার পূজনীয় অগ্রজকে প্রাসাদে নিয়ে যাও, তার—রণক্লান্ত দেহে আমি নিজের হাতে ব্যজন করবো!

কুবের। ওরে আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলছি তুই জয়ী হ, বিশ্বজয়ী হ' তোর অক্ষয় স্মৃতি বুকে নিয়ে যেন ইতিহাস ধন্য হয়।

[মন্দোদরীসহ প্রস্থান

নল। আমার বিচার ?

রাবণ। যাও দাদু। এই যুবককে নিয়ে যাও। একে নিরস্ত্র করে—

মাল্যবান। হত্যা করবো ?

রাবণ। না না—হত্যা করবে তাদের যারা এর মাথায় অস্ত্র তুলবে !

মাল্যবান। একি বিচার ?

রাবণ। রাজার বিচার। যাও—

নল। দশানন সবাই তোমার মহত্বে ভুলে তোমাকে ক্ষমা করলেও আমি করবো না।

রাবণ। করনা ক্ষমা। যত পারো আমাকে আঘাত দিও—!

নল। দেবো, আঘাতে আঘাতে আমি তোমাকে জর্জ্জরিত করবো ততদিন যতদিন না তুমি আমাকে ভ্রাতুষ্পুত্র বলে কাছে টেনে নেবে।

রাবণ। নল কুবের।

নল। ভুলে যেওনা কাকা, মা তোমাদের—দুটো হলেও বাপ কিন্তু একটা। [প্রস্থান

মাল্যবান। রাবণ। এই দুর্ম্মতির জন্যই তোমাকে এক-দিন সব হারাতে হবে।

[প্রস্থান

রাবণ। কর্ত্তব্যের জন্য যদি সব হারাতে হয় হোক্ তবু যে ঐশ্বর্য্য আমি দুপায়ে মাড়িয়ে যাই, যার জন্য ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসায় পুত্র পিতাকে হত্যা করে, স্ত্রী স্বামীকে দেয় নিষ্ঠুর আঘাত, সেই মোহের আকর্ষণে আমি আমার মনের গতিকে নীচেয় নামিয়ে দিতে পারবো না।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

[খাদ্য পাত্র হস্তে কাবেরীর প্রবেশ]

কাবেরী। আমার পথের কাঁটা আজ আমি নিজের হাতেই তুলে ফেলবো। মনিভদ্র ফিরে এসে যখন শুনবে— আমি বিষ খাইয়ে মেরেছি ওই অন্ধটাকে, তখন···

[গীতকণ্ঠে শতদলের প্রবেশ]

শতদল।

গীত

করিসকি তুই বিষধরী !
নিজের বিষেই মরবি জ্বলে
পাবি না হায় পারের তরী ॥
স্বামী যে তোর নয়কো সে পর
পরের কথায় ভাঙিসনে ঘর,
অতি লোভে নষ্ট তাঁতী
শেষে রে তোর গলায় দড়ী ॥

কাবেরী। কে, তুমি ?

শতদল। আমি যেই হই, তোমাকে নিষেধ করছি তুমি ভুল করনা।

কাবেরী। শুনবোনা তোর কথা !

শতদল। তা শুনবে কেন? তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, বড়লোকের বোন, আমাদের মত গরীবের কথা শুনলে তোমার যে মান যাবে।

কাবেরী। আমি তোকে হত্যা করবো?

শতদল। আমি তোমার কাণা স্বামী নই।

কাবেরী। বালক!

শতদল। যে নিজের হাতে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে অন্ধকরে দেয় আবার তাকে বিষ খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্র করে তার মত নারীকে—

কাবেরী। এই কে আছিস?

শতদল। কেউ নেই!

কাবেরী। কে তুই?

শতদল। আমি আমি তোর বাবা।

[প্রস্থান

কাবেরী। আপদটা আজ তিনদিন আমার পিছু নিয়েছে, যদি ও এই হত্যার কথা প্রকাশ করে দেয়? তার জন্য চিন্তা কি? দাদা ফিরে আসার আগে ওকেও আমি—

বিদ্যুতের প্রবেশ

বিদ্যুৎ। আমি এসেছি কাবেরী, তুমি ডেকেছ এ-কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না।

কাবেরী। ওঃ তুমি যে আসবে একথা আমার বিশ্বাস-ই হয়নি! বস। (হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল)

বিদ্যুৎ। কাবেরী ?

কাবেরী। কোনদিন তোমার মুখে কিছু দিইনি—আজ নিজের হাতে এই খাবার কটা তৈরী করেছি তোমারই জন্য !

বিদ্যুৎ। বেশ দাও তোমার হাতের খাবার। আমি পেট ভরে খাবো।

কাবেরী। (স্বগতঃ) একি ! কে যেন হাত দুটো টেনে ধরছে, বলছে ওরে ডাকিনী, পতি হত্যার জন্য তোকে আজীবন নরকে পচে মরতে হবে। কেন কেন এ দুর্ব্বলতা ? যাকে আমি কোনদিন স্বামী বলে—স্বীকার করিনি তার উপর কেন এ মায়া ?

বিদ্যুৎ। কাবেরী। দেরী করছো কেন ? দাও ?

কাবেরী। না না দেরী নয় এই নাও খাও খাবার খাও।

[কাবেরী কম্পিত হস্তে খাবারের পাত্র বিদ্যুতের হাতে দিল]

বিদ্যুৎ। খাবার ! কাবেরী তৈরী করেছ কি সৌভাগ্য আমার—

[একটি তুলিয়া মুখে দিতে গেল সহসা ঝড়ের মত সঞ্জয় আসিল]

সঞ্জয়। ফেলে দাও খাবার। ও খাবার নয় বিষ।

বিদ্যুৎ। বিষ !

সঞ্জয়। হ্যাঁ বিষ ! গোখুরো সাপের উগ্র বিষ তোমার মুখে তুলে দিয়েছে তোমার আদরের স্ত্রী !

কাবেরী। সঞ্জয় !

সঞ্জয়। তোমার সংগে কথা বলতেও ঘৃণা হচ্ছে রাজ-কুমারী। স্বামীকে তুমি গ্রহণ করতে না পারো। কিন্তু তাকে ডেকে এনে বিষ খাওয়ানোর কোন অধিকার তোমার নেই!

বিদ্যুৎ। কাবেরী এ তুমি কি করলে? এতদিন শত নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত করলেও আমার কাছে তোমার একটা পরিচয় ছিল, তুমি আমার স্ত্রী। আমাকে ভালবাসতে না পারলেও কখনো তুমি বিশ্বাষঘাতিনী হতে পার না।

সঞ্জয়। ভুলে যাচ্ছো কেন ব্রাহ্মণ! আজ ও তোমাকেই হত্যা করছিল আর একজনের কথায়! চল নারী, মহারাজ ফিরে এসে তোমার বিচার করবেন।

কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ

কার্ত্ত। মহারাজ ফিরে এসেছে সঞ্জয়।

সঞ্জয়। মহারাজ!

কার্ত্ত। সব আমি শুনেছি সঞ্জয়। যাও ওকে কারাগারে নিয়ে যাও।

বিদ্যুৎ। মহারাজ!

কার্ত্ত। আজ আর তোমার কোন কথা আমি শুনবো না যুবক। সেদিন তুমি আমার হাত থেকে ওই রাক্ষসীকে বাঁচিয়েছিলে, কিন্তু আজ আর তা হবে না। আজ ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধিনী, তাই রাজনীতির বিচারে যে দণ্ড ওর প্রাপ্য তা ওকে নিতেই হবে।

কাবেরী। দাও দণ্ড দাও—নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে আমার জীবনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছ, সুবিচারের দোহাই দিয়ে অন্যায়ের যুপকাষ্ঠে আমাকে বলি দিয়ে সাধারণ প্রজাদের চোখে হয়েছো মহত—দেবতা। হা-হা-হা! চল সঞ্জয়! কারাগারে নিয়ে চল নইলে কালসাপিনীর ধর্ম্ম পালনে আমি তোমাদের সবাইকে ছোবল মারবো।

বিদ্যুৎ। কাবেরী!

কাবেরী। অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও; যেন ওই কারাগারের লৌহ-প্রাচীর ভেদ করে তোমার অভিশাপের আগুন আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

[সঞ্জয় সহ প্রস্থান

কার্ত্ত। এই নারীকে আমি জীবন্ত দগ্ধ করবো।

বিদ্যুৎ। না মহারাজ! আমার অনুরোধ আপনি ওকে ক্ষমা করবেন?

কার্ত্ত। কি বলছো তুমি যুবক? যে পরিচয় আজ পেলে তার পরেও তুমি ওকে—

বিদ্যুৎ। গ্রহণ করবো মহারাজ! ও আমার স্ত্রী! ওর ভুলের জন্য দায়ী ও নয় আমি! আমার ওই অভাগিনী স্ত্রীকে বিপথ থেকে আমিই ফিরিয়ে আনবো মহারাজ, নইলে বৃথাই আমার ব্রাহ্মণত্ব।

কার্ত্ত। কিন্তু ওযে অপরাধিনী!

বিদ্যুৎ। অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিলে তার যোগ্য শাস্তি

হয় না মহারাজ, তাকে অনুতাপের আগুনে পুড়ে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেওয়াই তার যোগ্য দণ্ড।

[প্রস্থান

কার্ত্ত। বুঝতে পারছিনা কাবেরীকে ক্ষমা করা বিদ্যুতের মহত্ত্ব না কাপুরুষতা।

অশ্রুর প্রবেশ

অশ্রু। এভাবে আমাকে কতদিন বন্দী হয়ে থাকতে হবে মহারাজ?

কার্ত্ত। আজীবন!

অশ্রু। তোমার উদ্দেশ্য কি?

কার্ত্ত। মহৎ।

অশ্রু। এ তোমার কপটতা। শোন তুমি কার্ত্তবীর্য্য! গায়ের জোরে তুমি আমার দেহকেই পাবে কিন্তু মন পাবে না।

কার্ত্ত। দেহকে পেলে মনও পাবো।

অশ্রু! তুমি আমাকে মুক্তি দেবে কিনা?

কার্ত্ত। না। মুক্তি দেবো সেদিন যেদিন আমার জন্য তোমার ঐ চোখে ঝরবে জল।

অশ্রু। তোমার জন্য আমার চোখে কোনদিন জল ঝরবে না। তোমার মৃত্যুর পর আমি আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো।

কার্ত্ত। তোমার যা খুসী করো, ভালবাসার প্রতিদান

স্বরূপ আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই! বল অশ্রু কি চাও?

অশ্রু। আমি তোমাকে ভালবাসিনা।

কার্ত্ত। কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি—বল কি চাও?

অশ্রু। তোমাকে ভালবাসার চেয়ে বনের পশুকে ভালবাসা অনেক ভাল। তুমি শঠ প্রবঞ্চক। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তুমি সব কিছু করতে পারো। শোনো রাজা! এখনো ধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে। এখনও আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠছে—এখনও ব্রাহ্মণের মুখের কথায় আগুন জ্বলে। আমি অসহায়া নারী হ'লেও আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।

কার্ত্ত। দাও তুমি আমাকে অভিশাপ, কিন্তু বিনিময়ে তার গ্রহণ কর আমার স্নেহের দান।

বিদ্যুতের প্রবেশ

বিদ্যুৎ। মহারাজ! আমার—

কার্ত্ত। এই নাও নারী, তোমার—

[অশ্রুর হাতখানি বিদ্যুতের হাতে দিল

অশ্রু। এ কি। আমার—

কার্ত্ত। তোমার দাদা বিদ্যুত।

বিদ্যুৎ। আমার বোন অশ্রু?

কার্ত্ত। হ্যাঁ বিদ্যুত! তোমার বোন অশ্রু। আমার জন্য যে হারিয়ে গিয়েছিল আমিই তাকে ফিরিয়ে এনে দিলাম তোমার ঐ শূন্য বুকে।

বিদ্যুৎ। অশ্রু। আমি কি সত্যই তোকে ফিরে পেলাম?

অশ্রু। দাদা একি তুমি অন্ধ!

বিদ্যুৎ। এ আমারই কর্ম্মফল বোন। আয় বোন আয় আমি সবাইকে বলিগে যে আমার অশ্রুকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি। ওহো কি আনন্দ! আমার ভাঙ্গা হাট আবার পূর্ণ হয়ে গেল!

[প্রস্থান

অশ্রু। মহারাজ! আপনি—

কার্ত্ত। তোমার চোখে আমি লম্পট আমি নারীহরণকারী দস্যু হলেও—আমি মানুষ।

অশ্রু। ক্ষমা করুন মহারাজ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

(পদতলে বসিল)

কার্ত্ত। আমি ক্ষত্রিয় সন্তান, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে আমার পায়ে ধরছো?

অশ্রু। তুমি ক্ষত্রিয়ের চেয়ে অনেক বড়, ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ—মানুষের চেয়ে অনেক মহৎ। তোমার এ মহত্বের কাছে অশ্রু পরাজিত বীর। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

কার্ত্ত। যদি পার তোমাদের উপর যে অবিচার আমি করেছি তার জন্য তুমিই আমাকে ক্ষমা কর।

অশ্রু। মহারাজ। জীবনে পুরুষের কাছে পেয়েছি যত আঘাত। আপনার কাছে আজ পেলাম তার চেয়ে অনেক—বেশী সান্ত্বনা। ভেবেছিলাম কখনও পুরুষকে আমি ক্ষমা করবোনা কিন্তু আজ—আপনাকে দেখে—না—না এ আমি কি বলছি? আমি আসি মহারাজ!

[প্রস্থান

কার্ত্ত। অশ্রু! অশ্রু!

মণিভদ্রের প্রবেশ

মনি। মহারাজ! লঙ্কার দূত এইমাত্র পত্র দিয়ে গেল।

কার্ত্ত। কি লেখা আছে পত্রে?

মনি। রাবণ জানিয়েছে, আপনি যদি তার বশ্যতা স্বীকার করে কর দানে অসম্মত হন—

কার্ত্ত। রাবণ আমার শক্তির পরিচয় পায়নি মনিভদ্র। যাও, দূতমুখে সংবাদ পাঠাও আমি তার সঙ্গে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত।

মনি। ভারতের অনেক রাজন্যবর্গ কিন্তু রাবণের আধিপত্য মেনে নিয়েছে।

কার্ত্ত। তারা শিয়াল কুকুরের দল। তুচ্ছ আত্মসুখের

আশায়, যারা পরের পায়ে ডালি দেয় নিজের দেশের সম্মান আমি তাদের ঘৃণা করি। এসো মণিভদ্র।

মনি। কোথায় মহারাজ ?

কার্ত্ত। ওই সাধারণ মানুষের মাঝখানে। আমি উদ্দাত্ত কণ্ঠে শোনাবো সবাইকে জাগরণেব বাণী—জাগো ভাই জাগো একসঙ্গে সবাই এসে দাঁড়াও রাজশক্তির পাশে। দেশমায়ের পূজায় বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েও রক্ষা কর তোমাদের স্বাধীনতার গৌরব। আমরা বলবো, একসঙ্গে বলবো, আমরা নইরে বেইমান, নইরে শয়তান, আমরা বলি দেবো আমাদের প্রাণ, রক্ষা করবো দেশের মান বুকের রক্তে রাঙিয়ে দেব দুঃখিনী মায়ের রাঙা চরণ।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম

[সম্মুখে প্রজ্বলিত যজ্ঞানল। একটি তাম্রপাত্রে আহুতি দ্র'য
লইয়া ধীরে ধীরে বিশ্বশ্রবার প্রবেশ]

বিশ্বশ্রবা। আহুতি। হে অগ্নিদেব। তোমার ওই লক্‌লকে জিহ্বায় আজ আমি আনন্দে আহুতি দেব আমার বুকের রক্ত। ওঁ রাবণ্য আত্মাং অগ্নয়ে স্বা—একি হাত কেঁপে উঠলো কেন? বুকটা কেঁদে উঠছে কেন? চোখে কেন নেমে আসছে জলধারা? ওঃ—না—না, আমি পিতা হয়ে পুত্রহত্যা করতে পারবো না।

[আহুতি দ্রব্য ফেলিয়া দিলেন]

সহসা নিকষার প্রবেশ

নিকষা। কেন? পারবেনা ঋষি। তুলে নাও—তুলে নাও আহুতি দ্রব্য রাবণের মৃত্যু কামনা করে দাও অগ্নিতে আহুতি। রাক্ষসীর ছেলে থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি?

বিশ্বশ্রবা। নিকষা।

নিকষা। হা-হা-হা। ওকি! মহর্ষির চোখে জল? ওরে কে আছিস? দেখে যা পাষাণ ফেটে চৌচির হয়ে আজ নেমে আসছে মন্দাকিনী ধারা।

বিশ্বশ্রবা। নিকষা! তুমি মা। আমি পিতা! পুত্র আমাদের দুজনের কাছেই সমান স্নেহের পাত্র! তবু সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য—

নিকষা। সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য নিজের পুত্রকে যে হত্যা করতে চায়, সে পিতা নয়—সে ঘাতক। সৃষ্টি তোমার কাছে বড় হল মহর্ষি! আর যাকে তুমি মাটির বুকে এনেছো—যার কাছে সব চেয়ে বড় তোমার পরিচয়—সেই পুত্র হল তোমার কাছে তুচ্ছ একটা আবর্জ্জনার মত।

বিশ্বশ্রবা। নিকষা।

নিকষা। নিকষা রাক্ষসী—তাই তার পুত্রের গৌরবে তোমার বুকখানা হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে।

বিশ্বশ্রবা। না—না একথা কেন বলছো সতী! পুত্রের গৌরবে সবচেয়ে সুখী হয় পিতা!

নিকষা। তবে রাবণের মঙ্গল কামনা কর ঋষি পুত্রের শ্রদ্ধাও পাবে, নিকষার সেবা থেকেও বঞ্চিত হবে না। মনে ভাবো, রাক্ষসীর ছেলে হলেও তারা তোমারই ঔরসজাত সন্তান। কুবেরও যেমন তারাও তেমন—একজনের মুখে অমৃত আর একজনের মুখে বিষ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য নয়।

মাল্যবানের প্রবেশ

মাল্যবান। কাকে বোঝাচ্ছিস মা! ও একটা নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ—ওর যতটুকু স্নেহ ভালবাসা সব কুবেরকে দিয়ে ও আজ নিঃস্ব!

বিশ্বশ্রবা। কি বলতে চাও তুমি রক্ষপ্রধান ?

মাল্যবান। সকলের আগেই তোমাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাই।

নিকষা। বাবা !

মাল্যবান। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখলে আমাদের সমূহ বিপদ ! এই আশ্রম প্রান্তরে তাই আমি তোমাকে আজ নৃশংসভাবে হত্যা করবো ! প্রস্তুত হও ঋষি।

নিকষা। সাবধান বাবা ! আমার সামনে আমার স্বামীকে হত্যা করতে উদ্যত হলে—ওই অস্ত্র আমি তোমার বুকে বসিয়ে দেবো।

বিশ্বশ্রবা। নিকষা !

নিকষা। আমি বুঝতে পারছি না বাবা ! এত সাহস তোমার হল কি করে ? মহর্ষি আর যাই হোক, সে যে মহাবীর দশাননের পিতা একথা তুমি কেমন করে ভুলে গেলে ?

মাল্যবান। দশাননকে যাদুমন্ত্রে ও ভুলিয়েছে কন্যা, তোকেও যাদু করেছে। সরে যা, আমায় বাধা দিসনি।

নিকষা। বাধা আমি দেবোই।

মাল্যবান। পিতার চেয়ে ওই শত্রুটা তোর বেশী আপন ?

নিকষা। একথা জিজ্ঞাসা করতেও তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ! বিবাহিতা নারীর কাছে দেবতার চেয়ে ও বড় স্বামী !

মাল্যবান। অথচ ওই স্বামীই তোর পুত্রের মৃত্যু কামনা করছে।

নিকষা। সে বুঝবো আমি! তুমি কে? মেয়ের বাড়ীতে নাতির ঐশ্বর্য্য ভোগ করার সৌভাগ্য পেয়েছ এই যথেষ্ট।

বিশ্বশ্রবা। বাধা দিওনা নিকষা! রক্ত পিপাসায় যখন ও উন্মাদ হয়েছে তখন দেখি ও কত রক্তপান করতে পারে।

মাল্যবান। শোন কন্যা! তোর পিতা দুর্ব্বল নয়। কৌশলে সে যখন ভোগবতী ছেড়ে আবার পৃথিবীর বুকে এসেছে, তখন তার গতিরোধ করতে কেউ পারবে না। যে আমাকে বাধা দেবে তাকেই মরতে হবে।

নিকষা। বাবা!

মাল্যবান। যা—সরে যা, আমি আজ প্রতিজ্ঞা করে এসেছি মহর্ষি বিশ্বশ্রবাকে হত্যা করবোই।

কুবেরের প্রবেশ

কুবের। পায়ের জুতো মাথায় ওঠার চেষ্টা করলে তার স্থান হয় কোথায় জান?

মাল্যবান। কুবের?

কুবের। তোমার জন্য আমি নতুন নরক সৃষ্টি করেছি, চল শয়তান নরকে বসে বিভীষিকা দেখবি চল।

মাল্যবান। ভালই হলো একসঙ্গে আজ সবকটাকেই শেষ করে দেব।

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দোদরী। তা দেবেন বৈকি! মহাশয়! নিতান্ত ছোট লোক কিনা, তাই যার খান তারই সর্ব্বনাশ করেন।

বিশ্বশ্রবা। একি! তুমি আবার এখানে কেন মা?

মন্দোদরী। মহাপুরুষটি যে আজ এখানে একটা কিছু করবেন তা জেনে আর স্থির থাকতে পারলুম না বাবা!

নিকষা। শুধু হাতে এলে কেন মা! একখানা অস্ত্র আনতে পারলে না।

মাল্যবান। অস্ত্র আনলেও সুবিধা হতো না কন্যা। আজ আশ্রমের চারিদিকে আমার সৈন্যরা বসে আছে। এখান থেকে আর কেউ মাথা নিয়ে বাইরে যেতে পারবে না।

নিকষা। কুবের! দেখতো বাবা, সত্যই কি আশ্রম দ্বার রুদ্ধ?

কুবের। দেখছি মা! [প্রস্থান

মাল্যবান। নিকষা! স্বামীর মৃতদেহ বুকে নিয়ে তোকে কাঁদতেই হবে।

মন্দোদরী। তা যদি হয় মহাবীর রক্ষরাজের পিতা যদি একটা কুকুরের হাতে জীবন দেয়, তাহলে জানবো রাক্ষস জাতির এইখানেই শেষ।

কুবেরের পুনঃ প্রবেশ

কুবের। সত্যই মা! আশ্রমদ্বার কে রুদ্ধ করে দিয়েছে, বাইরে যাবার পথ বন্ধ!

বিশ্বশ্রবা। বন্ধ? এইভাবে অতর্কিত আক্রমণে একটা রাক্ষসের হাতে সবাইকে জীবন দিতে হবে!

মাল্যবান। হ্যাঁ, এমনি করে একদিন রাবণকেও অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

নিকষা। অস্ত্র-অস্ত্র? কুবের! যেমন করে হোক একখানা অস্ত্র নিয়ে এস, আমি নিজের হাতে পিতৃহত্যা করবো!

কুবের। ওঃ—সিংহ আজ পিঞ্জরাবদ্ধ কি বলবো মা! আমার মনে হচ্ছে আমার বুকের অস্থি দিয়েই আমি তৈরী করি এই পশুকে হত্যা করার মরণ অস্ত্র।

মাল্যবান। কুবের! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'।

বিশ্বশ্রবা। কর-কর হত্যা কর ঘাতক। দেখি আমার তপ প্রভাবে বিশ্বজননী মায়ের অসুর বিনাশিনী শক্তি করালিনী মুর্ত্তিতে তোকে গ্রাস করতে আসে কিনা। বল সবাই মুক্তকণ্ঠে বল "জাগো-জাগো বিশ্বজননী মহামায়া।"

সকলে। "জাগো-জাগো বিশ্বজননী মহামায়া।"

মাল্যবান। জাগবেনা-জাগবেনা মহামায়া নিদ্রিতা জাগ্রত এই শয়তান!

সশস্ত্র রাবণের প্রবেশ

রাবণ। শয়তানীর হোক অবসান।

মাল্যবান। দশানন।

রাবণ। ধর অস্ত্র শয়তান! যুদ্ধ করে বন্দীত্ব স্বীকার কর।

উভয়ের যুদ্ধ মাল্যবানের পরাজয়

এই কে আছিস?

শৃঙ্খল হস্তে কালনেমীর প্রবেশ

কালনেমী। আমি আছি ভাগ্নে! আদেশ দাও বেটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলি।

রাবণ। শৃঙ্খলিত কর মাতুল। যে শয়তান আমার পূজনীয় পিতাকে হত্যা করতে অস্ত্র তুলে ধরেছে, আমার মায়ের রক্তে স্নান করতে চেয়েছে আমার পরমাত্মীয়দের নির্য্যাতন করার সাহস পেয়েছে তার ওই পাপ দেহটা আমি জীবন্ত দগ্ধ করবো।

মাল্যবান। তোমার কল্যাণের জন্যেই—

রাবণ। আমার কল্যাণ? হা-হা-হা, আমার মাতা পিতার চেয়ে আমার কল্যাণ বেশী বোঝে সে যে পরগাছা আমার কাছে নতশিরে দাসত্ব করছে।

কালনেমী। কথাটা ঠিকই বলেছো বাবাজী!

রাবণ। মা!

নিকষা। বন্দী কর—বন্দী কর। ওই শয়তানই কৌশলে আমাকে দিয়ে মহর্ষির মনোরঞ্জন করিয়ে নিজের কার্য্য সিদ্ধি করতে চেয়েছিল! আজ বুঝতে পারছি তোকে দিয়ে বিশ্বজয় করিয়ে ও নিজেই বসতে চায় রাজ সিংহাসনে।

মন্দো। মা! উনি যে আপনার পিতা।

নিকষা। সেইটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ বৌমা, যে ওই জহ্লাদ আমার পিতা!

কালনেমী। আর দেরী করে লাভ কি ভাগ্নে? আদেশ দাও—

মাল্যবান। কালনেমী!

কালনেমী। আপনি গুরুজন নইলে বিচারের আগে আমিই ঘা কতক বসিয়ে দিতাম। ছিঃ ছিঃ মেয়ের বৈধব্যর চেয়ে স্বার্থ ই আপনার কাছে বড় হল? বাবাজী! এঁর জন্য একটু ভাল রকম ব্যবস্থা করতে হবে।

রাবণ। যাও মাতুল! শয়তানকে কারাগারে নিয়ে যাও—দিগ্বিজয় থেকে ফিরে এসে আমি এর বিচার করবো।

কালনেমী। আর ভেবে কি হবে? আসুন—আপনার জন্য এবার মনোরম একটি শূলের ব্যবস্থা করা হবে।

মাল্যবান। এ কাজের পরিণাম তোমার শুভ নয় রাবণ, আমার জন্যই ভবিষ্যতে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

[কালনেমী সহ প্রস্থান

কুবের। রাবণ-রাবণ! কে বলে তুই রাক্ষস? তুই মহর্ষি বিশ্বশ্রবার সন্তান, কুবেরের স্নেহের অনুজ—তোর স্থান দূরে নয়—তোর স্থান আমার এই মুক্ত বক্ষের বন্ধনে।

আলিঙ্গন

রাবণ। আমি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছি দাদা!

কুবের। যা ভাই যা, তোর জয়যাত্রার পথে রইলো আমার অন্তরের মুক্ত আশীষ।

[প্রস্থান

রাবণ। পিতা, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিশ্বশ্রবা। আশীর্ব্বাদ? হ্যাঁ-হ্যাঁ-আশীর্ব্বাদ করছি তুই বিশ্বশ্রবার সন্তান হয়েই চির অমরত্ব লাভ কর।

রাবণ। পিতা!

বিশ্বশ্রবা। শোন্ পুত্র! জয় করিস্ বিজিত দেশের জনগণকে বাঁচিয়ে রেখে যুদ্ধ করিস শান্তির সঙ্কল্প নিয়ে, পাপীর শাস্তি বিধান করিস্ ধর্ম্মের অস্ত্র দিয়ে! কলঙ্ক কালিমায় যেন তোর বীরত্ব কোনদিন ম্লান হয়ে না যায়।

[প্রস্থান

রাবণ! মা!

নিকষা। হা-হা-হা—হাসবো আজ আমি আকাশ ফাটিয়ে হাসবো—রাক্ষসীর ছেলে আজ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করছে যা-যা-আমিও থাকবো তোর পিছনে পিছনে—ভয় কি? যখনি বিপদে পড়বি—"মা-মা" বলে ডাকবি আমার আশীর্ব্বাদ শূন্যপথে গিয়ে তোকে বিপদমুক্ত করবে।

[প্রস্থান

রাবণ। মন্দোদরী!

মন্দো। বিশ্বজয় করে ফিরে এস স্বামী, আমি তোমার আশাপথ চেয়ে প্রহর গণনা করবো।

রাবণ। আমার যাত্রা পথে তোমার শুভেচ্ছা—

মন্দো। একথা জিজ্ঞাসা করছে কেন প্রিয়তম! স্বামীর কর্ম্মপথে স্ত্রীর শুভেচ্ছা থাকেই।

রাবণ। যদি আমি আর না ফিরি?

মন্দো। তোমার মর্ম্মর মূর্ত্তি গড়িয়ে আজীবন পূজা করবো!

রাবণ। মন্দোদরী!

মন্দো। আমি বীরঙ্গনা স্বামী! তোমার চেয়ে তোমার বীরত্ব, তোমার গৌরব আমার কাছে অনেক বড়। যাও বীর, ন্যায় যুদ্ধে বিশ্বকে জয় ক'রে ফিরে এস, তোমাকে নিয়ে আমি লংকার অন্তঃপুরে বিজয়োৎসব করব।

[প্রস্থান

রাবণ। মাল্যবান বিশ্বাসঘাতকতা করলে করালও বিদ্রোহীতা করার সুযোগ খুঁজছে, বিশ্বজয় পথে আমি কি একাই এগিয়ে যাবো?

গীতকণ্ঠে তামসের প্রবেশ

গীত

তামস।

আমি আছি তব সাথে
কেন ভয়? হবে জয়
যাকনা সবাই ছাড়িয়া তোমারে
নাহি হবে তব ক্ষয়।

বিশ্বে তোমার বিজয় নিশান
বাজাবে সঘনে বিজয় বিষান
দানব মানব দলিবে পায়েতে
কেন কর মিছে ভয়।

[প্রস্থান

রাবণ। দশানন ভয় কাকে বলে জানেনা তামস। যেদিন জানবে, সেইদিনই হবে তার মৃত্যু।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের একাংশ

অগ্রে কাবেরী, পশ্চাতে মণিভদ্রের প্রবেশ

মণি। দাঁড়াও—দাঁড়াও কাবেরী !

কাবেরী। না-না-ডেকোনা, আমাকে যে এখন অনেক দূর যেতে হবে।

মণি। তুমি বুঝতে পারছো না কাবেরী, গোপনে তোমাকে কারামুক্ত করেছি, একথা কেউ জানতে পারলে—

কাবেরী। গর্দ্দান যাবে, নয়? তা যাক্, তবু তোমার সঙ্গে আমি যাবো না।

মণি। কাবেরী !

কাবেরী। তুমি যাও-যাও—আমার কাছে এসো না—আমি যে পাপীয়সী, স্ত্রী হয়ে স্বামীকে হত্যা করতে গিয়েছিলাম আমার মুখ দেখলেও পাপ হয় !

মণি। তুমি না বলেছিলে আমার সঙ্গে কোন দূর পল্লীতে গিয়ে সংসার পাতবে।

কাবেরী। চুপ মাথায় বজ্রাঘাত হবে।

মণি। কাবেরী !

কাবেরী। দেখছো না নরকটা কেমন হাঁ করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমার স্বামী ছাড়া ওর হাত থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

মণি। ও—এতদিন পরে আজ বুঝি পতি-ভক্তির বান ডেকেছে। আমি তো তোমাকে ভুলেই ছিলাম, কেন তুমি আমাকে আবার তোমার রূপে আকৃষ্ট করলে রাক্ষসী। না-না, তোমাকে ভুলতে আমি পারবো না! চলে এস।

কাবেরী। কোথায়? নরকে? না-না, যেতে হয় তুমি একা যাও, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না—তুমি শয়তান।

মণি। শয়তান! হা-হা-হা-তবে যা শয়তানী, তুই আগে পৃথিবী থেকে সরে যা।

অস্ত্রাঘাতে উদ্যত, (শতদলের প্রবেশ)

শতদল। করছো কি? পুরুষ হয়ে স্ত্রী হত্যা করছ!

মণি। কে তুই?

শতদল। বাবা!

মণি। কার?

শতদল। সকলের।

মণি। বালক!

শতদল। কথাটা বিশ্বাস না হয়—তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এস।

কাবেরী। কাদের ছেলে তুমি বাবা?

শতদল। সে কথা পরে শুনবে! এখন পালিয়ে এস, নইলে এ রাক্ষস তোমাকে মেরেই ফেলবে।

মণি। খবরদার বালক! আমার হাত থেকে একে বাঁচাতে গেলে তোমাকেই মরতে হবে।

শতদল। তার আগে তোমাকেই যেতে হবে।

কাবেরী। আয় তো বাবা! আমার বুকের মধ্যে, দেখি ওর অস্ত্রে কত ধার!

মণি। তবে দুটোকেই আমি শেষ করে দেব।

কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ

কার্ত্ত। তার আগে তোকেও শেষ হতে হবে শয়তান।

মণি। মহারাজ!

কার্ত্ত। ধর্ অস্ত্র! দেখি কত শক্তিমান তুই?

মণিভদ্রের সহিত যুদ্ধ ও মণিভদ্রের বক্ষে আঘাত

মণি। ওঃ—

কার্ত্ত। পাপীকে কোনদিনই কার্ত্তবীর্য্য ক্ষমা করে না।

মণি। ভালই কর্লেন মহারাজ! আমার মত মহাপাপীর এই যোগ্য পুরস্কার! ওঃ—ভগবান!

[প্রস্থান

কার্ত্ত। কাবেরী আজ উন্মাদিনী!

বিদ্যুতের প্রবেশ

বিদ্যুত। অধর্ম্মের জয় কখনও হতে পারে না মহারাজ পাপ করলে তার সাজা পেতেই হবে।

কার্ত্ত। ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জীবন দিয়ে।

শতদল। স্ত্রী যে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী মহারাজ! স্বামীর পুণ্য ফলেই কাবেরীর সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে আবার খাঁটি সোনা হয়ে যাবে।

কার্ত্ত। তুমি কে বালক?

শতদল। আমি ধর্ম্ম! মনে রাখবেন মহারাজ, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।

[প্রস্থান

কার্ত্ত। ধর্ম্ম-ধর্ম্ম এসেছিলেন আমার প্রাসাদে? ওরে সঞ্জয়, ফিরিয়ে আন ধর্ম্মরাজকে। আমি তাকে আমরণ বন্দী করে রাখবো আমার প্রাসাদে।

শতদল। (নেপথ্যে) ধর্ম্ম চিরদিন তোমার প্রাসাদে বন্দী থাকবে কার্ত্তবীর্য্য।

কার্ত্ত। ধর্ম্ম বাঁধা যার প্রাসাদে তার জয় অনিবার্য্য।

কাবেরী। জ্বালা-জ্বালা-শুধু জ্বালা—

অশ্রুর প্রবেশ

অশ্রু। পরশমণির স্পর্শে সব জ্বালা দূর হবে বৌদি। এসো তুমি আমাদের পাতার কুটিরে—আজ থেকে সুরু হোক তোমার নূতন জীবনযাত্রা। রত্ন অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে লালপাড় শাড়ী আর সিঁথির সিঁন্দুর হোক তোমার এয়োতির চিহ্ন।

কাবেরী। তুমি? তুমি কে?

অশ্রু। আমি তোমার ছোটবোন!

কাবেরী। আমাকে গান শোনাবে ? গল্প বলবে ?

অশ্রু। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—চল। আর দেরী করনা।

কাবেরী। যাবো! ওই যে এখানকার বড় বড় দর-দালানগুলো আমাকে দেখে হাসছে—রক্ষী প্রহরীগুলো ভূতের মত চেহারা নিয়ে আমাকে চাবুক মারতে আসছে। ওই যে সিংহাসন থেকে একটা আগুণ বেরিয়ে আমাকে গ্রাস করতে আসছে—আঃ—

বিদ্যুৎ। এসো কাবেরী, এসো আমার কুঁড়ে ঘরের কুললক্ষী—আমি আমার সমস্ত পুণ্য ফলের বিনিময়ে ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা চেয়ে নোব তোমার জীবন।

কার্ত্ত। বিদ্যুত! আজ মনে হচ্ছে সার্থক তোমার ব্রহ্মণত্ব। তাই আজ নিয়ে যাও মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের সশ্রদ্ধ প্রণাম!

বিদ্যুৎ। মহারাজ! পৃথিবী এখনও ধর্ম্মহীন হয়নি, এখনও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মাণত্ব আছে, এখনও পাপীর বিনাশে ধর্ম্মের বিজয় উল্কা বেজে ওঠে। এসো কাবেরি—

[কাবেরী সহ প্রস্থান

কার্ত্ত। তুমি গেলে না অশ্রু ?

অশ্রু। আমি আপনার কাছে এসেছি।

কার্ত্ত। কেন ?

অশ্রু। এ যুদ্ধে আমাকেও একটা কিছু কর্ম্মভার দিন।

কার্ত্ত। তুমি নারী—

অশ্রু। যুদ্ধ করতে না পারলেও আর্ত্তের সেবা করার ক্ষমতা আমাদের আছে মহারাজ।

কার্ত্ত। বেশ! সে অধিকার আমি তোমায় দিলাম।

অশ্রু। আমি ধন্যা মহারাজ!

কার্ত্ত। কাল যুদ্ধ। প্রভাতেই মানব রাক্ষসে সুরু হবে তুমুল সংগ্রাম। সীমান্তে লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে রাবণ অপেক্ষা করছে—কাল প্রভাতেই আমাকে ছুটে যেতে হবে ওদের মাঝখানে, দাঁড়াতে হবে ওদের আগে। হয়তো তোমার আমার এই শেষ দেখা অশ্রু, তাই আজ এই বিদায় বেলায় যদি তোমার একখানা গান আমি শুনতে চাই, সেই চাওয়া কি আমার অন্যায় হবে অশ্রু?

অশ্রু। গান? শুধু গান?

কার্ত্ত। হ্যাঁ গান—শুধু গান! আজ এই বিদায় বেলায় শুধু গান।

গীত

অশ্রু।

ওগো দয়াময়
তোমার করুণা ধরার ধূলিতে
শতধারে আজও রয়।
নিরাকারে তুমি সাকার দেবতা
কে জানে তোমার মহিমা কতবা
কারে বা হাঁসাও কারে বা কাঁদাও
কারে কর সুখময়॥

অশ্রু। আসি মহারাজ।

কার্ত্ত। কাল যুদ্ধ শেষে যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে অশ্রু।

[অশ্রুর প্রস্থান

যুদ্ধ যুদ্ধ আজ দীর্ঘদিন পরে আবার যুদ্ধ নেশায় মেতে উঠেছে আমার প্রাণ।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। মহারাজ! রাক্ষস মাল্যবান, আপনার সাক্ষাৎ চায়।

কার্ত্ত। তাকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও।

সঞ্জয়। কে আছিস? আগন্তুককে এইখানেই পাঠিয়ে দে।

মাল্যবানের প্রবেশ

মাল্যবান। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জয় হোক।

কার্ত্ত। ভূতপূর্ব্ব লংকেশ্বরের হঠাৎ এখানে আসার কারণ কি?

মাল্যবান। আমি এসেছি আপনার সঙ্গে বন্ধুসূত্রে আবদ্ধ হতে।

সঞ্জয়। রাক্ষসের সঙ্গে বন্ধুত্ব?

কার্ত্ত। আপনার কথার অর্থ?

মাল্যবান। দশানন আমার শত্রু! আমি চাই তার ধ্বংস তাই গোপনে প্রহরীদের উৎকোচ দিয়ে আমি কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি। মহারাজ যদি সম্মত হন, আমি

আমার ভোগবতী থেকে শক্তিমান সৈন্যবাহিনী এনে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

কার্ত্ত। উত্তম। আপনি পরিশ্রান্ত এখন বিশ্রাম করুন। সঞ্জয় এঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

সঞ্জয়। কোথায় মহারাজ? উদ্যান বাটীতে?

কার্ত্ত। না।

সঞ্জয়। তবে কোথায়?

কার্ত্ত। কারাগারে।

মাল্যবান। মহারাজ!

কার্ত্ত। যে বিশ্বাসঘাতক দুর্দ্দিনে স্বজাতিকে পরিত্যাগ ক'রে বিজাতীয়ের সঙ্গে যোগ দেয়, আত্মীয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে যে পরের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতে চায়, নিজের সন্তানকে অনাহারী রেখে পরের সন্তানের মুখে অমৃতের বাটি ধরতে চায়, তার স্থান রাজপ্রাসাদে নয়,—কারাগারে।

মাল্যবান। তুমি ভুল করছ মহারাজ! আমার সৈন্যেরা যথেষ্ট শক্তিশালী।

কার্ত্ত। যাও রাক্ষস! যুদ্ধ শেষে আমি তোমাকে রাবণের কাছেই পাঠিয়ে দেব।

মাল্যবান। রাবণের কাছে পাঠিয়ে দিলে সে যে আমাকে হত্যা করবে।

কার্ত্ত। তাতে তোমার দেশদ্রোহীতার পাপ কিছুটা কমে যাবে। যাও—নিয়ে যাও।

সঞ্জয়। মহারাজ! এমন সুবিচারক, এমন বীরত্ব এমন মানবত্বের বিকাশ যার মধ্যে তার ললাটে পরাজয়ের কলঙ্ক তিলক কেউ কোনদিন এঁকে দিতে পারবে না।

মাল্যবান। বাঃ—চমৎকার নিয়তির বিচার—

সঞ্জয় সহ প্রস্থান

কার্ত্ত রাবণ! বিশ্বশ্রবা পুত্র রাবণ! দেবতার বরে অজেয় শক্তি লাভ করে শক্তির অহমিকায় বিশ্বজয় করতে চায়। হা-হা-হা জানেনা কার্ত্তবীর্য্যের শক্তি কত অসীম কাল যুদ্ধে আমিও রাক্ষসের বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

লঙ্কার প্রাসাদ

("নেপথ্যে। জয় মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জয়")

স্বপ্নবিষ্ট নিকষার প্রবেশ

নিকষা। ওই—ওই সৈন্যরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে রণক্ষেত্রে কাঁচা মাথা গুলো তাজা রক্তের মধ্যে পদ্মফুলের মত পড়ে আছে! রক্ত—রক্ত চারিদিকে শুধু রক্তের তুফান—ওকি! কে? কে ওই রক্ত সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে? ও কার মৃতদেহ? রাবণ! রাবণের প্রাণহীন দেহটা নিয়ে শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছেওঁঃ—না—না—এ দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি না—

পড়িয়া গেল

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। মা!—মা—

নিকষা। কে? বৌমা!

মন্দো। একি! আপনি এখানে পড়ে আছেন?

নিকষা। দেখতো বৌমা রাবণ কি ফিরে এল?

মন্দো। না মা—তাঁর ফেরার এখনও অনেক বিলম্ব।

নিকষা। তুমি দূত পাঠাও বৌমা! বিশ্বজয়ে আর প্রয়োজন নেই।

মন্দো। এসব আপনি কি বলছেন মা। গভীর রাত্রে এখানেই বা এসেছেন কেন ?

নিকষা। কে যেন চুলের মুঠিধরে আমাকে এখানে টেনে এনেছে বৌমা! আর দেরী নয়, তুমি দূত পাঠাও সে ফিরে আসুক।

মন্দো। দূত পাঠালেই তিনি ফিরে আসবেন না মা।

নিকষা। আসবে—আসবে আমি মা, আমার কথা সে অবহেলা করবেন না।

বিশ্বশ্রবার প্রবেশ

বিশ্বশ্রবা। করবে নিকষা! যুদ্ধ নেশায় এখন সে উন্মাদ তাকে ফেরাবার শক্তি কারও নেই।

নিকষা। কারও নেই, কিন্তু তোমার আছে। তোমার কাছে আমি অনুরোধ করছি, ছেলেটিকে ফিরিয়ে দাও ঋষি।

বিশ্বশ্রবা। দেশের পর দেশ সে জয় করে এগিয়ে গেছে। কিন্তু এইবার মনে হচ্ছে তার গতিরুদ্ধ হবেই।

মন্দো! কেন কেন পিতা! পৃথিবীতে এমন কে আছে যে আপনার পুত্রের গতিরোধ করতে পারে ?

বিশ্বশ্রবা। আছে মা, আছে। রাবণের প্রতিদ্বন্দী এক জন আছে সে মহিস্মতী রাজ কার্ত্তবীর্য্য। তার শক্তি অসীম দেবগণও তার কাছে পরাজিত হয়, রাবণ তো ছার।

নিকষা। ঋষি! আমি তোমার কথা না শুনে ভুল

করেছি, রাক্ষসী আমি, হিংসায় অন্ধ হয়ে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি। স্বামী বলে কোনদিন তোর পায়ে ফুলজল দিইনি। শুধু পুত্রের গৌরবের নেশায় আমি দিনের পর দিন মোহাচ্ছন্ন ছিলাম! আজ বুঝতে পারছি—আমার পাপেই রাবণের জীবনটা হাহাকারে ভরে যাবে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর ঋষি—ক্ষমা কর।

কালনেমীর প্রবেশ

কালনেমী। সর্ব্বনাশ হয়েছে দিদি, সর্ব্বনাশ হয়েছে! একদিনের যুদ্ধেই অর্দ্ধেক সৈন্য শেষ, বাবাজীও গুরুতর আহত।

নিকষা। কালনেমী! তুই যা, রাবণকে আমার আদেশ জানিয়ে বলবি—সে যেন এখনি লঙ্কায় ফিরে আসে!

কালনেমী। কারও আদেশ সে ফিরবে না দিদি।

নিকষা। ফিরতেই হবে। আমাকে নিয়ে চল কালনেমী, আমি যাবো তার কাছে।

কুবেরের প্রবেশ

কুবের। আমরা থাকতে তুমি কোথায় যাবে মা!

নিকষা। কুবের! কুবের! তুইও ছুটে এসেছিস বাবা?

কুবের। আসতেই যে হবে মা। তুমি আমার বিমাতা হলেও রাবণ যে আমার ভাই। কার্ত্তবীর্য্যের হাতে তার জীবন দীপ নিভে যাবে, আর আমি দর্শকের মত তাই দাঁড়িয়ে দেখবো?—তা হয়না জননী।

বিশ্বশ্রবা। রাবণের সঙ্গে কার্ত্তবীর্য্যের যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ তুমি জেনেছো কুবের ?

কুবের। শুধু আমি নই পিতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই অন্তরীক্ষে এসে দেখেছেন এই প্রলয় সংগ্রাম। যেমন করেই হোক্ এ যুদ্ধ বন্ধ না করলে— পৃথিবী তো ধ্বংস হবেই, তার সঙ্গে আপনাকেও পুত্রহারা হতে হবে পিতা !

মন্দো। পিতা ! আমি কুলবধূ হলেও আজ আমার ভাগ্যের চরম দুর্দ্দিনে আপনারা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন !

বিশ্বশ্রবা। তুই কোথা যাবি মা ? সে যে রণক্ষেত্র।

মন্দো। রণক্ষেত্রে অস্ত্র নিয়ে শত্রুর সামনে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি আমার আছে বাবা। আমি রাজনন্দিনী, আমার স্বামীর বুকে শত্রু অস্ত্রাঘাত করবে, আর আমি ঘরের কোণে বসে তার মৃত্যু সংবাদ শুনে শুধু কাঁদবো ? না—না, তা হবে না, চলুন পিতা আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।

নিকষা। বৌমা !

মন্দো। আমি তাঁর পায়ে ধরে শত অনুরোধ করবো যাতে তিনি এ যুদ্ধ বন্ধ করেন।

কুবের। শুধু বন্ধ নয় মা ! আমি চাই মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যের সঙ্গে সন্ধি করে রাক্ষস মানবের দুই বিশাল শক্তি দিয়ে জগতের কল্যাণ করতে।

কালনেমী। দিদি! তাহলে তোমরা যা হয় কর, আমি চললাম।

বিশ্বশ্রবা। কোথায়?

কালনেমী। পাতালে দাদা!

কুবের। রণক্ষেত্রে যাবে না?

কালনেমী। না বাবা! একটা নয়, দুটো নয়, হাজার হাতের এক একটা আঙ্গুলের ঘা খেলেই কালনেমী পটল তুলবে। যা হয় তোমরা কর।—আমি চললাম, ওদিকে আর পা বাড়াবো না।

নিকষা। লঙ্কায় আর আসবি না কালনেমী?

কালনেমী। আসবো দিদি। যেদিন দশানন বিশ্বজয় করে ফিরে আসবে, সেদিন আসবো।

[প্রস্থান

বিশ্বশ্রবা। চল কুবের! এখনি আমি মহিষ্মতি যাত্রা করবো।

নিকষা। আমি কি করবো ঋষি?

বিশ্বশ্রবা। তুমি প্রাসাদেই থাক নিকষা! মহর্ষি বিশ্বশ্রবা যখন আশ্রম ত্যাগ করে রণক্ষেত্রে ছুটে যাচ্ছে, তখন আর ভয় নেই।

কুবের। আসুন পিতা, আমার রথ প্রস্তুত।

বিশ্বশ্রবা। চল, চল, গ্রহে গ্রহে আজ সংঘর্ষ বেঁধেছে, কক্ষচ্যুত গ্রহগণ পৃথিবীর বুকে অগ্নি বর্ষণ করছে, অধর্ম্মের

তাণ্ডব নৃত্যে স্থুরু হয়েছে, ভৈরব উল্লাস ওই রণোন্মত্ত তুই মহাশক্তিকে শান্ত করতে না পারলে বিশ্বধ্বংস অনিবার্য্য।

[প্রস্থান

মন্দো। যে স্বামীকে আমি হাসতে হাসতে দিগ্বিজয়ে পাঠিয়েছি আজ তার জীবন রক্ষার জন্য ছায়ার মত আমি যাবো তার পিছনে। শত কার্ত্তবীর্য্য সহস্র নিয়তিও আমার হাত থেকে আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

[প্রস্থান

কুবের। মাভৈঃ! মাভৈঃ! আসি মা রাবণকে দিয়েছ জয়যাত্রার আশীর্ব্বাদ, আমাকে দাও শত অভিশাপ! তোমার অভিশাপ মাথায় নিয়ে আমি যেন আমার ওই তুরন্ত ভাইটীকে ফিরিয়ে এনে আবার তোমার কোলে দিতে পারি।

[প্রস্থান

নিকষা। এত তুঃখেও আজ আমার আনন্দ হচ্ছে! যে কুবের আমার স্বামীরই সন্তান,—সে রাক্ষস রাবণের ভাই। রাবণ অন্ধকার, সে আলো, রাবণ বিষ, সে অমৃত, রাবণ রাক্ষস, আমার কুবের দেবতা॥

[প্র ান

———

তৃতীয় দৃশ্য

(রণস্থলের পার্শ্ব)

অশ্রু আসিল

অশ্রু। ওঃ—এরই নাম যুদ্ধ! একজন আর একজনের মাথা কেটে আনন্দে জয়ধ্বনী দিচ্ছে। আর্ত্তনাদ অট্টহাসি শবদেহ ছিন্নশির সব মিলে রণক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে একটা শ্মশানের ভয়াবহ চিত্রপট। হে ভগবান! তোমার সৃজিত জীব এমন নিষ্ঠুর হয় কেমন করে?

শ্রীনলকুবেরের প্রবেশ

নল। যেমন করে তুমি আমাকে ভুলে আছো।

অশ্রু। শ্রীনল!

নল। হা-হা-হা! চিনতে পেরেছো?

অশ্রু। তুমি এখানে?

নল। তোমার জন্য। তুমি আমাকে ভুলে কার্ত্তবীর্য্যকে নিয়ে সুখে ঘর করবে এ আমার অসহ্য।

অশ্রু। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের সঙ্গে তোমার তুলনা!

নল। কার্ত্তবীর্য্য রাজা হলেও সে মানব।

অশ্রু। আর তুমি দেবতা হলেও স্বাথপর।

নল। অশ্রু! তোমার মত ব্যাভিচারিণী নারীকে—

অশ্রু। চুপ! কথাটা বলতে একটু লজ্জা হলো না? আভিজাত্যের ভয়ে যে আমাকে বিবাহ করতে পারেনি তার মুখে আমার চরিত্রকে কটূক্তি করা শোভা পায় না।

নল। তুমি কার্ত্তবীর্য্যকে ভালবাস?

অশ্রু। বাসি। কারণ সে বীর আর তুমি একটা কাপুরুষ। যাও—যাও—

নল। আমি তোমার মাথা না নিয়ে যাবো না।

অশ্রু। তাহলে তোমার মাথাটাও রেখে যেতে হবে।

নল। অশ্রু!

অশ্রু। সাবধান কুবের পুত্র! অশ্রু মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের আশ্রিতা তার গায়ে হাত তুললে স্বয়ং ইন্দ্রেরও নিস্তার নেই।

নল। কার্ত্তবীর্য্যের মরবার বেশী দেরী নেই। রাবণের হাতেই তাকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে! প্রস্তুত হ' মৃত্যুর জন্য।

সশস্ত্র কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ

কার্ত্ত। তুমিও প্রস্তুত হও যুবক।

নল। কার্ত্তবীর্য্য, আমি দেবতা।

কার্ত্ত। যে দেবতা নারী হত্যা করতে যায় তার স্থান নরকে। নাও, অস্ত্র ধর কুবের পুত্র, মৃত্যু তোমার শিয়রে।

নল। আমার নয় তোমার।

উভয়ের যুদ্ধ নলকুবেরের পরাজয়

[প্রস্থান

অশ্রু। মহারাজ!

কার্ত্ত। হবে না অশ্রু হবে না! এত করেও বোধ হয় এ যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না।

অশ্রু। তুমি আহত মহারাজ!

কার্ত্ত। তার জন্য আমার দুঃখ ছিল না, যদি রাবণের জয়যাত্রার গতিকে রোধ করতে পারতাম।

অশ্রু। তুমি পরিশ্রান্ত। তোমার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে।

কার্ত্ত। এ আর কতটুকু রক্ত অশ্রু! যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের সাগর বয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানব সৈন্যের শবদেহে পাহাড় জমে গেছে। ওঃ—না—না, আমি যাই, আমার মাহিষ্মতীকে রক্তাপ্লুত করার অপরাধে রাবণকে তার যোগ্য দণ্ড দিতেই হবে।

অশ্রু। সঞ্জয়কে বল রাজধানী থেকে নূতন সৈন্য নিয়ে আসুক।

কার্ত্ত। রাজধানীতে আর সৈন্য নেই। এখানে যারা ছিল একদিনের যুদ্ধেই তাদের অর্দ্ধেক শেষ! তুমি পালাও অশ্রু!

অশ্রু। তুমি মরণ সমুদ্রে সাঁতার কাটবে আর আমি প্রাণভয়ে পালিয়ে যাবো? না—মহারাজ! দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তুমি যদি জীবন দিতে পার, আমিও পারবো তোমার সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে।

কার্ত্ত। অশ্রু!

অশ্রু। রাক্ষস রাবণের হাত থেকে তোমার মাহিষ্মতীকে রক্ষা করতেই হবে। দেশের রক্ষায়, জাতির রক্ষায় যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দেবে তবু মান দেব না।

কার্ত্ত। ঠিক বলেছো অশ্রু! "প্রাণ দেব তবু মান দেব না।" মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য। সবলের অত্যাচার থেকে দুর্ব্বল জনগণকে রক্ষা করাই আমার জীবনের ব্রত। আসি অশ্রু।

অশ্রু। দাঁড়াও! (প্রণাম)

কার্ত্ত। অশ্রু! আজ মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে তোমার জন্যও আমার—বাঁচার ইচ্ছা হচ্ছে।

অশ্রু। শুধু আমার জন্য নয় তোমার দেশের জন্য, তোমার জাতির জন্য আজ তোমাকে বাঁচতে হবে। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে হবে অত্যাচারি রাবণের দম্ভকে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। মহারাজ! রাক্ষস সৈন্য এগিয়ে আসছে।

কার্ত্ত। আসুক, আমি প্রস্তুত।

সঞ্জয়। তাদের হাতে আমাদের সৈন্যরা দলে দলে মারা পড়ছে।

কার্ত্ত। পড়ুক, আমি তো বেঁচে আছি।

সঞ্জয়। সেনাপতি রুদ্রদমন তাক সহস্রাধিক বাহিনী নিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

কার্ত্ত। দিক, তবু জয় চাই।

সঞ্জয়। কি করে জয় হবে মহারাজ? আমাদের সৈন্যরা যে সব শেষ হয়ে গেল।

কার্ত্ত। আকাশ থেকে সৈন্য ঠিকরে পড়বে মূর্খ! যাও—যুদ্ধ করগে—মনে রেখো কার্ত্তবীর্য্য জীবিত থাকতে মানবের বিজয় নিশান কেউ নামিয়ে দিতে পারবে না।

সঞ্জয়। জয় মহারাজ কার্ত্তবীর্যের জয়। [প্রস্থান

কার্ত্ত। ওই শোন অশ্রু! বাতাস আমার জয়ধ্বনি দিচ্ছে, আকাশ আমার স্তুতিগান করছে, সাগর আমার রণ-দামামা বাজাচ্ছে এ যুদ্ধে জয় আমার হবেই।

অশ্রু। তাই হোক প্রিয়, বিজয়লক্ষ্মীর বরমালা নিয়ে আবার তুমি ফিরে এসো।

কার্ত্ত। যদি ফিরে না আসি আমার মৃতদেহের উপর দু ফোঁটা চোখের জল দিও অশ্রু, সেই হবে আমার যাত্রাপথের পরম পাথেয়।

অশ্রু। মহারাজ!

কার্ত্ত। সবার কাছে আমি মহারাজ হলেও তোমার কাছে শুধু কার্ত্তবীর্য। অশ্রু তোমাকে হয়তো অনেক দুঃখ দিয়েছি তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর!

অশ্রু! মহারাজ! (কাঁদিয়া ফেলিল)

কার্ত্ত। কেঁদো না অশ্রু! আজ কান্নার দিন নয়—আনন্দের দিন—হয় জয় না হয় মৃত্যু।

[অশ্রুর হাত ধরিয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

(রণস্থল পার্শ্ব)

নেপথ্যে জয়ধ্বনি উঠিল "জয় মানবরাজ কার্ত্তবীর্য্যের জয়।"

দ্রুত করাল আসিল

করাল। ওই আহত সৈন্যদের বুকের রক্তে রণক্ষেত্র লালে লাল হয়ে গেছে—ওঃ শরজালে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বোধ হয় পুরাণে এই প্রথম।

উন্মত্তবৎ রাবণের প্রবেশ

রাবণ। দেশের পর দেশ জয় করেছি। যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর সবাই অবনত মস্তকে, আমার পায়ে স্বাধীনতা বিলিয়ে দিলে। কিন্তু—(করালকে দেখিয়া) একি করাল! তুমি এখানে? যুদ্ধ বন্ধের জন্য অনুরোধ করতে এসেছো?

করাল। না রক্ষরাজ!

রাবণ। তবে কি আমার বিদ্রোহীতা করতে এসেছো?

করাল। না!

রাবণ। তবে কি চাও?

করাল। একখানা অস্ত্র আমায় ভিক্ষা দাও রাবণ।

রাবণ। অস্ত্র কি হবে মূর্খ?

করাল। আমি যুদ্ধ করবো।

রাবণ। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ?

করাল। তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে।

রাবণ। একদিন তো তুমি আমার বিদ্রোহীতা করতে চেয়েছিলে!

করাল। চেয়েছিলাম চেষ্টাও করেছিলাম! কিন্তু পারিনি!

রাবণ। করাল!

করাল। তোমার নুন খেয়েছি দশানন! তাই---আজ চাই, তার দাম পরিশোধ করতে! দাও একখানা অস্ত্র দাও!

রাবণ। নাও করাল! অস্ত্র নাও! আমার জাতির গৌরব রক্ষা করো!

করাল। জাতির গৌরব রক্ষা করতে পারবে কি না জানিনা! প্রতি মুহূর্ত্তে আমার বিবেকের দুয়ারে আঘাত করছে, অন্যায়ের লৌহদণ্ড!

রাবণ। করাল!

করাল। আমি ভুলতে পাচ্ছিনা দশানন—যে আমরা আক্রমণকারী বিদেশি! বিনা অপরাধে মহেষ্মতির বুকে ঝাপিয়ে পড়েছি! দস্যুর মত তাদের ঘরে ডাকাতি করতে!

রাবণ। এখন তোমার এত ধর্ম্মজ্ঞান ?

করাল। মনে রাখবেন রক্ষরাজ, নিরীহ মানুষের বুকের

রক্ত নিয়ে যে জয়টীকা পরা যায়—সে জয় নয়—পরাজয়ের নামান্তর !

[প্রস্থান

রাবণ। সবাই আমাকে উপদেশ দেয়! কিন্তু তারা জানেনা যে, তারা যা বলতে চায়, তাদের আগেই আমি তা জেনেছি ! মাহিষ্মতীর বুকে আমার বিজয় পতাকা ওড়াতেই হবে ! জয় আমি চাই !

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। জয়টা চাইলেই পাওয়া যায়না রাক্ষস !

রাবণ। কে তুই মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছিস !

সঞ্জয়। আমি মানব রাজ কার্ত্তবীর্য্যের সেনাপতি !

রাবণ। মরতে হবে !

সঞ্জয়। আমি প্রস্তুত !

রাবণ। উত্তম ! রক্ত দে মানব !

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান

উদ্‌ভ্রান্তের মত কাত্তবীর্যের প্রবেশ

নেপথ্যে কোলাহল উঠীল—বাঁধ ভেঙ্গেছে—বাঁধ ভেঙ্গেছে।

কার্ত্ত। ও কি ! নর্ম্মদার বাঁধ ভেঙ্গে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে যে রাক্ষস শিবির ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে কি রাবণের হাত থেকে মানব সৈন্যদের রক্ষা করতে ভগবানই ভেঙ্গে দিয়েছেন নর্ম্মদার বাঁধ।

অশ্রুর প্রবেশ

অশ্রু। না—না—আমিই নর্ম্মদার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছি।

কার্ত্ত। অশ্রু—অশ্রু—।

অশ্রু। এ ছাড়া উপায় ছিল না রাজা! রাক্ষসের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে তোমার দেশ রক্ষার ওই একটা মাত্র পথ ছিল।

কার্ত্ত। একি অশ্রু, তোমার দেহ ক্ষতবিক্ষত!

অশ্রু। আমি ঊর্দ্ধশ্বাষে তোমার কাছে ছুটে আসছিলাম। পথে রাক্ষসরা আমাকে আক্রমণ করেছিল, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে আমি আহত হয়েছি। যাও মহারাজ, এগিয়ে যাও। জল-স্রোতে রাক্ষস সৈন্যরা ভেসে গেছে, বাকী মাত্র রাবণ! ওর হাত থেকে তুমি বিজয় মুকুট ছিনিয়ে নাও। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি দেখে যেতে চাই, তুমি জয়ী হয়েছ! ওঃ আর দাঁড়াতে পারছি না।

কার্ত্ত! অশ্রু! কারও জন্য কখন আমার চোখে জল আসেনি, কিন্তু আজ তোমাকে হারিয়ে আমি জয়ী হতে চাই না।

অশ্রু। জয়ী তোমাকে হতেই হবে রাজা! আজ আমার আত্মদান তোমার জয়লাভের সূচনা করে দিচ্ছে, এ সুযোগ ছেড়ে আজ যদি রাক্ষসের কাছে পরাজয় মেনে নাও, তাহলে আমার আত্মা স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না।

কার্ত্ত। অশ্রু!

অশ্রু। তোমার জয়ধ্বনি না শুনে আমি মরবো না, কিছুতেই না। ওঃ আসি মহারাজ—আসি!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

কার্ত্ত। অশ্রু চলে গেল? বাতাস কি বন্ধ হয়ে আসছে? পৃথিবী কি কাঁপছে না? কই? অশ্রুর জন্য কেউ তো কাঁদছে না? কেন, কেন? সে গরীবের মেয়ে বলে তার এই আত্মদানের মূল্য কি কেউ দেবে না? দেবে। সবাই তাকে ভুলে গেলেও আমি তাকে ভুলতে পারবো না। অশ্রু দূর থেকে শোন, আমি তোমাকে ভালবাসি।—

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

উন্মাদের ন্যায় রাবণের প্রবেশ

রাবণ। রণস্থলে মৃতদেহের পাহাড় সাজিয়ে তোমরা মাহেষ্মতীকে শ্মশানে পরিণত কর, কার্ত্তবীর্য্যকে সাক্ষ্য দিতে অবশিষ্ট থাকবে কয়েকমুষ্ঠি ভস্ম। ও কি, প্রলয়ের জলস্রোত যে প্রবল বেগে ছুটে আসছে। রাবণের গতিরোধ করতে! আস্থক! নিয়তি—রাক্ষসী! বাজা তুই অন্তরী অন্তরীক্ষে কালের মন্দিরা—আমি তোকে ভয় করি না। রাবণের লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে একা গ্রাস করলো ঐ পাগলী নদী! ওরে হিংসাময়ী কালনাগিনী! তোর ওই উত্তাল তরঙ্গকে আমি অগ্নিবানে ধূলো করে শূন্যে উড়িয়ে দেব। (বাণত্যাগ)

কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ

কার্ত্ত। বরুণবানে আমি আগ্নিকে শূন্যের বুক চিরে নামিয়ে আনবো মর্ত্ত্যের মাটিতে। (বাণত্যাগ)

রাবণ। কার্ত্তবীর্য্য !

কার্ত্ত। না, যম !

রাবণ। কার?

কার্ত্ত। তোমার।

রাবণ। আমি মহাকাল!

কার্ত্ত। এখনও দম্ভ? রণস্থলে পাহাড় তৈরী হয়েছে তোমারই সৈন্যদের কংকালে!

রাবণ। সেই কঙ্কালে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আমি আবার ওদের জাগিয়ে তুলবো।

কার্ত্ত। ওই কস্কালের মধ্যেই হবে তোমার স্থান।

রাবণ। তার আগে এই মাহীষ্মতীকে মাটি শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে আমি সাগরে ডুবিয়ে দেব।

কার্ত্ত। কার্ত্তবীর্য্য জীবিত থাকতে নয়। তুমি কাল আমি ধ্বংস, তুমি প্রলয়—আমি ভূকম্পন, তুমি উদ্বেল জলধি—আমি লেলিহান অগ্নিশিখা। বাজাও তোমার বিজয় ডঙ্কা—আমি বাজাই মরণ দুন্দুভি, দেখি জয়ী হয় কে? তুমি না আমি।

রাবণ। রাবণকে চেন না কার্ত্তবীর্য্য।

কার্ত্ত। কার্ত্তবীর্য্যকেও তুমি জান না রাবণ! যার ভয়ে দেবগণ কম্পিত, শক্র স্পাম্ভিত, প্রকৃতিও নিঃস্পন্দিত, জেনে যাও তাকে।

রাবণ। তুমিও পরিচয় নাও রাবণের। পার তোমার সমস্ত মানব সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় আমার বুকের উপর। দেখ, এখানে কি দাহ? কি প্রচণ্ড শক্তির উৎস। আগ্নেয়-

গিরির মত ফেটে পড়ছে। দেখ—দেখ! কান পেতে শোন, এই বুকে একটা প্রাণ নয়, লক্ষ লক্ষ স্পন্দন, কোটি কোটি শিহরণ। মরবে, মানব মরবে। রাবণের স্পর্শেই নিভে যাবে তোমার জীবন প্রদীপ।

কার্ত্ত। নেভার প্রদীপ এ নয় রাবণ! তুমি তো তুচ্ছ নিয়তিও একসঙ্গে কালের ঝড় তুলে একে নেভাতে পারবে না। ধর অস্ত্র—

[উভয়ে ধনুর্যুদ্ধ ও প্রস্থান

কুবেরের প্রবেশ

কুবের। যুদ্ধ—যুদ্ধ! একদিকে মত্তমাতঙ্গ—অন্যদিকে ক্ষুধিত শার্দ্দুল। একদিকে ধ্বংসের তাণ্ডবনৃত্য-অন্যদিকে কালের অট্টহাসি। আজই বুঝি পৃথিবীর শেষ দিন। কাঁদছে পৃথিবী গুমরে কাঁদছে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে তার দীর্ঘশ্বাস! রাবণ আমার বৈমাত্রেয় ভাই—! তবু তার জন্য বুকটা ফেটে যাচ্ছে কেন? অনেকগুলো স্নেহাস্পদ একসঙ্গে উঁকি মারছে! চোখের উপর কার্ত্তবীর্য্য তার হৃদপিণ্ডটা উপড়ে নেবে—সে আমি সইতে পারবো না। থামাতেই হবে এই প্রলয়কর যুদ্ধ। রাবণ ক্ষান্ত হও—কার্ত্তবীর্য্য ক্ষান্ত হও—

[প্রস্থান

যুদ্ধরত রাবণ ও কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ

কার্ত্ত। তোমার পা টলছে রাবণ।

রাবণ। টলুক —থামিও না যুদ্ধ।

কার্ত্ত। হাত কাঁপছে।

রাবণ। কাঁপুক! বল না ও কথা। যুদ্ধে রাবণের হাত কাঁপছে শুনলে আমার মায়ের বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পিতা বিশ্বশ্রবার হাসিতে বাতাস নেচে উঠবে; রাবণের পরাজয় বার্ত্তা পেলে লঙ্কার পুরবাসীরা ডুকরে কেঁদে উঠবে। যুদ্ধ কর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাক আমার দেহ, তবু আমি তাকে জোড়া দিয়ে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো! যুদ্ধ চাই—জয় চাই।

কার্ত্ত। ওকি! রাবণের রণক্লান্ত চোখ দুটো দিয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে আগুন। পরাজয়ের কালিমায় মুখখানা যেন মেঘাচ্ছন্ন! রাবণ আমার শত্রু, তবু তার দেহটা দেখে আমার মত পাষাণের চোখেও জল আসছে। জয়ের কি দুর্ব্বার চেষ্টা! রাবণ! আমি জয়মাল্য তোমাকেই দিলাম, তুমি জয়ী হও, কার্ত্তবীর্য্য জয় চায় না।

রাবণ। পদাঘাত করি তোমার করুণায়।

কার্ত্ত। তোমার অস্ত্র ভগ্ন—

রাবণ। বাহুদুটো আছে কি করতে? দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চাই।

কার্ত্ত। বুঝলাম—আমিই তোমার কাল। প্রস্তুত হও শিয়রে শমন।

[উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও প্রস্থান

বিশ্বশ্রবার প্রবেশ

বিশ্বশ্রবা। দেবগণ স্বর্গ ছেড়ে ছুটে এসেছে, তুই বীরের যুদ্ধ দেখতে। ভয়ে পাতাল ছেড়ে পালিয়েছে নাগকুল—সকলেরই চোখে মুখে অবাক বিস্ময় কি হয়—কি হয়। ওঃ নিকষা! কাঁদ—যেমন গড়েছিলে ছেলেকে রাক্ষস করে তেমনি চোখের জলে বৈতরিণী তৈরী কর—আর উপায় নাই—রাবণ! ওরে যুদ্ধ থামা—তুই যক্ষ রক্ষ দেব সকলের অবধ্য হলেও মানবের নস, মানবের হাতেই তোর মৃত্যু।

[প্রস্থান

যুদ্ধরত রাবণ ও কার্ত্তবী্যের প্রবেশ

রাবণ। মা! মা—বাতাসে পাঠিয়ে দাও তোমার আশীর্ব্বাদ, স্নেহধর্ম্মে ঘিরে রাখ রাবণকে, তাকে পরাজিত হতে দিও না। পদ্মযোনী! নিস্ফল তোমার বর। ব্যর্থ আমার তপস্যা। মাগো! আর কিছু না পার, অভিশাপ দাও আমাকে। আমি মরবো, তবু পরাজয় সইতে পারবো না।

কার্ত্ত। পরাজয় আর মৃত্যু দুটোই তোমার প্রাপ্য।

উভয় উভয়কে প্রচণ্ড আক্রমণ করিল, অল্প যুদ্ধের পরেই রাবণ পড়িয়া গেল এবং মূর্চ্ছিত হইল

এইবার রাক্ষস! (বুকের উপর বসিল) রাক্ষসের রক্ত আজ মানব কার্ত্তবীর্য্য আঁজলা পুরে পান করবে।

বক্ষ রক্ত পানে উদ্যত

কুবেরের প্রবেশ

কুবের। ক্ষান্ত হও, মানব রাজ!
নিরস্ত্র মূর্চ্ছিত রাবণে দিও না আঘাত।

কার্ত্ত। কারও অনুরোধে
মহাপাপী রাবণেরে করিব না
ক্ষমা।

বিশ্বশ্রবার প্রবেশ

বিশ্বশ্রবা। ক্ষমা কর ক্ষত্রিয় রাজন—
অনুরোধ মোর!

কার্ত্ত। না-না ক্ষমা নাই—

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। আমারে না করি বিনাশ
পারিবে না স্বামী বক্ষে দানিতে
আঘাত।

কার্ত্ত। কে? কে তুমি দেবী?
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা, আলুলায়িত কেশা
ওই রূপদ্যুতি হতে
বিশ্ব যেন আলোকিত আজি।
ওই পদ্ম পলাশ সম আঁখি যুগ হতে
শত্রু নাশি মহাশক্তি হয় বিকিরণ!

মাগো ! অক্ষম পুত্র
তব আজ্ঞা করিতে হেলন।
যাও দেবী ! মুক্ত তব স্বামীর জীবন।

মন্দো। স্বামী। দেখ চাহি
কারা আজি সম্মুখে তোমার !

রাবণ। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) কে ? মন্দোদরী !
তুমি হেথা কেমনে আসিলে ?
কোথা সেই পাপাত্ম মানব ?

কার্ত্ত। সম্মুখে তোমার মাতৃ অনুরোধে—
দানিয়াছি তোমার জীবন।
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
অস্ত্র আর ধরিব না তোমার বিরুদ্ধে
যদি ইচ্ছা কর, নাশ মোরে
নাহি ক্ষতি তায়।

মন্দো। না পুত্র ! মা বলি ডাকিয়াছ যবে
নহ তুমি শত্রু আর, সন্তান আমার।
ইচ্ছা মোর, আজি হতে
ধরণীর শ্রেষ্ঠ বীর তোমরা দুজনে—
স্নেহ ডোরে বাঁধা থাক
সারাটি জীবন।

বিশ্বশ্রবা। আর কোন কথা নয়—
বৎস রাবণ, বৎস কার্ত্তবীর্য্য !

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

মাতৃদ্রোহী বা সন্ধিপূজা শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত পৌরাণিক নাটক। জনতা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। মাতৃদ্রোহীর মনে যে ভ্রান্ত সংস্কার, তার মোচনে বিশ্বমাতা ধরায় অবতীর্ণ হ'য়ে লীলাচ্ছলে সন্তানকে বিপদাপন্ন ক'রে তুল্লেন, যার ফলে সন্তানের সংসারে জ্ব'লে ওঠে অশান্তির অনল, রাজ্যে চলে প্রজাবিদ্রোহ, ভক্তশোণিতে ধরণী হয় রঞ্জিত। যুদ্ধ, হানাহানি, মৃতদেহের পাহাড় সৃষ্টি হয়। পরিশেষে শাস্তির পেষণে সন্তানের ভ্রম সংশোধন হয়, মায়ের পূজার প্রচলন হয় ধরায়। নাটকটি সৌখীন ও পেশাদারী নাট্যসম্প্রদায়ের রুচিসম্মত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য—২·৭৫ টাকা।

সিংহগড় "রঘুডাকাত" ও "দস্যুকন্যা"-র সুতীক্ষ্ণ-সংলাপী নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন কাল্পনিক নাটক। আর্য্য অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। মধ্যভারতের এক স্বাধীন রাজ্যের ভাবী রাজা অভিষেকের পূর্ব্বে একদল চক্রান্তকারীর দ্বারা অপহৃত হ'লো রাজভক্ত দেওয়ান শঠে শাঠ্যং নীতিতে চক্রান্তকারীদের প্রতারিত করতে বাংলা থেকে আদর্শ তরুণ চঞ্চলসেনকে নিয়ে গিয়ে রাজা সাজিয়ে সিংহাসনে বসালো। চললো দুপক্ষেই চক্রান্তের পর চক্রান্ত। সচিবের বিশ্বাসঘাতকতা, নটী-রাজরাণী চন্দ্রাবাঈয়ের লালসা, রাজভ্রাতার উদারতা, রাজ-দেহরক্ষীর রাজভক্তি, সুন্দরী পাপিয়ার বেদনাময় রহস্যজীবন, উন্মাদ পাণ্ডুরং-এর বিচিত্র আচরণ, সর্ব্বোপরি বাঙালী চঞ্চলসেনের দৃঢ়তা, বীরত্ব, নির্ভীকতা ও সেই সঙ্গে রাজ্যের ভাবী রাণী দেওয়ান-কন্যার অনুপম প্রেমে সমৃদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাতময় আশ্চর্য্য এই নাটক। মূল্য—২·৭৫টাকা

চন্দ্রাবাঈ নট ও নাট্যকার শ্রী নারায়ণ দাস (মানসকুমার) রচিত রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক। তরুণ অপেরায় যশের সহিত অভিনীত। রাজপুতনারী চন্দ্রাবাঈএর ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে এলো দুর্য্যোগের কালো মেঘ, সমাজের কঠিন শাসনে তাঁকে দাঁড়াতে হলো ঘরের বাইরে। পত্নীহারা আনন্দচাঁদের ব্যাকুল উন্মাদনা—নারীলিপ্সু ওমর আলির ব্রাহ্মণপত্নী হরণ—অর্থ পিশাচ কুশীদজীবি গজেন্দ্রের নির্ম্মমতায় দারিদ্র উপানন্দের সকরুণ আর্ত্তনাদ বাংলার কোন প্রাণকে চঞ্চল করেছিল কি? জগৎশেঠের চেষ্টায় আলিবর্দ্দীর অস্ত্র হুঙ্কার দিয়ে উঠল গড়িয়ার মাঠে, তাতে যোগ দিল দেশপ্রেমিক মাতৃভক্ত দস্যু মেঘেষ, প্রজাবৎসল নবাব সরফরাজের ভাগ্যে এলো শোচনীয় রণমৃত্যু। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য—২·৭৫ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬